চাকরির নানা খবর দুয়ের পাতায়

৫৯ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী ৭ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৯ বর্ষ, ৩৩ সংখ্যা, ৩০ জ্যৈষ্ঠ – ৫ আষাঢ়, ১৪৩২ ঃ ১৪ জুন – ২০ জুন, ২০২৫

Kolkata : 59 year : Vol No.: 59, Issue No. 33, 14 June - 20 June, 2025 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : পহেলগাঁও হামলার পর এই প্রথম কাশ্মীরে এসে বিশ্বের

সবচেয়ে উঁচু খিলান সেতু চেনাব এবং উধমপুর–শ্রীনগর–বারামুলা রেল লিঙ্ক প্রকল্পের সম্পূর্ণ লাইনের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বললেন জঙ্গীদের পর্যটন বানচালের জবাব দেবে এই সেতু।

রবিবার : জি৭–এর বৈঠক কানাডার আলবার্টায় বসবে এ মাসের

১৫ তারিখ। আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ভারতকেও। কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি বলেছেন, এই বৈঠকে সবচেয়ে জনবহুল ও পঞ্চম অর্থনীতির দেশ ভারতের উপস্থিতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সোমবার : মণিপুরের সশস্ত্র মেইতেই গোষ্ঠীর আরাম্বাই টেঙ্গলের

প্রধান কানন সিংহের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে রাত থেকে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠল ইম্ফল। পরিস্থিতি সামলাতে ৫ জেলায় ইন্টারনেট ও মোবাইল ডাটা পরিষেবা বন্ধ করে দিল সরকার।

মঙ্গলবার : চাকরিহারা গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি শিক্ষাকর্মীদের দেওয়া রাজ্য

সরকারের ভাতা নিয়ে প্রশ্ন তুললো কলকাতা হাইকোর্ট। আপাতত ভাতা দেওয়া বন্ধ করতে বলা হয়েছে। প্রশ্ন করা হয়েছে সুপ্রীম কোর্টে বাতিল হওয়া চাকরি হারারা যদি ভাতা পায় তাহলে বেকারদের দেওয়া হবে না কেন?

বুধবার : বেকারত্বের যন্ত্রণা কমাতে কিছুতেই মসৃণ হচ্ছে না

কর্মসংস্থানের পদ্ধতি। এবার রেলের চাকরির পরীক্ষায় ভুল উত্তরের 'কি' দেওয়ার অভিযোগে বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্ট মেনে নিয়োগ তালিকা পুর্নমুল্যায়নের নির্দেশ দিল ক্যাট।

বৃহস্পতিবার : ফের একবার ত্রুটির কারণে পিছিয়ে গেল

অ্যাক্সিয়ম–৪–এর মহাকাশ পাড়ি। আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রে পৌঁছবার অপেক্ষা বাড়লো ভারতীয় মহাকাশচারী গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভ্রাংশু সহ ৪ নভশ্চরের।

শুক্রবার : ওড়ার কয়েক মিনিটের মধ্যে আহমেদাবাদের

মেঘানিনগরে ২৪২ জন যাত্রীকে নিয়ে ভেঙে পড়ে এয়ার ইন্ডিয়ার এআই ১৭১ বোয়িং বিমান। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী একজন বাদে মৃত্যু হয়েছে সব যাত্রীর। এছাড়াও প্রাণ গেছে বহু সাধারণ নাগরিকের।

সবজান্তা খবরওয়ালা

অর্থনীতির অঙ্কে নয়, দারিদ্রতা নির্ধারণ হোক বাস্তবের মাটিতে

শক্তি ধর

অনেক চেষ্টা করেও আটকালো গেল না বাঁকুড়ার ছাতনা ব্লকের বাগডিহা গ্রামের শুশুনিয়া মাহালি পাড়ার তপনের যক্ষ্মাটা। সারথি তার বাচ্চাটাকে বাঁচাতে পারবে কি? দূরে লাঠি হাতে অশিতিপর বৃদ্ধার ঘোলাটে চোখ বলে দিচ্ছিল উত্তরটা। নন্দিনীর মাটা অকালে চলে গেল। অনেকে বলে, খিদের জ্বালা ভুলতে হাঁড়িয়া খেয়েই চলে গেল মেয়েটা। জিতেন চলে গেছে কাজের খোঁজে, এখন নন্দিনীর কি হবে? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া খুব মুশকিল।

আবার সুন্দরবনের প্রত্যন্ত দ্বীপ ছোট মোল্লাখালীর কালিদাসপুরে রায়মঙ্গলের দিকে তাকিয়ে হতাশ স্বরে নিরঞ্জন বলে, গ্রামে তো আর কাম কাজ নেই তাই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাঁকড়া ধরা, মধু ভাঙাই ভরসা। পাশে এসে দাঁড়ানো ন্যাংটা নাতিতার দিকে তাকিয়ে নিরঞ্জনেররা আতঙ্কে, স্বাস্থ্যকেন্দ্রটায় ডাক্তার নেই, স্কুলটাও চলে না। নদীটাও ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে। বাপ ছেলে একসঙ্গে চলে কাজে চলে গেলে বড় ভয় হয় পরিবারটাকে নিয়ে।

পুরুলিয়া জেলার মানবাজার ১ ব্লকের গোপালনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ধাদকিগোড়া গ্রামের মহিলা পুরুষরা যেদিন দিনমজুরের কাজ পান না সেদিন ঘরে উনুনে হাঁড়ি চাপে না। এঁরা দূর দূর গ্রামে রাস্তা ঢালাইর কাজে যান ঠিকাদারদের অধীনে। সারাবছর সে কাজ জোটে না। গ্রামে অন্য কোনো কাজ নেই। বাবা মা সবাই কাজে গেলে সবথেকে দুঃসহ অবস্থা হয় শিশুদের। তাদের শৈশব বলে কিচ্ছু থাকে না। তীব্র অভাবের শিকার এখানকার বহু গ্রাম।

রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চল নয় বাদই দিলাম। খোদ ঠাকুরপুকুর মহেশতলা ব্লকের বিষ্ণুপুরের সামালি গ্রামে নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতি বই খাতা দেবার, স্কুলে ভর্তি করে দেবার ঘোষণা করলে লাইন পড়ে যায় তাদের যারা সরকারি স্কুলের সামান্য বাৎসরিক দেয় টুকু জোগাতে অপারগ। এমন উদাহরণের বোঝাও শেষ নেই।

এসব অনার্য্য গাথার পাশাপাশি এখন দেশ জুড়ে শুরু হয়েছে কেন্দ্রে বিজেপি সরকারের গরিব কল্যাণের ১১ বছরের অমৃতকাল। রাজ্যের তৃণমূল সরকারের ২৫ বছরের খতিয়ানও নাকি রেডি। সুপ্রিমোর অনুমতি পেলে হৈহৈ করে তা বেরিয়ে পড়বে দিগ্বিজয়ে। স্বপ্নের ফেরিওয়ালাদের হাত ধরে ঘরে ঘরে পৌঁছে যাবে মোদী ও মমতা সরকারের সাফল্য। কাকতালীয় কিনা জানা নেই, এর দরিদ্রতার মধ্যেই রিপোর্ট বেরোলো বিশ্ব ব্যাঙ্কের। তাদের হিসেবে এক দশকে ভারতে দরিদ্রের সংখ্যা কমেছে ২৭ কোটি। চরম দারিদ্র্যসীমার হার ২৭.১% থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ৫.৩ শতাংশে। কোভিড ১৯ অতিমারির অভিঘাত কাটিয়ে দারিদ্রতা দূরীকরণে নাকি উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছে ভারত। সামগ্রিকভাবেও গত এক দশকে ভারতে চরম দারিদ্রতা উল্লেখযোগ্য ভাবে কমেছে। ২০১১–১২ সালে যেখানে চরম দারিদ্রের হার ছিল ২৭.১%, ২০২২–২৩ সালে তা কমে ৫.৩% হয়েছে।

বিশ্বব্যাঙ্কের তথ্য বলছে, ওই এক দশকে প্রায় ২৭ কোটি (আদতে ২৬ কোটি ৯০ লাখের কিছু বেশি) মানুষকে চরম দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করেছে ভারত। এরপর পাঁচের পাতায়

সমবেদনা

গত ১২ জুন গুজরাটে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনায় বিশ্ববাসীর মতো আমরাও শোকস্তব্ধ। বিমানযাত্রীসহ দুর্ঘটনার অভিঘাতে যাঁরা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন তাঁদের সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা জানা নেই। আলিপুর বার্তা ও নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করি। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাই যাঁরা এই মুহূর্তে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন তাঁরা শীঘ্র সুস্থ হয়ে আমাদের মধ্যে ফিরে আসুন।

প্রাথমিকে নিয়োগ শুনানি

৩২ হাজার চাকরিও কি যেতে বসেছে

কুনাল মালিক

১২ জুন কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে শুনানি হল আড়াই ঘণ্টা ধরে। রাজ্য সরকার কথায় কথায় বলে থাকে এসএসসি বা প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ স্বশাসিত সংস্থা সে ব্যাপারে রাজ্য সরকারের কোনো ভূমিকা নেই। কিন্তু এদিন দেখা গেল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের হয়ে সওয়াল করলেন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত। ডিভিশন বেঞ্চের বিচারপতি হিসেবে ছিলেন তপব্রত চক্রবর্তী এবং ঋতব্রত মিত্র। প্রসঙ্গত ২০১৬ সালে এসএসসি যে শিক্ষক ও অশিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করেছিল তার মধ্যে কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গেল বেঞ্চ, ডিভিশন বেঞ্চের পর সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ২৬ হাজার চাকরি বাতিল বলে ঘোষণা করেছেন। যা নিয়ে রাজ্য রাজনীতি এখন উত্তাল শিক্ষক–শিক্ষিকারা রাজপথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। নতুন করে আবার শিক্ষক অশিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে, যা নিয়ে চলছে যথেষ্ট বিতর্ক।

এরপর পাঁচের পাতায়

ভোটার তালিকা সংস্কার

কমিশনের নির্দেশ নিয়ে চিন্তায় প্রশাসন

ওঙ্কার মিত্র

'গণতন্ত্রের অশ্রুপাত' সিরিজের প্রথম কিস্তিতে ২০২৩ সালের ১৫ জুলাই লিখেছিলাম, 'গণতন্ত্রের প্রথম সিঁড়িটাই বড় পিচ্ছিল, হড়কে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল'। তবে ভাবতে পারিনি মাত্র ২ বছরের মধ্যে এই বিশ্লেষণ এমন সত্য বলে প্রতিষ্ঠা পাবে। যার প্রশাসনের কর্মী, অধিকারিকদের তত্বাবধানে ভোটার তালিকা তৈরী হয় সেই মুখ্যমন্ত্রী এবং যার মূল দায়িত্ব সেই জাতীয় নির্বাচন কমিশনার দুজনেই এভাবে স্বীকার করে নেবেন সংসদীয় গণতন্ত্রের ভিত ভোটার তালিকার ত্রুটি বিচ্যুতি। অপেক্ষা ছিল খতিয়ে দেখার। সেটা চালু হতেই আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। একেবারে কেঁচো খুঁড়তে কেউটে। মৃত ভোটার, ভুয়ো ভোটার, ডুপ্লিকেট ভোটার তো তুচ্ছ পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকা ভরিয়ে রেখেছে ভিন দেশী, ভিন রাজ্যের ভোটাররা। সীমান্ত এলাকায় শুধু টাকা দিলেই বাংলাদেশীদের মিলছে ভোটার কার্ড, নাম উঠছে ভোটার তালিকায়। প্রাক্তন মন্ত্রী তথা শাসক দলের কাকদ্বীপের বিধায়ক একেবারে সরাসরি সরকারি কর্মী আধিকারিকদের চিহ্নিত করে দিয়েছেন এই দেশবিরোধী কাজের জন্য। নির্বাচন কমিশনও স্বীকার করে নিয়েছে ভুয়ো ভোটার কার্ড, একই নামে দুটো ভোটার কার্ড, একই ভোটার কার্ডের নম্বরে একাধিক ভোটারের অভিযোগ। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, বিরোধীরা ভুয়ো ভোটারের তালিকা কমিশনে জমা দিয়েছে এরপর পাঁচের পাতায়

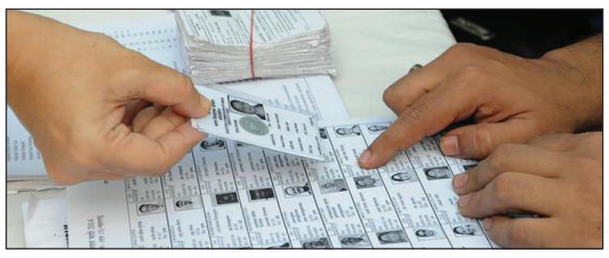

দুষ্কৃতি তাণ্ডব মহেশতলায় প্রাণ বাঁচাতে অসহায় পুলিশ, পরে আটক ৪০

নিজস্ব প্রতিনিধি: খবরের শিরোনামে আবারও মহেশতলা। ১১ জুন বুধবার সকাল ৯টা থেকে কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নিয়েছিল মহেশতলা পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ড অর্থাৎ রবীন্দ্রনগর থানা লাগোয়া এলাকা। সূত্রের খবর রবীন্দ্র নগর থানার পাশেই একটি শিব মন্দিরের গায়ে দোকান বসানোকে কেন্দ্র করে দুই গোষ্ঠী সংঘর্ষে উত্তাল হয়ে ওঠে রবীন্দ্রনগর থেকে সন্তোষপুর স্টেশন রোড পর্যন্ত দীর্ঘ ১ কিলোমিটার এলাকা। বিশাল দুষ্কৃতী বাহিনীর কাছে কার্যত অসহায় হয়ে পড়ে পুলিশ। বেলা যত গড়িয়েছে দুষ্কৃতিদের তাণ্ডব ততটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। পুলিশের বাইক এবং পুলিশের জিপে ভাঙচুর করা হয় ব্যাপকভাবে। একটি পুলিশের বাইকে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় দাউদাউ করে জ্বালতে থাকে সেই বাইকটি। ডিসি পোর্ট থেকে শুরু করে একাধিক পুলিশ কর্মী এমনকী মহিলা পুলিশ আধিকারিকরাও দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব থেকে রক্ষা পায়নি। সাধারণ মানুষের অভিযোগ ঘটনার সূত্রপাত সকাল ৯টা থেকে হলেও পুলিশ পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘটনাস্থলে আসতে প্রায় ঘণ্টা তিনেক লেগে যায়।। দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে পুলিশ সেই অর্থে প্রথমদিকে তেমন কোনও বড় পদক্ষেপ নেয়নি। এরপর পাঁচের পাতায়

সুন্দরবন ধ্বংসের পথে : সমীক্ষা

সুভাষ চন্দ্র দাশ

ধ্বংসের পথে পা বাড়িয়ে দিয়েছে সমগ্র সুন্দরবন! এমনই এক বিশাল আশাঙ্কাজনক চিন্তা ভাবিয়ে তুলেছে সমগ্র বিশ্বের বিজ্ঞানী এবং পরিবেশবিদদের।

রাষ্ট্রপুজের একটি সমীক্ষা রিপোর্ট বলছে বিশ্বউষ্ণায়ণ,জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্লাস্টিকের দাপটের ফলে আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে সাগরে তলিয়ে যাবে বিশ্বের বৃহত্তম ব–দ্বীপ ম্যানগ্রোভ অরণ্য সুন্দরবনের ১৫ শতাংশ। ইদানিং গ্রীনহাউস গ্যাসের প্রভাব বাড়ছে। ফলে পৃথিবী উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রা সুজলা সুফলা বসুন্ধরার শ্যামলিমায় আগ্রাসী থাবা বসিয়েছে। পৃথিবী ব্যাপী অর্থ লালসা ও অতৃপ্ত আর্থিক বাসনা পূরণে প্রকৃতিকে সংহার করার অশুভ প্রয়াসের ভয়াবহ পরিণাম আমরা প্রতিদিনই অনুভব করতে পাচ্ছি। উল্লেখ্য ১৯৮৪ সালের ৪ ঠা মে জাতীয় অভয়ারণ্য হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়া বৃহত্তম ব–দ্বীপ সুন্দরবন শুধুমাত্র এরপর পাঁচের পাতায়

সরকারি ঔদাসীন্যে শুরু হয়েছে যমুনার শ্মশানযাত্রা

একসময় নদিয়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগণা জেলার ইছামতী, যমুনা, বিদ্যাধরী, লাবণ্যময়ী প্রভৃতি নদী তাদের শাখা–প্রশাখা নিয়ে যেমন বহমান ছিল, তেমনই আঞ্চলিক অর্থনীতি ও সমাজ জীবনে তাদের ভূমিকাও ছিল উল্লেখযোগ্য। তাদের এখন অবস্থা কেমন? ধারাবাহিক প্রতিবেদনে সে কথাই জানাচ্ছেন কল্যাণ রায়চৌধুরী

মধ্যযুগে মঙ্গলকাব্যে বিপ্রদাস পিল্লাই–এর মনসামঙ্গল কাব্য, কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত বৈষ্ণব সাহিত্য, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ও রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যর স্মৃতিশাস্ত্রে যমুনা নদীর উল্লেখ পাওয়া যায় বলে মন্তব্য করেন গোবরডাঙার ভূমিপুত্র সাহিত্যিক ও আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক বাসুদেব মুখোপাধ্যায়।

যমুনা নদী সম্পর্কে বাসুদেববাবু বলেন, 'একসময় যমুনা ও ইচ্ছামতী নদীকে কেন্দ্র করে এতদঞ্চলে যেমন মানব সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, তেমনই গোবরডাঙা–খাটুয়া অঞ্চলে লবন কারখানা সহ ১১৭টি চিনির কল তৈরি হয়েছিল। এছাড়া অন্যান্য জিনিসপত্র এই দুই নদী দিয়ে কলকাতা বন্দর হয়ে অন্যত্র বাণিজ্য পথে যাতায়াত করতো।

যমুনা নদীর উৎস প্রসঙ্গে বাসুদেববাবু বলেন, 'নদীয়া জেলার চাকদহ স্টেশনের পূর্বদিকে খোঁজার হাট। এর দক্ষিণে প্রদ্যুম্ন হ্রদ। হ্রদের দক্ষিণে হুগলির ত্রিবেণী। এখান থেকেই যমুনা নদীর উৎপত্তি। এরপর যমুনা নদীয়ার বালিয়ালি, চাঁদমারি, মদনপুর, চন্ডিরামপুর, বিরহী, হরিণঘাটা, সুবর্ণপুর, মোল্লাবেলিয়া, গোপাল নগর, চৌবেড়িয়া অতিক্রম করে গাইঘাটায় প্রবেশ করেছে। এরপর গাইঘাটার খোঁজা, জলেশ্বর, ইছাপুর নাইগাছি, মল্লিকপুর, বেলেনি, গৈপুর, গোবরডাঙা, গয়েশপুর হয়ে স্বরূপনগরের চারঘাটের মোল্লাডাঙার বিপরীতে টিপিতে যমুনা ইচ্ছামতী নদীতে

মিশেছে। পূর্বে নদীয়া ও উত্তর ২৪ পরগণা এই দুই জেলায় যমুনা নদীর অববাহিকা প্রায় এক কিলোমিটার প্রশস্ত ছিল। মধ্যযুগে এতদঞ্চলের বৃহৎ নদী ছিল যমুনা।

১৮৬৭ সালের ১৯ নভেম্বর এই অঞ্চলে প্রবল ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস হয়। ফলে যমুনাখাত বালি জমে বন্ধ হতে থাকে। ১৮৮২–৮৩ সালে দমদম–খুলনা রেলপথ নির্মাণকালে যমুনার বিস্তার অনেকখানি হ্রাস করা হয়। ১৯২৮ সালে ইংল্যান্ডের হেড রাইটসন অ্যান্ড কোম্পানী লিমিটেড স্থায়ী রেলপুল নির্মাণকালে যমুনার পূর্বপ্রস্থ প্রায় ২–৩ অংশে নিয়ে আসা হয়। পরবর্তীতে যমুনার উপর প্রায় ৬–৭টি পাকাসেতু নির্মাণের ফলে নদীর বাব্যতা অনেকটাই কমে যায়। পূর্বে টাকি থেকে গোবরডাঙা পর্যন্ত স্টিমার চলতো। রেললাইন চালু হলে স্টিমার, রেলপুল পর্যন্ত গোবরডাঙা থেকে বেড়ি গোপালপুর ঘাট পর্যন্ত লঞ্চ চলতো। সেটিও বন্ধ হয়ে যায় নাব্যতার কারণে। বর্তমানে তীব্র জলসঙ্কট দেখা দিয়েছে। নদী, খাল,বিল, পুকুর শুকিয়ে যাওয়া এর অন্যতম কারণ। পূর্বে এগুলির নাব্যতা থাকায় জলধারণের ক্ষমতা ছিল। জলসঙ্কটের এটি অন্যতম কারণ। যমুনা নদীকে বাঁচানো সম্পর্কে বাসুদেববাবুর প্রস্তাব, গত বছরে মছলন্দপুর থেকে স্বরূপনগর পর্যন্ত রেললাইন পাতার প্রস্তাব নিয়ে কেন্দ্রীয় জাহাজ ও পেট্রোলিয়াম প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর এবং শিয়ালদহ পূর্ব রেলের ডিভিশন ম্যানেজার মনীন্দ্র নারায়ণ সিং পরিদর্শন করেন। তবে, মছলন্দপুর থেকে স্বরূপনগর পর্যন্ত বর্তমানে সড়কপথের উন্নতি হলেও জনবসতি বিপুল হারে বেড়ে যাওয়ায় যানবাহন সমস্যা ব্যাপক। প্রত্যন্ত গ্রামের রাস্তাঘাট সেভাবে উন্নত হয়নি। গোবরডাঙা–মছলন্দপুরের মাঝ বরাবর যমুনা নদী বয়ে চলেছে। তবে তার অবস্থা নিতান্ত করুণ। কারণ এটি বর্তমানে মজে গিয়েছে শুধু নয়, কচুরিপানায় আবদ্ধ হয়ে একেবারে স্রোতহীন শীর্ণকায়।

যমুনার উৎসমুখ পলি পড়ে ভরাট হওয়ার কারণে সেখানে আজ ঘরবাড়ি তৈরি সহ চাষাবাদ হচ্ছে। নদীর নিকাশি ব্যবস্থাতেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে। এককালের স্রোতস্বিনী যমুনাকে দেখে আজ মনে হয় খুব শীঘ্র হতে চলেছে যমুনার শ্মশানযাত্রা। তবে এখনও এই নদীটির পলি কেটে যদি দুই ধারে ফেলা যায় তাহলে একদিকে যেমন নদীটির সংস্কার হবে তেমনই জলধারণের ক্ষমতাও বাড়বে। এই সঙ্গে উন্নতি হবে নদী সংশ্লিষ্ট এলাকায় বিকাশি ব্যবস্থাও। বাসুদেববাবুর মতে, যমুনার উৎসমুখ কাটা হলে যমুনা পুনরায় স্রোতস্বিনী হবে। এবং চারঘাটের কাছে ইছামতি ও যমুনার সঙ্গমস্থলে জলের তোড়ে পলি আলগা হয়ে মোহনার মুখ খুলে যাবে। যমুনাতে নতুন করে জোয়ার–ভাঁটা খেলবে।

অর্থনীতি

বাজার এখনো ব্রেক আউটের অপেক্ষায়

সঞ্জয় দত্ত
শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞ ও মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর

গত সপ্তাহে ভারতীয় শেয়ার বাজার সম্পর্কে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ সূচক নিফটি সম্পর্কে আমরা বলেছিলাম ২৪৮৫০ থেকে ২৫ হাজার পর্যন্ত বড় রেজিস্ট্যান্স জোন। বাজার এই লেভেলের উপর বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছে এখন যখন এই লেখা লিখছি তখন সূচক ২৫২০০ বাজার পরবর্তী ধাক্কার জায়গা ২৫৫০০ যেটা আগামীকাল সকালে আমরা আমেরিকা মার্কেটের ইনফ্লেশন রেটের যে খবর পাবো সেটা ঠিকঠাক থাকলে দ্রুতই সেই লেভেল টাচ করবে। এই মুহূর্তে ২৪৮০০ লেভেলটা স্বল্পকালীন বেস। আর যদি কোনও কারণে এই লেভেল ব্রেক করে তবে আবার ২৪২০০ চলে আসে সম্ভাবনা। তবে উপরের দিকে যাবার ক্ষেত্রে সূচকের যে মুভমেন্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা অতি ধীরগতির। সাধারণত দীর্ঘদিন ধরে একটা রেঞ্জের মধ্যে থাকার পরে যে বড় মুভমেন্ট আসে সেটা এক্ষেত্রে অনুপস্থিত তবে এটাও ঘটনা বাজারকে উপরের দিকে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন পজিটিভ খবর বাজারে দরকার হয় সেটা এই মুহূর্তে খুব একটা নেই। তবে আসার কথা এই যে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা বিক্রি করা বন্ধ করেছে ধীরে ধীরে কেনা শুরু করেছে যে টাকা আসার বিষয় ছিল সেটা কমতে শুরু করেছিল সেটা আবার বাড়তে শুরু করেছে।

নিয়মিত ভিত্তিতে আমরা সেক্টর রোটেশন দেখতে পাচ্ছি এবং এইবার যে বাজার উপরের দিকে যাচ্ছে তাতে কখনোই মনে হচ্ছে না যে কেবলমাত্র ইনডেক্স ম্যানেজমেন্ট চলছে। বরং সামগ্রিকভাবে সব সেক্টর কমবেশি পারফর্ম করছে বাজারের উপরে যাওয়ার ক্ষেত্রে। যা একটা দীর্ঘকালীন মজবুতির সংকেত হিসাবে গ্রহণ করা যায়। তবে কাঁচা তেলের আকর্ষিক দাম বৃদ্ধি বাজারকে চিন্তায় রেখেছে সেটা বলা যেতে পারে। বিগত ৬ মাস আগে আমরা বলেছিলাম জুন মাসের মধ্যেই বাজার বটম তৈরি করবে তারপরে বুল যাত্রা শুরু হবে, বাজার নিচের লেভেল থেকে সাড়ে ৩ হাজার পয়েন্ট উপরের দিকে আসা সেই ইঙ্গিতকে সূচিত করে।

জেনে রাখা দরকার

বিখ্যাত প্রথম

মানব ইতিহাসে মানুষ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মাইল–ফলক সৃষ্টি করেছে। একদিকে প্রকৃতির বাধা অতিক্রম করা– তা সে এভারেস্ট শৃঙ্গ জয়ই হোক বা অন্তরীক্ষে উড়ান– অন্যদিকে নানান উদ্ভাবনী ক্ষমতা প্রদর্শনের উদাহরণ রয়েছে বিশ্ব ইতিহাস জুড়ে। এখানে তারই এক ঝলক।

একক আটলান্টিক উড়ান

সময়: ১৯২৭
যে বছর প্রথম টকিজ এল এই দুনিয়ায়, সেই বছরই চার্লস লিন্ডবার্গ একা তাঁর এরোপ্লেন নিয়ে পাড়ি দিলেন আটলান্টিক মহাসাগর। তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছিল লং আইল্যান্ড থেকে, শেষ হয় প্যারিসে। লিন্ডবার্গকে পাড়ি দিতে হয়েছিল ৩,৫০০ মাইল, সময় লেগেছিল ৩৩ ঘণ্টা ৩০ মিনিট। ১৯১৯ সালে জন অ্যালকক ও আর্থার ব্রাউন কানাডার নিউফাউন্ডল্যান্ড থেকে আটলান্টিক পেরিয়ে আয়ার্ল্যান্ড পৌঁছেছিলেন। কিন্তু তাঁদের সেই উড়ান সেভাবে গণমাধ্যমের নজর কাড়তে পারেনি।

অ্যান্টিবায়োটিক

সময়: ১৯২৮
স্কটিশ চিকিৎসক–বিজ্ঞানী আলেকজান্ডা ফ্লেমিং পেনিসিলিন– প্রথম অ্যান্টিবায়োটিকের গুণ সম্পন্ন পেনিসিলিয়াম আবিষ্কার করেন। বিজ্ঞানী হাওয়ার্ড ফ্লোরে এবং আর্নস্ট চেইনের সঙ্গে যৌথ গবেষণায় আলেকজান্ডার ফ্লেমিং পেনিসিলিয়াম থেকে পেনিসিলিন পৃথক করতে সক্ষম হন। ১৯৪৫ সালে ফ্লেমিং চিকিৎসাবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পান।

শব্দের চেয়ে বেশি গতিবেগে উড়ান

সময়: ১৯৪৭
শব্দের চেয়ে বেশি গতিবেগে প্রথম আকাশপথে বিমানে পাড়ি দেন চাক ইগার। তিনি তাঁর বেল এক্স–১ বিমান ৭০০ মাইল প্রতি ঘণ্টা গতিবেগে চালাতে সক্ষম হন।

প্রথম জন্মনিরোধক বড়ি

সময়: ১৯৫০
চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ জন্মনিরোধক ওষুধ তৈরির চেষ্টা চালিয়েছে।

কিন্তু ১৯৫০ সালের মে মাসের আগে মানুষ এই সাফল্য পায়নি, যাতে এ ধরনের একটি ওষুধের নামই হয় যায় 'দ্য পিল'।

এই জন্মনিরোধক পিলটি মেয়েদের এক অভূতপূর্ব স্বাধীনতা এনে দেয়। তাদের সন্তান ধারণের সিদ্ধান্ত নিজেদেরই নেওয়ার অধিকার দেয় এই পিল।

প্রথম এধরনের জন্মনিরোধক পিলটির নাম ছিল এনভয়েড।

(চলবে)

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃ শাস্ত্রী

১৪ জুন – ২০ জুন, ২০২৫

মেষ রাশি : দাম্পত্য মনোমালিন্য। ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগে ঝুঁকি। বেকারদের চাকরির সুযোগ রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে শত্রুতা হলেও তা কাটিয়ে সাহসিকতার সঙ্গে কর্মে সাফল্য লাভের সম্ভাবনা। অ্যালকোহল জাতীয় পানীয় খাওয়ার ইচ্ছা বৃদ্ধি। প্রেশার, নার্ভ সংক্রান্ত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির আশঙ্কা।

প্রতিকার : হনুমানজির আরাধনা করুন।

বৃষ রাশি : সাংসারিক কষ্ট বৃদ্ধি পেলেও কারো কাছ থেকে সাহায্য পেতে পারেন। চাকরি পেতে বিলম্ব। চাকরিতে সমস্যার সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধির সম্ভাবনা। আয়ভাব শুভ। কিন্তু অর্থের অপব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা। সতর্কতার সঙ্গে রাস্তা পারাপার হোন।

প্রতিকার : কেশরের তিলক লাগান।

মিথুন রাশি : সঞ্চিত ধন ব্যয়ের সম্ভাবনা। সন্তানকে নিয়ে উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধি। বিপরীত লিঙ্গের থেকে সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় প্রসারতায় শুভ ফল লাভ। পুষ্টি বিনিয়োগ করতে পারেন। রাস্তায় সাবধানে চলাফেরা করুন। অবিবাহিতরা বিবাহের যোগাযোগ করতে পারেন। সাবধানে চলাফেরা করুন। শ্লেষ্মা জাতীয় রোগের বৃদ্ধি।

প্রতিকার : গণেশকে দুর্বা ঘাস দিয়ে পুজো করুন।

কর্কট রাশি : দাম্পত্য মনোমালিন্য। স্বজনের সঙ্গে কোনো বিষয় নিয়ে বিরোধী মনোভাব। ব্যবসায় বিনিয়াগে ঝুঁকি রয়েছে। সম্পত্তি নিয়ে গুরুজনদের সঙ্গে বিতর্ক। কর্মক্ষেত্রে শত্রুতা বৃদ্ধি। বিবাহে বাধা। পথ দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। শ্লেষ্মাতে কষ্ট পাবেন।

প্রতিকার : আগের দিন রাতে চাঁদির গ্লাসের জল ভরে রাখুন, পরের দিন পান করুন।

সিংহ রাশি : চাকরি ক্ষেত্রে সহকর্মীর বিরুদ্ধাচারণ। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি। ব্যবসায় অগ্রগতিতে বিলম্ব। সন্তান থেকে কোনো খুশির খবর পেতে পারেন। উচ্চশিক্ষায় সাফল্যে বাধা। ভ্রমণ এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। কর্মস্থলে বিপরীত সম্ভাবনা। জরায়ুর সমস্যা, ডায়াবিটিস, পায়ের ব্যথা প্রভৃতি রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি।

প্রতিকার : বিকলাঙ্গদের সেবা ও ভোজন করান।

কন্যা রাশি : বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আয়ের সুযোগ রয়েছে। স্বজনেরপ্রতি রূঢ় আচরণ ত্যাগ করুন। সন্তান সুখ থেকে বঞ্চনা। ব্যবসার প্রসার জয় শুভ ফল লাভ। পেশাদারিতেও শুভ ফল লাভ। দুর্ঘটনার থেকে সাবধান। আয়ভাবে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : মাছেদের দানা খাওয়ান।

তুলা রাশি : কোনো সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা বোধ। প্রিয়জনের প্রতি বিরোধী মন্তব্য না করাই ভালো ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। চাকরিতে শুভ ফল লাভ। শরীর–স্বাস্থ্য আগের চেয়ে ভালো থাকার সম্ভাবনা। আয় হলেও ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। সতর্কতার সঙ্গে পথে চলা প্রয়োজন। ব্যবসায় মন্দা।

প্রতিকার : শুক্রের বীজমন্ত্র পড়ুন।

বৃশ্চিক রাশি : ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। সন্তান থেকে সুখ বৃদ্ধি। চাকরি ক্ষেত্রে সবস্যা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ঠাণ্ডা লাগা জনিত রোগের সম্ভাবনা। সরকারি চাকরিজীবীদের পদোন্নতির সম্ভাবনা। আয়ভাব আগের তুলনায় শুভ ফলদাতা। ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : একটি লাল রঙের রুমাল রাখুন।

ধনু রাশি : স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। বন্ধুদের নিকট থেকে সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। সন্তানের জন্য অর্থব্যয় বৃদ্ধি। চাকরি ক্ষেত্রে কোনো ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এবং তার মাশুল দিতে হতে পারে। জলীয় দ্রব্যের ব্যবসায় সুফল লাভ হওয়ার সম্ভাবনা। উচ্চ শিক্ষায় সাফল্যে বাধা এলেও তা কাটিয়ে উঠবে। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। অর্জিত আয় পেতে বিলম্ব।

প্রতিকার : বৃহস্পতিবার কলাগাছে জল চড়ান এবং হলুদ ডাল দান করুন।

মকর রাশি : ভাই বোনের থেকে সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা। বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে আলোচনা। ব্যবসা ক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত লাভের সঙ্গে চাকরি ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। বিবাহে বাধা। সাবধানে চলাফেরা করুন।

প্রতিকার : মঙ্গলবার বা শনিবার বজরঙ্গবলীর পুজো করুন।

কুম্ভ রাশি : প্রিয়জনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। কোনো দ্রব্য চুরি বা আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য হানি বা রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি। সন্তান থেকে সুখ। ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগ না করাই যুক্তি যুক্ত হবে। বিপরীত লিঙ্গের থেকে কোনও অর্থ বা সম্পত্তি পেতে পারেন। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ভ্রমণ এড়িয়ে চলাই শ্রেয়।

প্রতিকার : রাস্তার কুকুরদের খাওয়ান।

মীন রাশি : ব্যবসায় অপ্রত্যাশিত লাভের সম্ভাবনা। ভাই বোনের বা আত্মীয় পরিজনের সাথে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের সম্ভাবনা। সন্তান থেকে সুখ। চোখ নিয়ে সমস্যা বৃদ্ধি ও রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। কর্মস্থলে নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি। বিনিয়োগে ক্ষতির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : কর্মচারীদের শ্রদ্ধানুসারে দান করুন।

করোনার মাথাচাড়া দেওয়া কি চিন্তার কারণ হবে?

ডাঃ মানস কুমার সিনহা

বেশ কিছুদিন চুপচাপ থাকার পর করোনা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। প্রথমে চীন, হংকং, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর হয়ে করোনা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে আবার দেখা দিচ্ছে। প্রতিবারের মতো এবারও করোনা আক্রান্তের সংখ্যা কেরালাতেই সবচেয়ে বেশি। তবে পশ্চিমবাংলাতেও আবার করোনা রোগীর দেখা মিলেছে। তবে মনে রাখা দরকার যেহেতু করোনা একবারেই শেষ হয়ে যায়নি, তাই মাঝে মাঝেই সে তার বেঁচে থাকার তাগিদে মাথাচাড়া দেবেই। যেমনটি হয়েছে ইনফ্লুয়েঞ্জার ক্ষেত্রে। এখন থেকে ১০০ বছরেরও বেশি সময় ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীর পরেও ইনফ্লুয়েঞ্জা একবারে শেষ হয়ে যায়নি এবং বিভিন্ন ফর্মে এখনও তার উপস্থিতি চোখে পরার মত। তাই বর্তমান পরিস্থিতিতে করোনার আগমন অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবেই মনে করা যেতে পারে। করোনা এখন আমাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার একটি অঙ্গ হয়ে দেখা দিয়েছে। এই ভাইরাসটি নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদেই বারংবার নিজের বিভিন্ন রূপ পরিবর্তন করতে থাকে জেনেটিক বিবর্তনের মাধ্যমে। কেন্দ্রীয় সরকারের খবর অনুযায়ী বর্তমানে ওমিক্রন প্রজাতির দুটি নয়া উপপ্রজাতির হদিশ মিলেছে এনবি ১.৮.১ এবং এলএফ .৭। মনে রাখা যেতে পারে যে এই ওমিক্রন প্রজাতির আবির্ভাবের ফলেই করোনা মহামারীর শেষের শুরু হয়েছিল। তাই এই উপপ্রজাতির ভাইরাস যে খুব একটা আতঙ্কের কারণ হবে না তা বলাইবাহুল্য। বিশেষজ্ঞ ভাইরোলজিস্টদের মতে এই নতুন উপপ্রজাতির ভাইরাসের স্পাইক প্রোটিনে এমন কিছু পরিবর্তন হয়েছে যাতে তাদের ইমিউনিটিকে ফাঁকি দেওয়ার শক্তি বাড়লেও, মারণ ক্ষমতা অনেকটাই কমে গিয়েছে। তাই এই ভাইরাস নিউমোনিয়া বা সাইটোকাইনিন স্টর্ম তুলতে ওনেকটাই অক্ষম। করোনার সংখ্যা বৃদ্ধি দেখেও বেশি চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই কারণ বর্তমানে করোনা টেস্টের বৃদ্ধি হওয়ার ফলে পজিটিভ কেসের সংখ্যাও বাড়ছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রোগীর সাধারণ সর্দি কাশি জ্বরের বাইরে কিছুই হচ্ছে না। তবে বয়স্কদের ক্ষেত্রে বিশেষত ৬০ বছর এবং তার উপরে রোগীর ক্ষেত্রে অবশ্যই বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন এবং সেই ক্ষেত্রে ফুসফুস আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই বেড়ে যাবে। বিশেষত যাদের কোমর্বিডিটি রয়েছে তাদের অবশ্যই অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। সাধারণ রোগীদের ক্ষেত্রে যেসব উপসর্গগুলি পরিলক্ষিত হচ্ছে সেগুলির মধ্যে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর, ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়া, শুকনো কাশি, গলা ব্যথা, মাথা ব্যথা, ক্লান্তি, গলা খুসখুস করা, নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া, নাক দিয়ে জল পড়া, গা হাত–পা মোচড়ানো ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। কিছু ক্ষেত্রে শ্বাসকষ্টও দেখা দিচ্ছে, যদিও তার সংখ্যা কম। এছাড়াও অনেকের ক্ষেত্রে পেটের সমস্যাই প্রধান হিসেবে দেখা দিচ্ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপসর্গ মাফিক চিকিৎসার সাহায্যে রোগী দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠেছেন। তবে নিজে চিকিৎসা না করে চিকিৎসকের পরামর্শ অবশ্যই নিতে হবে। আইসিএমআর এবং সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে এখনই আতঙ্কিত হওয়ার মতো কিছুই হয়নি তবে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে এবং পরিস্থিতির ওপর নজর রাখতে হবে। মাস্কের এবং স্যানিটাইজারের ব্যবহার আর হাত ধোয়ার অভ্যাস পুনরায় শুরু করে দিতে হবে। সতর্ক হোন, আতঙ্কিত নয়।

শব্দবার্তা ৩৪৭

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। ঈশ্বর ২। গণনা, হিসাব ৪। মূর্খ ৫। টিউবওয়েল, টিপকল ৭। সুরা ৯। বিনাশ, শেষ ১২। কোষ ১৪। সমাধি, গোর ১৫। প্রভেদ ১৬। গর্ব, জাঁক।

উপর–নীচ

১। পাশা খেলা ২। সারেগামা ৩। প্রচার, ঘোষণা ৪। অধর্ম ৬। তরঙ্গ, ঢেউ ৮। পিরের আস্তানা ১০। ছাড়পত্র ১১। অবস্থা, দশা ১২। পদবিবিশেষ ১৩ রান্না, পাক।

সমাধান : ৩৪৬

পাশাপাশি : ২। মহানায়ক ৪। বকলম ৫। রাজিত ৭। তিলক ৯। অভিজ্ঞান ১০। সকালবেলা।
উপর–নীচ : ১। জনবসতি ২। মহিম ৩। নামকরা ৬। তপনতাপ ৮। কংখল ৯। অবলা।

কেন্দ্রীয় সংস্থায় ২০৪ সায়েন্টিস্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুম্বই : কেন্দ্রীয় সরকারের মহাকাশ দপ্তরের অধীন ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন সায়েন্টিস্ট/ইঞ্জিনিয়ার (ইলেক্ট্রনিক্স/ মেকানিক্যাল/ কম্পিউটার সায়েন্স) পদে ২০৪ জন লোক নিচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য: সায়েন্টিস্ট / ইঞ্জিনিয়ার (ইলেক্ট্রনিক্স): ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬৫% নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদনের যোগ্য। শূন্যপদ: ১১৩টি। পোস্ট কোড: BE001. সায়েন্টিস্ট/ ইঞ্জিনিয়ার (মেকানিক্যাল): মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি (বি.ই. বা. বি.টেক.) কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬৫% নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদনের যোগ্য। শূন্যপদ : ১৬০টি। পোস্ট কোড: BE002. সায়েন্টিস্ট/ইঞ্জিনিয়ার (কম্পিউটার সায়েন্স): কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি (বি.ই. বা. বি.টেক.) কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬৫% নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদনের যোগ্য। শূন্যপদ: ৪৪টি। পোস্ট কোড: BE003. সায়েন্টিস্ট/ইঞ্জিনিয়ার (ইলেক্ট্রনিক্স): ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি (বি.ই. বা. বি.টেক.) কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬৫% নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদনের যোগ্য। শূন্যপদ: ২টি। পোস্ট কোড: BE001/A. সায়েন্টিস্ট/ইঞ্জিনিয়ার (কম্পিউটার সায়েন্স): কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি (বি.ই. বা. বি.টেক.) কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬৫% নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদনের যোগ্য। শূন্যপদ: ১টি। পোস্ট কোড: BE003/A. ওপরের সব ক্ষেত্রে বয়স হতে হবে ১৬৬২০২৫র হিসাবে ২৮ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে : ৫৬১০০ টাকা। প্রার্থী বাছাই করবে ISRO Centralised Recruitment Board. প্রথমে হবে লিখিত পরীক্ষা। এই পরীক্ষা হবে কলকাতা, গুয়াহাটিতে। ১০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় অবজেক্টিভটাইপের প্রশ্ন হবে দুটি পার্টে। প্রথম পার্টে ৮০টি প্রশ্ন হবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর আর ১৫টি প্রশ্ন হবে নিউমেরিক্যাল রিজনিং, লজিক্যাল রিজনিং, ডায়াগ্রামাটিক রিজনিং, অ্যাবসট্রাক্ট রিজনিং, ডিডাকটিভ রিজনিং। সময় থাকবে ১২০ মিনিট। লিখিত পরীক্ষায় সফল হলে মোট শূন্যপদের ৫ গুণ প্রার্থীকে ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাকা হবে। বিজ্ঞপ্তি নং: ISRO: ICRB:02 (EMC): 2025 dated 27.05.2025.

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১৬ জুনের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: www.isro.gov.in এজন্য একটি বৈধ ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। প্রথমে ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দেওয়ার পর নাম রেজিস্ট্রেশন করবেন। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ৭৫০ টাকা অনলাইনে জমা দেবেন, ১৮ জুনের মধ্যে। অনলাইনে জমা দেবেন ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা, নেট ব্যাঙ্কিংয়ে। প্রার্থী বাছাইয়ের লিখিত পরীক্ষা দিলে তপশিলী, প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা পুরো দেওয়া ফী অর্থাৎ, ৭৫০ টাকা আর সাধারণ প্রার্থীরা ৫০০ টাকা ফেরত পাবেন। তবে পরীক্ষায় না বসলে ফী ফেরত পাবেন না। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

কম্বাইন্ড ডিফেন্স সার্ভিসে ৪৫৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়া দিল্লি : ভারতীয় স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী ৯ মাস থেকে ২ বছর ১১ মাস ট্রেনিং দিয়ে অফিসার পদে ৪৫৩ জন লোক নিচ্ছে।

নেওয়া হবে এইসব বিভাগে: ইন্ডিয়ান মিলিটারি অ্যাকাডেমি, অফিসার্স ট্রেনিং অ্যাকাডেমি, ন্যাভাল অ্যাকাডেমি ও এয়ারফোর্স অ্যাকাডেমিতে। কারা কোন বিভাগের জন্য যোগ্য:

ইন্ডিয়ান মিলিটারি অ্যাকাডেমি: যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েট ছেলেরা লম্বায় অন্তত ১৫৭.৫ সেমি হলে আবেদন করতে পারেন। জন্ম–তারিখ হতে হবে ২–৭–২০০২ থেকে ১–৭–২০০৭ এর মধ্যে। মোট ১৮ মাসের ট্রেনিং হবে জেন্টলম্যান ক্যাডেটে। ট্রেনিংয়ের সময় প্রার্থীকে দিতে হবে মোট ৩,৭৫০ টাকা। কোনও প্রার্থী দিতে অক্ষম হলে, তখন সরকারই ওই খরচ বহন করবে। ট্রেনিংয়ে সফল হলে লেফটেন্যান্ট পদে চাকরি। এরপর ধাপে–ধাপে কম্যান্ডার পদ পর্যন্ত পদোন্নতি হবে। ১৬১তম কোর্সে ট্রেনিং শুরু ২০২৬ সালের জুলাইয়ে। শূন্যপদ: ১০০টি। এর মধ্যে ১৩টি শূন্যপদ এন.সি.সি.র সি সার্টিফিকেট পাশদের জন্য সংরক্ষিত।

অফিসার্স ট্রেনিং অ্যাকাডেমি (মেন ও এস.এস.সি. উইমেন নন–টেকনিক্যাল): যে কোনও শাখার ডিগ্রি কোর্স পাশ ছেলেরা অফিসার্স ট্রেনিং অ্যাকাডেমি (ফর মেন)এ আবেদন করতে পারেন। যে কোনও শাখার ডিগ্রি কোর্স পাশ অবিবাহিতা তরুণীরা অফিসার্স ট্রেনিং অ্যাকাডেমি (এস.এস.সি. উইমেন নন–টেকনিক্যাল)এ আবেদন করতে পারেন। জন্ম–তারিখ হতে হবে ২–১–২০০১ থেকে ১–৭–২০০৭ সালের মধ্যে। শরীরের মাপজোখ হতে হবে লম্বায় অন্তত ১৫৭.৫ সেমি। ট্রেনিং হবে মাদ্রাজের অফিসার্স ট্রেনিং অ্যাকাডেমিতে। মোট ৪৯ সপ্তাহের ট্রেনিং হবে জেন্টেলম্যান ক্যাডেটে। প্রার্থীকে এজন্য দিতে হবে মোট ৪,৬০০ টাকা। এর মধ্যে ২,৪৫০ টাকা পরে ফেরত পাবেন। প্রার্থীর অভিভাবকের মাসিক আয় ১,৫০০ টাকার কম হলে সরকার পুরো বা, আংশিক খরচ দেবে। সফল হলে লেফটেন্যান্ট পদে ৬ মাস প্রবেশনে থাকতে হবে। ৫ বছরের জন্য শর্ট সার্ভিস কমিশনে চাকরি করতে হবে। এরপর পার্মানেন্ট কমিশনে চাকরির সুযোগ পেলে ধাপে–ধাপে পদোন্নতি হবে। মূল মাইনে ওপরের মতোই। শূন্যপদ অফিসার্স ট্রেনিং অ্যাকাডেমিতে (মেন) ২৭৬টি। ১২৪তম কোর্সে ট্রেনিং শুরু ২০২৬ সালের অক্টোবরে। এস.এস.সি. উইমেন কোর্সে শূন্যপদ: ১৯টি। ১২৪তম এস.এস.সি. উইমেন কোর্সে ট্রেনিং শুরু ২০২৬ সালের অক্টোবরে।

ন্যাভাল অ্যাকাডেমি: ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের গ্র্যাজুয়েটেরা আবেদন করার যোগ্য। বয়স হতে হবে ২–৭–২০০২ থেকে ১–৭–২০০৭ সালের মধ্যে। শুরুতে ৫ মাসের ট্রেনিং হবে গোয়ার ন্যাভাল অ্যাকাডেমিতে, এক্সিকিউটিভ শাখার ক্যাডেট হিসাবে। ট্রেনিং নেওয়ার জন্য প্রার্থীকে দিতে হবে মোট ৩,৫০০ টাকা। প্রার্থীর অভিভাবকের মাসিক আয় ১,৫০০ টাকার কম হলে সরকার থেকে পুরো বা, আংশিক খরচ দেওয়া হবে। এরপর ক্যাডেট হিসাবে আবার আড়াই বছরের ট্রেনিং। সফল হলে নৌবাহিনীর জাহাজে ৬ মাস চাকরি। সফল হলে সাব–লেফটেন্যান্ট পদে চাকরি। মাইনে ওপরের মতোই। ট্রেনিং শুরু ২০২৬ সালের জুলাইয়ে। শূন্যপদ: ২৬টি।

এয়ারফোর্স অ্যাকাডেমি: উচ্চ চমাধ্যমিকে ফিজিক্স ও অঙ্ক অন্যতম বিষয় হিসাবে নিয়ে পাশের পর যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েট ছেলেরা ২–৭–২০০২ থেকে ১–৭–২০০৬ সালের মধ্যে জন্ম–তারিখ থাকলে এয়ারফোর্স অ্যাকাডেমিতে ট্রেনিং নেওয়ার জন্য আবেদন করতে পারেন। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের গ্র্যাজুয়েটেরাও আবেদনের যোগ্য।

কমার্শিয়াল পাইলট লাইসেন্স থাকলে জন্মতারিখ হতে হলে ২–৭–২০০০ থেকে ১–৭–২০০৬ এর মধ্যে। শরীরের মাপজোখ হতে হবে লম্বায় অন্তত ১৬২.৫ সেমি, পায়ের মাপ লম্বায় অন্তত ৯৯–১২০ সেমি, থাই লম্বায় ৬৪–৮১.৫ সেমি ও বসার উচ্চচতা ৮১.৫ সেমি থেকে ৯৬ সেমি। শুরুতে ফ্লাইং ব্রাঞ্চের পাইলট হিসাবে ৭৪ সপ্তাহের ট্রেনিং হবে এয়ারফোর্স অ্যাকাডেমিতে। প্রার্থীকে এজন্য দিতে হবে মোট ২,৩৪০ টাকা। এর মধ্যে ৮৪০ টাকা পরে ফেরত পাবেন। প্রার্থীর অভিভাবকের মাসিক আয় ৭৫০ টাকার কম হলে এই খরচ সরকার থেকে দেওয়া হবে। ক্যাডেট হিসাবে ট্রেনিংয়ের সময় স্টাইপেন্ড পাবেন মাসে ২১,০০০ টাকা। এছাড়া ফ্লাইং–ভাতা পাবেন। ২১৮ এফ (পি) কোর্সে ট্রেনিং শুরু ২০২৬ সালের জুলাইয়ে। শূন্যপদ: ৩২টি।

এই ৫ বিভাগের ট্রেনিং নিতে হলে দৃষ্টিশক্তি হতে হবে দূরের বেলায় ৬/৬ ও কাছের বেলায় প্রতি চোখে N–S. ওপরের সব পদের বেলায় এবছরের ডিগ্রি কোর্সের ফাইনাল পরীক্ষার্থীরাও আবেদন করার যোগ্য। ট্রেনিংয়ের সময় মাসে স্টাইপেন্ড পাবেন। সফল হলে মূল মাইনে ৫৬,১০০–১,৭৭,৫০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই হবে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের কম্বাইন্ড ডিফেন্স সার্ভিসেস এক্সামিনেশন (।।)–২০২৫ পরীক্ষার মাধ্যমে। প্রথমে হবে লিখিত পরীক্ষা ১৪ সেপ্টেম্বর। পূর্ব–ভারতে এইসব কেন্দ্রে: কলকাতা, কটক, দিসপুর (গুয়াহাটি), পটনা, শিলঙ, রাঁচী, সম্বলপুর, পোর্ট ব্লেয়ার, গ্যাংটক ও আগরতলা।

ইন্ডিয়ান মিলিটারি অ্যাকাডেমি, ন্যাভাল অ্যাকাডেমি ও এয়ারফোর্স অ্যাকাডেমির লিখিত পরীক্ষায় থাকবে এই তিনটি পেপার: (১) ইংরিজি, (২) জেনারেল নলেজ, (৩) এলিমেন্টারি ম্যাথমেটিক্স। প্রতিটি পেপারে থাকবে ১০০ নম্বর ও সময় ২ ঘণ্টা করে।

অফিসার্স ট্রেনিং অ্যাকাডেমিতে ট্রেনিং নিতে হলে লিখিত পরীক্ষায় থাকবে এই দু"টি পেপার: (১) ইংরিজি, (২) জেনারেল নলেজ। প্রতিটি পেপারে ১০০ নম্বর ও সময় ২ ঘণ্টা করে। নেগেটিভ মার্কিং আছে।

৩টি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ১ নম্বর কাটা যাবে। সফল হলে ৩০০ নম্বরের ইন্টারভিউ (অফিসার্স ট্রেনিং অ্যাকাডেমির বেলায় ২০০ নম্বর)। সব পেপারেই প্রশ্ন হবে অবজেক্টিভ টাইপের।

ইংরিজিতে থাকবে ইংরিজি গ্রামারের প্রশ্ন। এলিমেন্টারি ম্যাথমেটিক্সে পাটিগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, পরিমিতি ও রাশিবিজ্ঞান বিষয়ে উচ্চমাধ্যমিক মানের প্রশ্ন হবে। নেগেটিভ মার্কিং আছে। প্রতি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য ০.৩৩ নম্বর কাটা হবে। ই–অ্যাডমিট কার্ড ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে নেবেন। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: 11/2025–CDS–II, Dated: 28/05/2025.

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১৭ জুনের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে :https://www.upsconline.nic.in এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও ফটো ও সিগনেচার জে.পি.জি. ফর্ম্যাটে স্ক্যান করে নেবেন। অনলাইনে দরখাস্ত করলে পরীক্ষা ফী বাবদ ২০০ টাকা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার কোনও শাখায় নগদে দিতে পারেন কিংবা এস.বি.আই. নেট ব্যাঙ্কিং, ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ডে জমা দিতে পারবেন। একাধিক দরখাস্ত করবেন না। মহিলা ও তপশিলী সম্প্রদায়ের প্রার্থীদের ফী লাগবে না। অনলাইনে দরখাস্ত করার পর রেজিস্ট্রেশন আই.ডি–সহ সিস্টেম জেনারেটেড। অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নিজের কাছে রেখে দেবেন।

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালিতে আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনার জন্য মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫/ ৯৮৩০২৮৪৯৯২

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য
আপনাদের অপেক্ষায়
হিন্দ্ সংঘ
যোগাযোগ
৮৫৮২৯৫৭৩৭০

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে

৯৮৭৪০১৭৭১৬

বেহাল সড়ক ও পরিবহণে জেরবার সাতগাছিয়া ও বজবজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগণা: দক্ষিণ শহরতলীর আলিপুর সদর মহকুমার সাতগাছিয়া এবং বজবজ বিধানসভার একাংশের বেহাল সড়ক এবং পরিবহণ ব্যবস্থায় ক্ষুব্ধ জনগণ। বিবিরহাট মোড় থেকে বাখরাহাট রায়পুর মোড় হয়ে চড়িয়াল পর্যন্ত দীর্ঘ ১১ কিলোমিটার রাস্তার অবস্থা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় আছে। বেশ কিছুদিন আগে কোনওরকমে প্যাচওয়ার্ক করে রাস্তার গর্তগুলো ভর্তি করা হয়েছিল। কিন্তু তা আবার এই প্রাক বর্ষার সামান্য বৃষ্টিতে উঠে গিয়ে ফের বেহাল অবস্থায় পরিণত হয়েছে। মাস তিনেক আগে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জির আপ্তসহায়ক সুমিত রায়কে এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করায় তিনি বলেছিলেন, শীঘ্রই বিবিরহাট থেকে চড়িয়াল পর্যন্ত বেহাল রাস্তার ব্যাপকভাবে সংস্কার করা হবে। কিন্তু বর্ষা প্রায় আগত সেই বেহাল রাস্তার সংস্কার শুরু হয়নি। বর্ষার সময় এই রাস্তার হাল কী হবে তা ভেবে এখন থেকেই জনগণ যথেষ্ট উদ্বেগে আছে। তার ওপরে আমতলা থেকে বজবজ পর্যন্ত দীর্ঘদিন আগে একটি বাস রুট ছিল যেটা ৭৬ এ বাস চলাচল করতো। সেই বাস রুট দীর্ঘদিন হল বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। আমতলা থেকে চড়িয়াল হয়ে বজবজ পর্যন্ত যাওয়ার জন্য মানুষকে নির্ভর করতে হয় ম্যাজিক এবং অটোর ওপরে। অন্যদিকে, সাতগাছিয়া বিধানসভার বুড়ুল থেকে নোদাখালি নতুন রাস্তা হয়ে ভায়া বাওয়ালি চড়িয়াল হয়ে বজবজ পর্যন্ত মানুষকে যাতায়াত করতে হয় ম্যাজিক কিংবা অটো করে। আগে এই রুটে সরকারি বাস চলত, কিন্তু দীর্ঘদিন হল সেই বাস বন্ধ হয়ে গেছে। বাওয়ালি মোড় থেকে তারাতলা হয়ে ধর্মতলা পর্যন্ত ১টি সরকারি বাস চলাচল করে, কিন্তু সে বাসের সংখ্যা মাত্র হাতেগোনা ১টি। সেটা সকালে একবার আসে তারপর কলকাতার উদ্দেশ্যে চলে যায় আবার সন্ধ্যার পর একবার আসে। বজবজ এবং সাতগাছিয়ার এই অংশের মানুষের দাবি অন্তত আমতলা থেকে বজবজ পর্যন্ত সরকারি বাস চালানোর উদ্যোগ নিক পরিবহণ দপ্তর। তাহলে দুটি বিধানসভা এলাকারই মানুষদের ভীষণ সুবিধা হয়। অটো এবং ম্যাজিকে করে যাতায়াত করার জন্য মানুষকে দ্বিগুণ পয়সা দিতে হয়। অন্যদিকে, বুড়ুল থেকে নোদাখালি নতুন রাস্তা হয়ে বাওয়ালির ওপর

দিয়ে তারাতলা পর্যন্ত আগে যেমন সরকারি বাস চলতো সেই বাসটা পুনরায় চালানোর উদ্যোগ নিক পরিবহণ দপ্তর। এর ফলে যারা কর্মজীবী এবং ছাত্রছাত্রী উভয়েরই ভীষণ উপকার হয়।

অন্যদিকে, বজবজ ২ নং ব্লকের অন্তর্গত সাউথ বাওয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের কালিনগর গ্রামে যাবার মূল সড়কের বেহাল অবস্থায় নাজেহাল জনগণ। কালিনগরের বটতলা থেকে প্রদীপ দাসের বাড়ি পর্যন্ত প্রায় দেড় কিলোমিটার রাস্তা ২ বছর ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে আছে। সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে যে বেশ কয়েক বছর আগে সৃজন কনস্ট্রাকশন নামে একটি ঠিকাদার সংস্থা এই রাস্তা তৈরি করেছিল। তার কিছুদিন পর পিএইচই দপ্তর পাইপ লাইনের কাজ করে এই রাস্তায়। তখন থেকেই রাস্তার অবস্থা বেহাল হয়ে পড়ে। কিছুদিন পর ওই বেহাল রাস্তায় সৃজন কনস্ট্রাকশন একটি প্যাচওয়ার্কের কাজ করেছিল। কিন্তু সেই প্যাচওয়ার্কও খুব তাড়াতাড়ি পূর্বের অবস্থায় ফিরে যায়। তখন এলাকার মানুষজন ওই রাস্তায় পেপার ব্লক করার দাবি তুলেছিল। কিন্তু যে কনস্ট্রাকশন নির্মাণ করেছিল ওই রাস্তা সংস্কার করার জন্য তার ২বছর সময় থাকে। কিন্তু গত দুর্গাপুজোর সময় ওই রাস্তা সংস্কার করার কথা থাকলেও বাস্তবে কিছুই হয়নি। পরবর্তীকালে যখন ঘনশ্যাম বাটিতে কিছুদিন আগে সেবাশ্রয় প্রকল্প হল তখনও অনেকেই দাবি করেছিলেন এই রাস্তা দ্রুত সংস্কার করা হোক। বর্তমানে কোনও সংস্কার হয়নি। এক এক জায়গায় বড় বড় গর্ত হয়ে বৃষ্টির জল জমে পরিস্থিতি আরো ভয়ানক হয়েছে। ৫–৬টি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা এই পথে যাতায়াত করে এমনকী সাউথ বাওয়ালী গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিসও এই রাস্তার উপরে পড়ে। তাই এলাকার জনগণের দাবি অবিলম্বে প্রশাসন এই রাস্তার সংস্কার করুক। এই প্রসঙ্গে দক্ষিণ ২৪ পরগণার জেলা পরিষদের সদস্য শেখ বাপি বলেন, 'বিবিরহাট থেকে চড়িয়াল পর্যন্ত রাস্তা সংস্কারের টেন্ডার হয়ে গেছে। বর্তমানে শাল–বল্লা দিয়ে রাস্তার দু'দিকের ধারগুলো বাঁধানো হচ্ছে। যেহেতু বর্ষা আসন্ন, তাই পিচের কাজ বন্ধ আছে। বর্ষা মিটলেই রাস্তার সংস্কার শুরু হয়ে যাবে। এবং বেহাল কালীনগরের রাস্তার সংস্কারও দ্রুত শুরু করা হবে। সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি কথা দিলে কথা রাখেন।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২৪ ৫৮ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৯ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

স্বরূপনগর থানায় স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অভাব

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

উত্তর ২৪ পরগণার স্বরূপ নগর থানায় স্বাস্থ্য কেন্দ্রের যথেষ্ট অভাব আছে। অভিযোগে প্রকাশ, চাতরা থেকে তেঁতুলিয়া গ্রাম পর্য্যন্ত দীর্ঘ ১০/১১ মাইলের মধ্যে কোন স্বাস্থ্য কেন্দ্র নেই। দেশ বিভাগের পর স্বরূর নগর থানার লোক সংখ্যা যথেষ্ট বেড়েছে। এখনও এই অঞ্চলের মুমুর্ষ রোগীদের হাবড়া অথবা বসিরহাটের হাসপাতালে পাঠাতে হচ্ছে। আরও জানাগেল, চারখরিয়া রামচন্দ্রপুর, দাসপাড়া, মীর্জাপুর প্রভৃতি গ্রামগুলির সাথে সড়কপথে ভাল যোগাযোগ নেই। মুমুর্ষু রোগীকে দূরবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাবার সময় প্রাণসংশয়ের ঘটনাও ঘটছে বলে জানাগেল, জনস্বার্থের খাতিরে অবিলম্বে এই অঞ্চলে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা একান্ত প্রয়োজন।

৯ম বর্ষ, ১৪ জুন ১৯৭৫, শনিবার, ২৯ সংখ্যা

৫ অভিযুক্তকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ

অভীক মিত্র : ২০২১ সালে বিধানসভা ভোট পরবর্তী হিংসা মামলায় ৫ অভিযুক্তের জামিন খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। কলকাতা হাইকোর্ট ওই ৫ জনকে ২০২৩ সালে জামিন দিয়েছিল কিন্তু ৩০ মে সেই রায় খারিজ করে দিয়েছে শীর্ষ আদালতের বিচারপতি বিক্রম নাথ এবং বিচারপতি সন্দীপ মেহতার বেঞ্চ।

বীরভূম জেলার সিউড়ি মহকুমার সদাইপুরের একটি গ্রামের ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনা। আগামী ২ সপ্তাহের মধ্যে ওই ৫জনকে ট্রায়াল কোর্ট অর্থাৎ নিম্ন আদালত আত্মসমর্পণ করতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। আত্মসমর্পণ না করলে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে ট্রায়াল কোর্ট। আগামী ৬ মাসের মধ্যে মামলার শুনানি নিম্ন আদালতকে শেষ করতে হবে বলে জানিয়েছেন বিচারপতি নাথ এবং মেহতার বেঞ্চ। প্রয়োজনে অভিযোগকারী এবং সাক্ষীদের নিরাপত্তা দিতে হবে পুলিশকে বলে জানিয়েছে শীর্ষ আদালতের দুই বিচারপতির বেঞ্চ। ভোট পরবর্তী হিংসা মামলায় জামিন চেয়ে শেখ জামির হোসেন, শেখ নূরুই, শেখ আশরফ, শেখ কবিরুল এবং জয়ন্ত ডোম কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল। হাইকোর্ট আবেদনে সাড়া দিয়ে জামিন মঞ্জুর করে। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিল সিবিআই। ২০২১ সালে বিধানসভা ভোটের পরে রাজ্যজুড়ে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে খুন, ধর্ষণ এবং ধর্ষণের চেষ্টার ঘটনাগুলিতে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট।

চিকিৎসকের গাফিলতির প্রতিবাদে বিক্ষোভ

সুকান্ত কর্মকার, বাঁকুড়া : কারো শরীরে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা ৩ এর আশপাশে। কারো বুক ধড়ফড় করছে। কেউ আবার অসুস্থতা নিয়ে ভর্তি হয়েছেন মাত্র কয়েকঘণ্টা আগে। ১৩ জুন

খাতড়া হাসপাতাল

সকালে বাঁকুড়ার খাতড়া মহকুমা হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক রাউন্ড দিতে এসে একের পর এক রোগীকে ছুটি দিতে থাকেন এবং কয়েকজন রোগীকে উচ্চতর হাসপাতালে রেফারও করে দেন বলে অভিযোগ। রোগীদের এমন ঢালাও ছুটির প্রতিবাদে গর্জে উঠলেন তাদের পরিজনেরা। তাদের দাবি, ভর্তি থাকা মূমূর্ষু রোগীদের শারিরীক অবস্থা যাচাই না করেই ঢালাও ছুটি ও রেফার করে দেন ওই চিকিৎসক। বাধ্য হয়ে অনেকে রোগীকে ওয়ার্ড থেকে বের করে হাসপাতালের দাওয়ায় অথবা গাছের তলায় শুইয়ে রাখতে বাধ্য হন। হাসপাতালের সামনে তারা বিক্ষোভ দেখাতেই অবশ্য কাজ হল। অভিযোগ জানানো হয় হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত সুপারের কাছেও। ছুটি দেওয়া রোগীদের ফের হাসপাতালে ভর্তির নির্দেশ দিলেন হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত সুপার। অভিযোগ খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

রাস্তায় ইমারতি দ্রব্য আটকে অ্যাম্বুলেন্স

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, বারুইপুর : বারুইপুর হাসপাতালে প্রবেশ করতে পারছে না অক্সিজেন সিলিন্ডারের গাড়ি। রাস্তায় পড়ে থাকার ইমারতি দ্রব্যের কারণে বারুইপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে যাওয়ার রাস্তা দখল করে যত্রতত্র পড়ে আছে ইমারতি দ্রব্য। হাসপাতালের অক্সিজেন সিলিন্ডার ঢোকার গাড়ি আসতে পারছে না। প্রায় ২ ঘণ্টা রাস্তাতেই আটকে ছিল সিলিন্ডার ভর্তি গাড়ি। রোগী ভর্তি অ্যাম্বুলেন্স ঢুকতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। ঘটছে দুর্ঘটনাও। এমনই দিনের পর দিন হচ্ছে বারুইপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের পিছনে পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে। অভিযোগ, বারুইপুরে রাস্তা জুড়ে ইমারতি দ্রব্য ফেলে রাখা রোজকার ঘটনা হয়ে উঠেছে। তিতিবিরক্ত এলাকার লোকজন থেকে শুরু করে হাসপাতালে আসা রোগীর পরিবার পরিজন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে স্থানীয় কাউন্সিলরের গোচরে এনেছেন। এ ব্যাপারে স্থানীয় কাউন্সিলর অর্চনা মল্লিক জানিয়েছেন,এই বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালের সুপার ধীরাজ রায় বলেন, পুলিশ প্রশাসন ও পৌরসভার কাউন্সিলরকে বিষয়টা জানিয়েছি। প্রয়োজনে উধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাবো।

বারুইপুর হাসপাতাল

বারাসত মেডিকেল কলেজ

সিকিউরিটি কোম্পানীকে 'কালো' তালিকাভুক্তির দাবি কর্মীদের

কল্যাণ রায়চৌধুরী : উত্তর ২৪ পরগণার বারাসত মেডিকেল কলেজে ২০২৩ সালে ২১ জন সিকিউরিটি গার্ড নিয়োগ করা হয়। চুক্তিভিত্তিক এই সিকিউরিটি গার্ডগুলিকে সাপ্লাই দেয় ডি অ্যান্ড জি সিকিউরিটি কোম্পানী। এরপর ২০২৪ সালে আরজি কর কাণ্ডের পর 'রাতের সাথী' নাম দিয়ে বারাসত মেডিকেল কলেজে এই একই কোম্পানীর তরফ থেকে আরও ৬৯ জন সিকিউরিটি গার্ড নিয়োগ করা হয়। এই মোট ৯০ জন সিকিউরিটির মাসিক বেতন মাথাপিছু ১০ হাজার ২১২ টাকা ধার্য হয়। এর মধ্যে থেকে ইএসআই, পিএফ কেটে প্রতিমাসে কর্মীদের পাওয়ার কথা ৮ হাজার ৯০৯ টাকা। সেখানে কোম্পানী প্রতিমাসে মাথাপিছু মাত্র ৮ হাজার টাকা করে কর্মীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে বেতন বাবদ দিচ্ছে। শুধু তাই নয়, ইএসআই, পিএফ–এর টাকাও জমা দিচ্ছে না। এছাড়াও

To
The Hon'ble D.M.
North 24 pargana Barasat

SUB:- D & G Security …

Respt Sir,

N.B - Copy to information
To, The MSVP (BGMCH)

RECEIVED WITHOUT VERIFIED

মাসের নির্দিষ্ট ৫–৭ তারিখের মধ্যে দেওয়ার ক্ষেত্রেও গাফিলতি করছে। যার ফলস্বরূপ লক্ষ লক্ষ টাকা কোম্পানী আত্মস্যাৎ করছে বলেও অভিযোগ। এই সকল কারণে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটি কর্মীগণ ডি অ্যান্ড জি সিকিউরিটি কোম্পানীকে 'কালো' তালিকা ভুক্ত করার দাবিতে উত্তর ২৪ পরগণা জেলাশাসক, ডাইরেক্টর শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও এমএসভিপি বারাসত–কে আবেদন জানান। এবং অনতিবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও অনুরোধ করেন। এ প্রসঙ্গে হিউম্যান রাইটস ইন্টার ন্যাশনাল ফেডারেশনের পশ্চিমবঙ্গের কর্মকর্তা অভিজিৎ বিশ্বাস বলেন, 'এই জাতীয় কোম্পানী যারা ছাপোষা কর্মীদের সামান্যতম বেতন নিয়ে নয়–ছয় করে, তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিস্বরূপ অবিলম্বে কালো তালিকাভুক্ত করা হোক। এবং সাধারণের সামনে এদের মুখোশ খোলা দরকার।'

বিদ্যুতের দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : ১১ জুন সারা বাংলার সমস্ত কাস্টমার কেয়ার সেন্টারে অল ইণ্ডিয়া কৃষাণ ক্ষেত মজদূর সংগঠনের পক্ষ থেকে স্মার্ট মিটার লাগানোর বিরুদ্ধে বিদ্যুতের মাসুল ৪০% কমানো, কৃষিতে বিনামূল্যে বিদ্যুত দেওয়া, সমস্ত ডোমেস্টিক গ্রাহককে ১ টাকা ইউনিট প্রতি বিদ্যুৎ সরবরাহসহ বিভিন্ন দাবিতে রায়দিঘী সিসিসিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করা হয়। এদিনের এই ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন কিষাণ ক্ষেত মজদূর সংগঠনের জেলাসভাপতি গুনসিন্ধু হালদার, এলাকার বহু কৃষক ও সাধারণ মানুষ অংশ নেন। একই কারণে এদিন দক্ষিণ বারাশতে বিদ্যুৎ দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ প্রতিবাদ কর্মসূচিতে অংশ নেন এআইকেকেএমএসের জয়নগর ১নং লোকাল কমিটির সম্পাদক শওকাত লস্কর সহ আরো অনেকে।

সীমান্ত লাগোয়া গোসাবায় জাল জন্ম সার্টিফিকেট, চিন্তায় প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, গোসাবা : সর্ষের মধ্যেই ভূত! জাল জন্ম সার্টিফিকেটের আঁতুড় ঘর সুন্দরবনে। ৩৫০০ জন্ম সার্টিফিকেট জাল করা হয়েছে একটি মাত্র পঞ্চায়েত থেকেই। গোসাবা ব্লকের পাঠানখালি পঞ্চায়েতেই চুক্তি ভিত্তিকভাবে কাজ করতেন গৌতম সরদার নামে এক যুবক। টাকার বিনিময়ে দিনের পর দিন পঞ্চায়েত থেকে জাল জন্ম সার্টিফিকেটের ব্যবসা করছিল সে। এই সম্বন্ধে পঞ্চায়েত প্রধান সুচিত্রা ভূঁইয়া কিছুই জানতেন না বলে দাবি করেছেন। তিনি জানান, 'উত্তর ২৪ পরগণার অশোকনগর থানা থেকে একটি চিঠি পাওয়ার পর তিনি জানতে পারেন যে তার দপ্তরে বসে

জাল জন্ম সার্টিফিকেট ইস্যু করেছে পঞ্চায়েত অস্থায়ী কর্মী গৌতম সরদার। এরপর ঘটনার সামনে আসতেই পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে গত ২৩ এপ্রিল গোসাবা থানায় গৌতমের বিরুদ্ধে প্রায় ৩৫০০ জাল জন্ম সার্টিফিকেট তৈরি করার অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, এই সব জাল জন্ম সার্টিফিকেটের ভিত্তিতেই তৈরি হত পাসপোর্ট। তবে এই ব্যাপারে কিছুই জানতেন না তার পরিবার, জানান গৌতম সরদারের দাদা গোবিন্দ সরদার।

সূত্রের খবর, পাসপোর্ট জালিয়াতির ঘটনায় গার্ডেনরীচ, একবালপুর, ভবানীপুর থানা এলাকা থেকে যেকজন গ্রেপ্তার হয়েছে, প্রত্যেকে সাথে গৌতমের যোগসূত্র রয়েছে। গৌতমকে কলকাতা পুলিশের তদন্তের আওতায় রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, সুন্দরবনের বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় লাগোয়া গোসাবা ব্লক। এই ব্লকের পাঠানখালী গ্রাম পঞ্চায়েতে তৈরি হত জাল জন্ম সার্টিফিকেট। চিন্তা বাড়াচ্ছে প্রশাসনের।

গোসাবায় শাসক দলের গোষ্ঠীকোন্দল

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৯ জুন রাতে সুন্দরবন কোস্টাল থানার অন্তর্গত রাধানগর–তারনগর পঞ্চায়েতের রাধানগর বাজার সংলগ্ন এলাকায় শাসক দলের দুই গোষ্ঠীর মারামারির ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছে গিয়াসউদ্দিন জমাদার, আলেম মারিফ, ছাবিবুল মোল্লা, সাহাবুর জমাদার, আমিনা বিবি, রাহিলা জমাদার। তারা মোল্লাখালি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। গিয়াসউদ্দিন জমাদার জানান,'সোমবার রাতে আচমকা আমার উপর লাঠি, লোহার রড নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে আলমগীর, নুরুল হাসান, আজমীর, একরাবুল মোল্লা ও রফিক বৈদ্যরা। বেধড়ক মারধর করে। তারা সকলেই দুষ্কৃতি। ঘটনার বিষয়ে থানায় অভিযোগ জানিয়েছি।' গোষ্ঠীকোন্দল প্রসঙ্গে স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি তপন মণ্ডল জানান, 'তৃণমূল কংগ্রেস একটাই দল। কোনও গোষ্ঠী নেই। কি ঘটনা ঘটেছে তা জানা নেই। তবে গত ২০২৩ সালের ২৭ নভেম্বর খুন হয়েছিলেন বুথ সভাপতি মুছাকলি মোল্লা। সেই মামলা চলছে।

কয়লাখনি বিস্ফোরণকাণ্ডে পূরণ হয়নি প্রতিশ্রুতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০২৪ সালের অক্টোবর মাসে খয়রাশোল ব্লকের গঙ্গারামচক কোল মাইনসের মধ্যে খনি বিস্ফোরণে ৮ জন প্রাণ হারিয়েছিল। সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হলেও চাকরিতে নিয়োগ হয়নি। দুজনের ডিএনএ টেস্ট মিলিত না হওয়াই তাদের পরিবারও চাকরি থেকে বঞ্চিতের মুখে। তাছাড়াও খনি সম্প্রসারণের জন্য আদিবাসী অধ্যুষিত বাস্তবপুর গ্রামটি উচ্ছেদ করা হবে বলে সম্প্রতি শুনানি হয়েছে। এই সমস্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে খনি সংলগ্ন স্থানীয় আদিবাসী অধ্যুষিত বাস্তবপুর গ্রামের মানুষ তাদের আদিবাসী প্রথা অনুযায়ী কোল মাইনসের মধ্যে চরকা পুঁতে দেওয়া হয়। যারপ্রেক্ষিতে গত কয়েক দিন যাবৎ খনি থেকে কয়লা উত্তোলনের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় আদিবাসীদের হুঁশিয়ারি স্বরূপ চরকা কে বা কারা তুলে ফেলে দেয়। সমস্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ১০ জুন দিসম আদিবাসী গাওতা পক্ষ থেকে কয়লাখনি এলাকায় জমায়েত হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। পরবর্তীতে কয়লা উত্তোলনকারী সংস্থার প্রতিনিধি থেকে শুরু করে খয়রাসোল ব্লকের ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ডঃ সৌমেন্দু গাঙ্গুলি, চন্দ্রপুর সার্কেল ইন্সপেক্টর চয়ন ঘোষ, লোকপুর থানার ওসি সায়ন্তন ব্যানার্জি, দিসম আদিবাসী গাওতার রাজ্য সভাপতি রবীন সরেন সহ অন্যান্য প্রতিনিধিদের নিয়ে লোকপুর থানার মধ্যে এক রুদ্ধদ্বার বৈঠকে মিলিত হয়। আলোচনা শেষে দিসম আদিবাসী গাওতার রাজ্য সভাপতি রবীন সরেন উপরি উক্ত দাবিসমূহের কথাগুলো তুলে ধরে। সেই যে বা যারা চড়কা তুলে ফেলে দেয় তাদের শনাক্ত করে শাস্তির ব্যবস্থা করা এবং চড়কা পুনরায় গেঁথে দেওয়ার ব্যাপারে দাবি জানানো হয়। পরে আলোচনা কমিটি গঠন করে কাজ পরিচালনা করার কথা হয়েছে বলে জানায়।

পঞ্চায়েত সদস্যের বাংলাদেশি স্ত্রীর নামে ভোটার কার্ড

রবীন দাস : রাজ্য রাজনীতিতে এখন ভোটার ও গোটা কাকদ্বীপ জুড়ে বাংলাদেশিদের অনুপ্রবেশ নিয়ে সরগরম রাজ্য রাজনীতি তৃণমূলের একাংশ একে অপরের দিকে ইতিমধ্যে আঙুল তুলতে শুরু করেছে, তার মধ্যে এই নতুন করে আবারও বিতর্কের জন্ম দিয়েছে পঞ্চায়েত সদস্যের বাংলাদেশী স্ত্রীর ভোটার লিস্টে নাম ওঠাকে কেন্দ্র করে। প্রতাপাদিত্যনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্য বিপ্লব দাস ২বছর আগে তার বাংলাদেশী স্ত্রীর নাম উঠেছে ভোটার লিস্টে শিখা দাসের নামে যাতে করে এখন নতুন করে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। বিষয়টি কাকদ্বীপ এসডিও অফিসে একটি অভিযোগও দায়ের করা হয়েছে। প্রতাপাদিত্যনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য বিপ্লব দাস ১০ থেকে ১২ বছর আগে বিয়ে হয় শিখা দাসের সঙ্গে। অন্যদিকে শিখা দাসের বাপের বাড়ির পরিবারের লোকজন থাকেন কাকদ্বীপের রিফিউজি কলোনি এলাকায় তারা নিজের মুখেই স্বীকার করে নেয় তারা বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী অন্যদিকে বাপের বাড়ির পরিবারের লোকজনের এমনও দাবি যে এখনো পর্যন্ত তাদের ভোটার কার্ড হয়নি। এই বিষয়টি নিয়েই সরব হয়েছে বিরোধীরা। বিরোধীদের দাবি যেখানে স্বয়ং বিধায়ক কিছুদিন আগে পর্যন্ত বললেন টাকার বিনিময় ভোটার লিস্টের নাম তোলা হচ্ছে কাকদ্বীপে সেখানে তারই দলের পঞ্চায়েত সদস্যের স্ত্রীর নাম হঠাৎ করেই কীভাবে ভোটার লিস্টে উঠল তাই এখন বড় প্রশ্ন।

শেরপুর রামচন্দ্রপুর হাইস্কুলে চাঙর ভেঙে আহত ২ ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগণার উস্তির শেরপুর রামচন্দ্রপুর হাইস্কুলে ছাদের চাঙর ভেঙে আহত অষ্টম শ্রেণীর ২ ছাত্রী। আহতদের নাম আফরিন সুলতানা ও অনুষ্কা ভাণ্ডারী। জানা যায়, দুপুরে স্কুল চলাকালীন শৌচালয়ের সামনে হঠাৎ চাঙর ভেঙে পড়ায় ছাদের নীচে থাকা ২ ছাত্রী গুরুতর জখম হয়। পরে তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে তাদের অবস্থা স্থিতিশীল। ঘটনার পর ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত

এলাকা দ্রুত মেরামতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি তাদেরকে সবরকম সাহায্যের আশ্বাসও দেওয়া হয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে।

বেআইনি অটো বন্ধের বিরুদ্ধে বাসন্তীতে রাস্তা অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী : দিনের পর দিন সুন্দরবনের বাসন্তীর বিভিন্ন রুটে বেআইনিভাবে অটো চলাচল করেছে। এর ফলে যারা দীর্ঘদিন ধরে এই রুটে অটো চালান তারা ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন। স্থানীয় শাসক দলের নেতারা মোটা টাকার বিনিময়ে এই নতুন অটোগুলিকে চলাচলের অনুমতি দিচ্ছে। তাই এই বেআইনি অটো চলাচলের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন তারা। ১৩ জুন সকাল থেকে বাসন্তী রাজ্য সড়কের পাল বাড়ি মোড় অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান তারা। আর এই বিক্ষোভের জেরে এই রুটে যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে।

পর্যটকদের জন্য উন্মুক্ত সুন্দরবন

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : পর্যটকদের জন্য সুন্দরবন উন্মুক্ত। তবে গত কয়েকদিন ফেক নিউজের দাপটে পর্যটক এবং সুন্দরবনের লঞ্চ, বোট মালিকরা দিশেহারা। তবে সমস্তটাই ফেক নিউজ সেটা বনদপ্তর ও সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, বেশকিছু সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত হয় সুন্দরবন বন্ধ থাকবে তিনমাস। সংবাদে বলা হয়েছে ১৫ জুন থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সুন্দরবনের বিভিন্ন জীবজন্তুর প্রজননের সময়। এমন ফেক নিউজ সম্পর্কে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের সজনেখালি ইকো–ট্যুরিজম রেঞ্জার শিলাদিত্য আচার্য জানিয়েছেন, 'একটা ফেক নিউজ। পর্যটকদের জন্য সুন্দরবন উন্মুক্ত রয়েছে। অযথা গুজবে কান দেবেন না।'

দেড় কোটি অর্থে বেহাল দশা কাটবে তোড়কোনা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের

দেবাশিস রায়, পূর্ব বর্ধমান : বেহাল দশা তোড়কোনা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের। বাইরে থেকে একপলকে দেখলে এটাকে স্বাস্থ্য কেন্দ্র বলে মনেই হয় না। পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ ব্লকের এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সমস্ত ভবনজুড়ে জরাজীর্ণ পরিস্থিতি। এদিকে সেদিকে ঝোপঝাড় ও বিষাক্ত কীটপতঙ্গে ভরা। একটু বৃষ্টিতেই স্বাস্থ্য কেন্দ্র চত্বরটি আরও বেহাল হয়ে পড়ে। দীর্ঘদিন ধরেই এমনতর দুঃসহ পরিস্থিতির মধ্যেই কোনওরকমে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের কাজ চলছে। এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসা পরিষেবার ওপর খণ্ডঘোষের পাশাপাশি সীমান্তবর্তী বাঁকুড়া জেলার একাংশের মানুষ নির্ভরশীল। কিন্তু, বিভিন্ন কারণে সবসময় যথাযথ চিকিৎসা পরিষেবা মেলে না। যা নিয়ে জনমানসে প্রায়শঃই অসন্তোষ দানা বাঁধত বলে অভিযোগ। তবে, তোড়কোনা পিএইচসির বেহাল অবস্থার কথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কানে পৌঁছনোর পরেই তিনি এর হাল ফেরাতে স্বয়ং উদ্যোগী হন

বলে জানা গিয়েছে। প্রায় দেড় কোটি টাকায় এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংস্কার কাজ শীঘ্রই শুরু হতে চলেছে। যার টেন্ডার প্রক্রিয়ার কাজ সম্পন্ন হওয়ার পথে। এই টাকায় পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, বেড সংখ্যা বৃদ্ধি সহ পরিষেবার মানোন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হবে। এব্যাপারে ইতিমধ্যেই এই স্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন জেলা ও ব্লকের একাধিক আধিকারিক সহ জিলা পরিষদের কর্মকর্তাগণ।

পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ অপার্থিব ইসলাম জানিয়েছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে দুর্দশার কথা জানতে পারেন। তারপরই তিনি এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নানাবিধ উন্নয়নের জন্য মোট ১ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছেন।' জেলা পরিষদের স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ বিশ্বনাথ রায় জানিয়েছেন, 'তোড়কোনা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসা পরিষেবা বন্ধ হয়নি। তবে, সংস্কারের পর চিকিৎসা পরিষেবার মান আরও বাড়বে।' এদিকে দশকের পর দশক ধরে বেহাল স্বাস্থ্য কেন্দ্রটির উন্নয়নে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে দেড় কোটি টাকা বরাদ্দের খবর চাউর হতেই এলাকাবাসীর মধ্যে কার্যত খুশির হওয়া বইছে।

আলোকপাত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৯ বর্ষ, ৩৩ সংখ্যা, ১৪ জুন – ২০ জুন, ২০২৫

প্রয়াণ শতবর্ষে দেশবন্ধু উপেক্ষিত

১০০ বছর আগে দার্জিলিংয়ের স্টেপ আসাইডে (নিভৃত নিবাস) ১৬ জুন মঙ্গলবার বিকেল বেলায় তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটে। সেদিন তাঁর মৃত্যু নিয়ে কোনও কোনও মহলে প্রশ্ন উঠেছিল। দার্জিলিংয়ের ওই বাড়িতেই ১৫ বছর আগে ভাওয়ালের মেজ রাজকুমারের অসুস্থতা ও মৃত্যু নিয়ে বিতর্ক হয় এবং পরবর্তীকালে বিখ্যাত ভাওয়াল সন্ন্যাসী মামলা শুরু হয়েছিল। ১৮জুন অপরাহ্নে জনসমুদ্রের ভিড়ে এবং গান্ধীজীর উপস্থিতিতে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে দেশবন্ধু পঞ্চভুতে লীন হয়ে যান।

দেশবন্ধুই প্রথম বাঙালিকে প্রাসঙ্গিক করে তুলেছিলেন সর্বভারতীয় জাতীয় রাজনীতিতে। অনিবার্যভাবেই তৈরি করতে হয়েছিল স্বরাজ্য দল। ভারতবর্ষ বিশেষ করে বাংলায় এক নতুন সংগ্রামের তরঙ্গ সৃষ্টি হয়েছিল। ব্রিটিশ বিরোধী এই ব্যারিস্টার শুধু দেশবাসীর চিত্ত জয় করেননি হয়ে উঠেছিলেন দেশের মানুষের বন্ধু। নিজের বসত বাড়িটি পর্যন্ত দান করে গিয়েছিলেন দেশবাসীর জন্য। ছোট একটি ভাড়া বাড়িতে উঠে গিয়েছিলেন সপরিবারে। তাঁর বহু গোপন দান আজও অজানা রয়ে গেছে। রাজসন্ন্যাসী চিত্তরঞ্জন দাস মুক্তি সংগ্রামের যে পথ দেখিয়েছিলেন তা অসমাপ্ত রেখেই গত হয়েছিলেন মাত্র ৫৫ বছর বয়সে। তাঁর মৃত্যু যে স্বাভাবিক ছিল না সেই নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল সেই সময়। তাঁর প্রিয় রাজনৈতিক শিষ্যরা অনেকেই কারাবাস করছিলেন। বার্মার জেলে বিনা বিচারে কারারুদ্ধ ছিলেন সুভাষচন্দ্র। দেশবন্ধুর প্রয়াণ বার্তা একদিন পরে তাঁর কাছে পৌঁছেছিল। কলকাতায় দেশবন্ধুর নামে রাস্তাঘাট বাজার ও প্রতিষ্ঠানের নাম থাকলেও কলকাতার বুকে তাঁর কোনও সংগ্রহশালা নেই। দেশি–বিদেশি গবেষকরা দেশবন্ধুর স্মৃতি বিজড়িত কোনও কক্ষ সংরক্ষিত হয়নি। প্রশাসনিক, রাজনৈতিক কিংবা বুদ্ধিজীবী স্তরে দেশবন্ধুকে তুলে ধরার সক্রিয় প্রচেষ্টা গত কয়েক দশক ধরে হয়নি। নতুন প্রজন্মের ছাত্র–ছাত্রীদের কাছে দেশবন্ধু এক বিস্মৃত প্রায় নাম। আলিপুর সংশোধনাগারে যখন বিপ্লবী ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্মৃতিরক্ষিত হয়েছে সেখানেও দেশবন্ধুর কারা কক্ষটির স্থাপিত দেশবন্ধু মূর্তিটি যথাযথ হয়েছে কিনা এ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই। বিশেষ করে দেশবন্ধুর চশমাটি দৃশ্যত যথাযথ হয়নি।

দেশবন্ধুর দর্শন, কর্মধারা যাতে সঠিকভাবে উঠে আসে সে ব্যাপারে পাঠক্রমে যেমন তেমনি তার নামাঙ্কিত উপযুক্ত একটি সংগ্রহশালা গড়ে তোলা দরকার। দার্জিলিংয়ের স্টেপ আসাইডের বাড়িটিও যাতে পর্যটকদের নজরে আসে এ ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। দেশবন্ধুর ব্যবহৃত দ্রব্যাদি যদি কিছু থেকে থাকে এবং জাতীয় মহাফেজখানায় ও নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোতে সংরক্ষিত দেশবন্ধুর পত্রপত্রিকা, পান্ডুলিপি, তাঁর লেখা বইপত্র ছবি দিয়ে সাজিয়ে তোলা হোক দেশবন্ধু সংগ্রহশালা। দেশবন্ধুর মহাপ্রয়াণের শতবর্ষে অন্তত এইটুকু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হোক তাঁর প্রতি।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

‘উৎপত্তি প্রকরণ’

আমি কে, এই সংসার কেন, সত্য কি এই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা অন্তরে উদিত হওয়ার পর, অজ্ঞতা মোচন করার এবং পরমেশ্বর–উপলব্ধির ইচ্ছাকে শুভেচ্ছা বলে। সাধু ও শাস্ত্র বাক্যের আলোচনা–বিশ্লেষণ–আচরণপূর্বক যে বৈরাগ্যসাধন, তাকে বলে বিচারণা"। শুভেচ্ছা ও বিচারণা অনুশীলনে ইন্দ্রিয়ভোগ্য রূপ–রসাদির প্রতি অনাসক্তি উপস্থিত হয়, দেহ–বোধ ও মনোগতি ক্ষীণ হতে থাকে। এমন অবস্থাকে তনুমানসা বলে। তনুমানসার পর আরও অভ্যাসে চিত্ত বাহ্যবিষয়ের সত্তাতে ধাবিত না হয়ে আত্মায় অবস্থান করে, জ্ঞানের এই ভূমিতে সকল অনাত্ম সত্তায় আপত্তি অর্থাৎ বিরক্তি উপস্থিত হয়, তাই এই ভূমির নাম সত্তাপত্তি"। সত্তাপত্তির অভ্যাসে বাহ্যিক ও চিত্তগত সংস্কার ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হতে থাকে, ফলে সমাধির উদয় হয়ে আত্মসাক্ষাৎকার ঘটে। এই জ্ঞানভূমির নাম অসংসক্তি"। আত্মজ্ঞানে অর্থাৎ আমি সেই ব্রহ্ম এই বোধে সুপ্রতিষ্ঠিত হলে অন্তরে ও বাহিরে কোন পদার্থজ্ঞান থাকে না, এই অবস্থার নাম পদার্থভাবিনী"। এই অবস্থায় নিমগ্ন পুরুষ সমস্ত ভেদজ্ঞান থেকে মুক্তি পান, এবং দেহধারণের জন্য যে আবশ্যিক প্রচেষ্টায় তাঁর উদ্যোগ থাকে না। তখন অপরের সাহায্যে তাঁর জীবনধারণ হয়ে থাকে। সর্বশেষে পদার্থভাবিনীর চরম ও পরম পরিণতি হয় তূর্য্যগা জ্ঞানভূমিতে। জ্ঞানের এই সপ্তম ভূমিতে আরূঢ় পুরুষ জীবন্মুক্ত হয়ে থাকেন। তিনি কোন কর্মেই লিপ্ত হতে পারেন না, কারণ স্বরূপস্থ এই যোগী এক ভিন্ন দ্বিতীয় কোন সত্তার বিদ্যমানতা বোধই করেন না। দুই না থাকলে কর্ম করা বা ব্যবহার পরায়ণ হওয়া সম্ভব হয়ই না। তূর্য্যগানিষ্ঠ যোগী আত্মারামে আত্মক্রীড়ায় নিমগ্ন থাকেন। এই হল পরম মুক্তি, পরম শান্তি, অক্ষয় আনন্দ পরমাত্মায় বিলীন হওয়া। বশিষ্ঠ বললেন, স্বর্ণধাতু গহনার রূপ ধারণ ক"রে নিজ পরিচয়কে গৌণ করে। অলঙ্কারের শিল্প–সৌন্দর্য্য সকলের আকর্ষণের বিষয় হয়। আত্মাও আমি নামক জীবভাবে ব্যক্ত হয়ে নিজেকে বিস্মৃত হন। আত্মস্মৃতির পুনরুদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত বিস্মৃতির–যন্ত্রণা–কান্না রোদিত হতে থাকে। রাম বললেন, প্রভো! স্বর্ণের অলঙ্কারভাবের মত আত্মায় আমি ভাব উৎপন্ন হয় কেন? বশিষ্ঠ বললেন, যা সৎ বা সত্য নয়, তার আবার উৎপত্তি ও বিনাশ কি? আমি"ভাব অত্যন্ত অসৎ হওয়ায় তার উৎপত্তি প্রকৃতই হয় না। অবিদ্যা প্রভাবে নির্মল ব্রহ্মে আমি ভাবের প্রতিভাস হয় মাত্র।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

ঈর্ষান্বিত দ্বিতত্ত্বের দুনিয়ায় ভারত আগুয়ান ডার্কহর্স

সুবীর পাল

এই প্রশ্ন ভারত আত্মার অন্তরে বাহিরে।

প্রশ্নকর্তা একজন প্রবীণ সম্পাদক তথা সাংবাদিকের।

তিনি আর কেউ নন। দেশবরেণ্য ওজনদার অকুতভয় কলামিস্ট এম জে আকবর। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও বটে।

প্রশ্নটি এরকম, ভারতে সন্ত্রাস ঘটলে পশ্চিমী দুনিয়া চুপ করে যায় কেন? জঙ্গিপনার বিরুদ্ধে পশ্চিমী দেশগুলো দুই মুখো নীতি নিয়ে চলে কেন?

বেলজিয়ামের ব্রাসেলসের মঞ্চ থেকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এম জে আকবর এই প্রশ্নগুলো ছুঁড়ে দিয়েছিলেন বাকি বিশ্বের নানা প্রান্তে। কিন্তু অদ্ভুত বিষয় হল, আন্তর্জাতিক দুয়ারে যখন প্রশ্নগুলো তুলে ধরা হয়েছে ঠিকই তখন তার অনুরণন মার্কিন দাদাগিরির হোয়াইট হাউস থেকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদর দপ্তর ব্রাসেলসে অবশ্যই কড়া নেড়েছে, এতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু এই প্রশ্নের প্রেক্ষিতে প্রশ্নের পিঠে আরও একটা প্রশ্ন উঠে গেল, ভারতের মনে সন্দেহ জাগা এই প্রশ্নের উত্তর কি পৃথিবীর অন্য দেশগুলোর অজানা? নাকি সব জেনেও অজানার ভেক সেজে থাকছে বাকি দেশগুলো?

অপারেশন সিঁদুর আপাতত স্থগিত রাখার পর দেশের ৭টি সংসদীয় দল সারা বিশ্বের ৩২টি দেশে ভ্রমণ করে ভারতের অবস্থান স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছে। এরমধ্যে প্রবীণ সাংবাদিক এম জে আকবরের তোলা এই প্রশ্নসূচক বক্তব্য সমস্ত ভারতবাসীর হৃদয়কে ছুঁয়ে গেছে। আর বাকি দুনিয়াবাসী মুখটাকে টেনে এনে একটা আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে তিনি দীপ্ত কণ্ঠে বলতে পেরেছেন, এই দেখ তোমাদের দু'মুখো সত্তাটা। ভালো করে আরও একবার তোমরা নিজেদের চিনে নাও।

বিজেপি সাংসদ রবিশঙ্করের নেতৃত্বে সংসদীয় দলের অন্যতম সদস্য হিসেবে এম জে আকবর গিয়েছিলেন বেলজিয়াম, জার্মানি, ফ্রান্স, ডেনমার্ক, ইতালিতে। এই সফরকালেই তিনি সরাসরি প্রশ্ন তোলেন, ভারত আদৌ প্রতিহিংসা পরায়ণ দেশ নয়। আমাদের দেশ চিরকালীন শান্তিতে বিশ্বাসী। সারা বিশ্বকে শান্তির পথ এতকাল দেখিয়ে এসেছে এই ভারত। কিন্তু ভারতেরও তো আত্মরক্ষার অধিকার আছে। এটা কেন বাকি দুনিয়া বুঝতে চাইছে না। আমাদের দেশ জঙ্গির নিশানা হলে আমাদের ন্যায় বিচার চাওয়ার দাবি তো থাকবেই।

যুগান্তকারী এই অসাধারণ বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি আরও বলেন, আমরা তো ইউরোপীয় দেশগুলোর সাবভৌমত্বকে সম্মান করি। তাদের গণতান্ত্রিক প্রশ্নগুলোকে যথাযথ মর্যাদা দিই। তাহলে এই পৃথিবীতে দুটো আইন চলতে পারে কোন অধিকারে? পাকিস্তানের আশ্রিত সন্ত্রাসবাদ দমনের প্রশ্নে জঙ্গি হানায় বিক্ষত ভারতকে সংযমী হতে বলে বাণিজ্য সম্পর্ক টেনে চাপ দেওয়া হয়েছে। আবার সেই আমেরিকা নিজেদের বিধ্বস্ত টুইন টাওয়ারের বদলা নিতে ১২ হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়েছিল আফগানিস্তানকে সবক শেখাতে। আর পাকিস্তানের মাটিতে ৫০০ কিলোমিটার কম দূরত্বে আমাদের দেশ জঙ্গিদের নিশানা করলে ভারতকে নিরস্ত্র থাকার আবেদন জানানো হচ্ছে। এটা কেমন দ্বিতত্ত্বের দুনিয়া।

প্রাক্তন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী তথা প্রথিতযশা কলামিস্টের এই দুনিয়া কাঁপানো প্রশ্নের প্রেক্ষাপটে সংসদীয় দলের প্রধান রবিশঙ্কর জানান, আমরা সারাবিশ্বের কাছে জানতে চাই যাঁরা জঙ্গির আক্রমণের শিকার হয়েছেন তাঁদের কি মানবাধিকার প্রাপ্তির অধিকার আছে? ভারত আদতে কিন্তু সংযমী রাষ্ট্র। এবার বিশ্ববাসীর জবাব দেবার সময় উপস্থিত।

কিন্তু কি তার জবাব দেবে যদি বলি আমি কি হেরেছি! তুমিও কি একটুও হারোনি। না আমি বলতে ভারতবর্ষ আজ কিন্তু হারেনি। বরং সংযমে, নৈতিকতায়, আত্মরক্ষায় আমরা আজ বিজয়ী। আর তুমি? পাকিস্তানের পক্ষ নেওয়া হে পশ্চিমা তোমরা আজ দুই আইনের ধামা ধরে নিঃশ্চুপ, তোমরা ঈর্ষাকাতর সুবিধাবাদী। তাই তোমরা এখন পরাজিত পাক পক্ষপাতিত্বের একেকজন নিঃশ্চুপ প্রতিনিধি মাত্র।

হ্যাঁ তোমরা ঈর্ষাকাতরই। তাইতো ভারতীয় একজন সাংবাদিক বুক চিতিয়ে প্রশ্নটা সঠিক জায়গায় উত্থাপন করে এসেছেন। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদর দপ্তর ব্রাসেলসের মাটিতে দাঁড়িয়ে। তাহলে ইউরোপীয় ইউনিয়নের কমিশনের সভাপতি উরসুলা ভন ডের লেইন এখনও চুপ কেন? কথা কও কথা কও। আর কথা কও! একটাই অকথিত উত্তর, ভারতের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণতা।

আজ ভারত স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৭৮ তম বছরের দোর প্রান্তে দাঁড়িয়ে। আজকের ভারত সে তার অতীতের যাবতীয় দ্বিধাগ্রস্ত ভারতের ছায়া মাত্র। ১৯৯১ সালে ভারত অর্থনৈতিক উদারীকরণের ডাক দিয়েছিল তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নরসীমহা রাওয়ের নেতৃত্বে। অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের ক্যারিশমায়। সেই শুরু এগিয়ে চলার পথে সওয়ার হবার। তারপর ১৯১৪ সাল থেকে উদারীকরণের পথে কালো ঘোড়ার দুরন্ত সাহসী দৌড়ের বাজি ধরলেন নরেন্দ্র মোদী। দৌড়ের তুরুপের তাস হিসেবে ট্রাম্পকার্ড সামনে নিয়ে এলেন ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’। এরপর আর ভারতকে পিছনে তাকাতে হয়নি। বৈশ্বিক রাজনীতিতে ভারত আজ একদম প্রথম সারির থিঙ্ক ট্যাঙ্ক।

অর্থনৈতিক দিক থেকে জাপানকে পিছনে ফেলে ভারত আজ চতুর্থ বিত্তশালী দেশ। সামরিক ক্ষেত্রে এই দেশ আজ চতুর্থ শক্তিধর রাষ্ট্র। বাণিজ্যের ময়দানে আমেরিকার শুল্ক বৃদ্ধির একচেটিয়া দাদাগিরির পাল্টা ভারতীয় শুল্ক মাশুলে অতিরিক্ত অঙ্ক চাপিয়ে দেওয়ার হিম্মত, স্বদেশে তৈরি সামরিক অস্ত্র বিদেশে রপ্তানির নয়া উদ্যোগ আজ যে বহু পশ্চিমা দেশের আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠেছে আজকের জয় হো ভারত।

আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সে আজ ভারত পশ্চিমার চ্যালেঞ্জ। মেধায় আজ ভারত পশ্চিমার মাথায়। উন্মুক্ত বাজারে আজ ভারত পশ্চিমার হিংসা। আভ্যন্তরীণ ব্যুরোক্রাটের সম্মিলিত সাফল্যে আজ ভারত পশ্চিমার হতবাক। এরসঙ্গে ককটেল পাঞ্চ হয়েছে ভারতের অধুনা জাতীয়তাবোধ। শেষ একটা দশকে ভারতবাসীর মধ্যে এক অতিরিক্ত মাত্রায় তীব্র জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটতে দেখা গেছে। যা ভারত অগ্রগতির পালে বাড়তি হাওয়া যুগিয়েছে অনায়াস ছন্দে।

সুতরাং ভারতের সর্ব আঙ্গিকের এই উচ্চ যেথা শির অনেক পশ্চিমা দেশের শিরঃপীড়া কারণ হয়ে উঠেছে। ফলে অস্তিত্ব সঙ্কট জনিত ঈর্ষা যে আজ কিছু ইউরোপীয় দেশের ভারতীয় অ্যালার্জিতে পরিণত হয়েছে স্বাভাবিক কারণেই। মনে রাখতে হবে, অধুনা অ্যাপেল কর্তা এবং টেসলা বা স্পেসএক্সের মালিক আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মুখের উপর বাণিজ্যিক চপেটাঘাত করে অধুনা ভারত বন্দনায় মশগুল।

অগত্যা কি আর করারই বা আছে। সুতরাং ঝিকে মেরে বৌকে শেখানোর মতো ঈর্ষান্বিত পশ্চিমী দেশগুলো আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র জঙ্গিদের বিশ্ববিদ্যালয় পাকিস্তানের পিঠ চাপড়াতে ব্যস্ত। অন্তত দইয়ের বদলে ঘোলেই ডুবে থাকা যাক আপাতত। কিন্তু সাবধান, উগ্রপন্থা কখনও কারও পোষ্য হয় না। তারা শুধু লালিত হয়। দয়া করে ৯/১১–র ঘটনাকে মনে রাখবেন তথাকথিত একদা তালিবানের মদতপুষ্টেরা।

আর ভারত? কোনও ঈর্ষার মাপকাঠিতে ভারতকে রোখা যে যাবে না বস্। সুচনার সুচনাটা নরসীমহা রাও করে গেলেও আজকের এই দেশটি যে মোদীর ভারত। হে বিশ্ববাসী তোমাদের কোনও প্রশ্নের উত্তর আর দয়া করে দিতে হবে না, বিলিভ মি। শুধু তোমরা সমস্বরে বলো জয় হিন্দ।

স্কুলে হামলায় ১১ জন নিহত

সুমন্ত ভৌমিক

গত মঙ্গলবার অস্ট্রিয়ার দক্ষিণ–পূর্ব অঞ্চলের গ্রাজ শহরে বন্দুকধারীর হামলায় অন্তত ১১ জন নিহত হয়েছেন। আহত হন ১২ জন। হামলার ঘটনার পর অভিযান চালায় পুলিশ। স্কুলভবনে গুলির শব্দ শোনার পর সেখানে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে এ হামলা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়নি বলে জানা গেছে। নিহতদের মধ্যে কয়েকজন শিক্ষার্থী ও হামলাকারী নিজে রয়েছেন বলে জানান গ্রাজ শহরের মেয়র এলকে কাহর। এই হামলার পর ইউরোপীয় ইউনিয়নের শীর্ষ কূটনীতিক কাজা কালাস জানান, প্রত্যেক শিশুকে স্কুলে নিরাপদ অনুভব করতে হবে এবং ভয় ও সহিংসতামুক্ত পরিবেশে পড়াশোনা করার সুযোগ দিতে হবে। এই মুহূর্তে হামলার ভুক্তভোগী, তাদের পরিবার এবং অস্ট্রিয়ার নাগরিকদের প্রতি আমার সমবেদনা রইল।

যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় ইউরোপের স্কুলে গোলাগুলির ঘটনা বিরল। যদিও হামলাগুলোর সঙ্গে সন্ত্রাসবাদের সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায়নি। ৯২ লাখ মানুষের দেশ অস্ট্রিয়ায়ও জনপরিসরে হামলার ঘটনা ঘটে না বললেই চলে। বৈশ্বিক শান্তি সূচক অনুযায়ী, বিশ্বের সবচেয়ে নিরাপদ ১০টি দেশের তালিকায় রয়েছে অস্ট্রিয়া। তবে বিগত বছরগুলোয় ইউরোপের স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলার ঘটনা বেড়েছে। পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, স্কুলে হামলাকারীর বয়স ২১ বছর। তিনি গ্রাজ এলাকার বাসিন্দা। গুলি চালানোর পর স্কুলের ১টি বাথরুমে গিয়ে আত্মহত্যা করেন। হামলায় ব্যবহার করা অস্ত্রগুলোর বৈধ মালিকানা রয়েছে তার। কী কারণে ওই তরুণ হামলা চালিয়েছেন তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

স্মোট্রিচ ও বেন–গভিরের ওপর নিষেধাজ্ঞা

গাজা নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য ইসরায়েলের চরমপন্থী দুই মন্ত্রীর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে যুক্তরাজ্য। যুক্তরাজ্যের এই ঘোষণার উত্তরে ইসরায়েল বলেছে, নির্বাচিত সরকারের প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে এমন ব্যবস্থা নেওয়া অত্যন্ত নিন্দনীয়। ইসরায়েলের ২ মন্ত্রীর ওপর নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা দিয়ে যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এ ধরনের কর্মকাণ্ড গ্রহণযোগ্য নয়। তাই দায়ী ব্যক্তিদের জবাবদিহির আওতায় আনতে আমরা এখনই ব্যবস্থা নিয়েছি। যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড ল্যামি বলেছেন, ইসরায়েলের অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোট্রিচ ও জাতীয় নিরাপত্তামন্ত্রী ইতামার বেন–গভিরের ওপর যুক্তরাজ্য ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে। পাশাপাশি যুক্তরাজ্যে তাদের কোন সম্পদ থাকলে, তা বাজেয়াপ্তও করা হবে। তিনি আর বলেন, এই দুই মন্ত্রী ফিলিস্তিনিদের মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছেন এবং উগ্রবাদী সহিংসতা উসকে দিয়েছেন। আমরা গাজায় তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিরতি চাই, হামাসের হাতে থাকা বাকি ইসরায়েলি বন্দিদের দ্রুত মুক্তি চাই। গাজার শাসনে হামাসের কোনও ভূমিকা থাকতে পারবে না। আমরা আরও সহায়তা বৃদ্ধি ও দুই রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানের পথ খুলে দিতে চাই। ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী গিডিয়ন সার হুমকি দিয়ে বলেছেন, আগামী সপ্তাহে মন্ত্রিসভা বৈঠক করে এই অগ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তের জবাব দেওয়া হবে। যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আরও বলেছেন, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, নিউজিল্যান্ড ও নরওয়ের মতো মিত্রদের সঙ্গে আমরা স্পষ্ট করে বলেছি, পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরায়েলের অবৈধ বসতি স্থাপনকারীদের ক্রমবর্ধমান সহিংসতা ও ভীতি প্রদর্শন বন্ধ করতে হবে। স্মোট্রিচ ও বেন–গভিরের বিরুদ্ধে নেওয়া ব্যবস্থা গাজার ঘটনাবলি থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। সেখানে ইসরায়েলকে আন্তর্জাতিক মানবিক আইন মেনে চলতে হবে। গাজায় ইসরায়েলের নির্বিচার হামলার মধ্যে দেশটির নেতানিয়াহু সরকারের ওপর চাপ বৃদ্ধি করতে যুক্তরাজ্য ও অন্যান্য পশ্চিমা দেশ নানা পদক্ষেপ নিচ্ছে। এরই মধ্যে এমন পদক্ষেপ নিল যুক্তরাজ্য।

আন্তর্জাতিক রক্তদাতা দিবস ও আজকের সমাজ ভাবনা

দীপংকর মান্না

১৪ জুন, আন্তর্জাতিক রক্তদাতা দিবস। চরম গরমে ও কোভিডকাল থেকে বাংলা সহ গোটা ভারতের ব্লাড ব্যাঙ্কগুলো সংকটে।যোগান কমেছে রক্তের।যোগান দেওয়ার রক্তদান শিবিরগুলো একরকম বন্ধ। এমনিতেই আমাদের রক্তদান নিয়ে আছে নানা প্রতিবন্ধকতা।আছে অশিক্ষা– কুসংস্কার।তার ওপর এমন অসহ্য গরম।এই রকম অবস্থা চলতে থাকলে চিকিৎসায় দেখা দেবে সংকট। অথচ বেঁচে থাকার জন্য রক্তের কোন বিকল্প নেই। জরুরি অপারেশন সহ থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগীদের প্রত্যহ রক্ত চাই–ই–চাই। কীভাবে হবে এর মোকাবিলা।ভাবতে হবে আমাদের। বাড়াতে হবে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। এগিয়ে আসতে হবে বিভিন্ন ব্লাড ব্যাঙ্কগুলোকে। এগিয়ে আসতে হবে মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়কে।এর জন্য চাই নিবিড় প্রচার।হতে হবে আমাদের মানবিক। তবেই রূপ পাবে রক্তদাতা দিবসের সার্থকতা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯–৪৫) পর থেকে চিকিৎসা বিজ্ঞানে অগ্রগতি হয়েছে অনেক। তৈরি হয়েছে উন্নত হাসপাতাল, নার্সিং হোম। তৈরি হয়েছে কুশলী শল্যবিদ, উন্নতমানের যন্ত্র প্রকরণ ও ফলপ্রসু ওষুধপত্র।তবে এখনও পর্যন্ত রসায়নিক রক্ত বা কৃত্রিম রক্ত আবিস্কৃত হয়নি।তাই হৃদয়ের দান হিসেবে, একের প্রয়োজনে অপর ব্যক্তি রক্ত না দিলে রক্ত পাওয়ার আর কোন বিকল্প উপায় নেই।

আজকের দিনে স্বেচ্ছায় রক্তদান একটি সামাজিক দায়িত্ব।মহান ও মহৎ কাজ যা সমগ্র পৃথিবীতে বন্দিত। স্বেচ্ছায় যদি কোন ব্যক্তি রক্তদান না করেন তাহলে মুহূর্ষ রোগীর চিকিৎসায় ভয়ানক অসুবিধা দেখা দেবে।রোগীর প্রাণসঞ্চার মরীচিকার মতো হয়ে যাবে। তাই রক্তদান গোটা পৃথিবীতে এক গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন। ইউরোপ ও আমেরিকা স্বেচ্ছায় রক্তদানে অনেকটা এগিয়ে।ঐসব দেশে রক্তের ঘাটতি থাকেনা বললেই চলে। ভারতবর্ষের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রতিদিন বহু সংখ্যক রোগী এক বোতল রক্তের অভাবে সংকটে ভোগে। রক্তের অভাবে মৃত্যুও ঘটে। আবার কিছু সংখ্যক মানুষ রক্তদানের সুযোগ নিয়ে ব্যবসা করতেও কুণ্ঠিত হয় না।তাই এই বিপুল পরিমাণ রক্তের চাহিদা পূরণ করার জন্য আরও বিপুল সংখ্যক মানুষকে রক্তদানে প্রবৃত্ত হতে হবে।তা সম্ভব ব্যাপক গণজাগরণের দ্বারা।

রক্তদানে সাধারণভাবে বহু সংখ্যক মানুষের মধ্যে অনীহা দেখা যায়,তার মূল কারণ অশিক্ষা, রক্তদান সম্পর্কে ভীতি, চেতনার উন্মেষের অভাব ও কুসংস্কার।তাই রক্তদানে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে হলে রক্তদানের প্রয়োজনীয়তা ও বৈজ্ঞানিক যুক্তি, সরল ও প্রাঞ্জল ভাবে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। এর জন্য বেশি বেশি করে সভা, সেমিনার প্রয়োজন। রক্ত দিন– জীবন বাঁচান এই স্লোগান মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও সরকারকে আরও তৎপর হতে হবে। বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিদের আগিয়ে আসতে হবে। এগুলো সফল হলে অদূর ভবিষ্যতে আমাদের আর রক্ত নিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকতে হবে না।

একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের শরীরে প্রায় ৫০০০সিসি বা ৫ লিটার রক্ত প্রয়োজন। এই রক্ত প্রধানত তৈরি হয় অস্থিমজ্জায় মাতৃগর্ভে ভ্রুণ অবস্থায়।ভ্রুণের ৩ মাস বয়সে কুসুম থলিতে এই কাজ প্রথম শুরু হয়। গর্ভাবস্থায় ৭মাস থেকে অস্থিমজ্জায় রক্ত আরম্ভ করে ক্রমে ক্রমে এইটাই রক্ত তৈরির প্রধান স্থান হয়ে ওঠে। একটা শিশু ভূমিষ্ঠ হবার সময় অস্থিমজ্জাতেই কেবল রক্ত তৈরি হয়। রক্তের আছে ৪টি গ্রুপ– এ, বি, এবি আর ও। সকলের সমান গ্রুপের রক্তের প্রয়োজন। কোনো কোনো গ্রুপের রক্ত পাওয়া খুব মুশকিল হয়। সেজন্য রক্তদান, রক্তগ্রহণ ও রক্তসংরক্ষণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সর্তকতা আবশ্যক।

আসুন জেনে নেওয়ার চেষ্টা করি, রক্তদানের কয়েকটি বাস্তবিক তথ্য:

◆ মানুষের সাড়ে তিনশো বছরের সমবেত বৈজ্ঞানিক সাধনার ফসল এই রক্ত সঞ্চালন বিজ্ঞান।

◆ প্রাপ্ত বয়স্ক প্রতিটি পুরুষের দেহে ওজনের প্রতি কেজিতে ৭৬ মিলিমিটার ও মহিলাদের দেহের কেজি প্রতি ৬৬ মিলিমিটার রক্ত থাকে। সংবহন প্রণালীতে প্রত্যেকের ক্ষেত্রে কাজে লাগে ৫০ মিলিমিটার। বাকিটা উদ্বৃত্ত।

> ভারতবর্ষের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রতিদিন বহু সংখ্যক রোগী এক বোতল রক্তের অভাবে ভোগে। রক্তের অভাবে মৃত্যুও ঘটে। আবার কিছু সংখ্যক মানুষ রক্তদানের সুযোগ নিয়ে ব্যবসা করতেও কুণ্ঠিত হয় না। তাই এই বিপুল পরিমাণ রক্তের চাহিদা পূরণ করার জন্য আরও বিপুল সংখ্যক মানুষকে রক্তদানে প্রবৃত্ত হতে হবে।

◆ রক্তদাতার নূন্যতম ওজন ৪৭.৫ কেজি হওয়া চাই। সেই হিসেবে একজন দাতা ৪৭.৭x৬– ২৮৫ মিলিমিটার রক্ত স্বচ্ছন্দে দিতে পারেন। নেওয়া হয় কিন্তু তার চেয়ে কম মাত্রার ২৫০ মিলিমিটার।

◆ মানুষের প্রাণ বাঁচাতে যে রক্ত দান করা হয় তার শতকরা ৪৫ ভাগ রক্তকণা অর্থাৎ লোহিতকণা, শ্বেতকণা, অনুচক্রিকা ইত্যাদি।আর বাকি ৫৫ ভাগ হল জলীয় পদার্থ বা রক্ত রস (প্লাজমা) যার আবার ৯০ ভাগ–ই হ"ল শ্রেফ জল।

◆ দান করা রক্তের জলীয় অংশ ২ দিনের মধ্যে এবং রক্ত কণাগুলো ১৪ থেকে ২১ দিনের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই পূরণ হয়ে যায়। তারজন্য কোন ওষুধপত্র বা বাড়তি পুষ্টিকর খাবারের প্রয়োজন হয় না।

◆ একবার রক্তদান করলে ৩ মাসের মধ্যে দাতার কাছ থেকে আর রক্ত নেওয়া হয় না।তাই যেকোনো দাতা স্বচ্ছন্দে বছরে ৪ বার রক্ত দিতে পারেন।

◆ রক্ত দান কালে একটা ইঞ্জেকশনের চেয়ে বেশি ব্যাথা লাগে না। রক্ত দিতে সময়। লাগে ৩–৪ মিনিট। তারপর সামান্য জলযোগ।১০–১৫ মিনিটের বিশ্রামেই স্বাভাবিক কাজকর্ম করা যায়।

◆ রক্তদান না করলেও কিন্তু রক্তের পরিমাণ শরীরে বেড়ে যায় না, বা একই রক্ত মানুষের শরীরে সারাজীবন ধরে থাকে না। রক্ত কণাদেরও এক একটা নির্দিষ্ট আয়ু আছে। সবচেয়ে বেশি বাঁচে লোহিতকণিকা– মাত্র ১২০ দিন।

◆ প্রত্যেক মানুষের নিজের স্বার্থেই রক্তের গ্রুপ জেনে রাখা উচিত। সবচেয়ে সহজে ও নিখরচায় রক্তের গ্রুপ জেনে নেওয়া স্বেচ্ছায় রক্তদান করে।

◆ রক্ত দিতে এগিয়ে এসেছি এই পর্যন্তই একজন সমাজ সচেতন মানুষের দায়িত্ব। আমার থেকে রক্ত নেওয়া হবে কি হবে না, সেই ভাবনা রক্ত সংগ্রাহক চিকিৎসকদের।

নিজের শরীরের ক্ষতি না করেও একজন সংকটাপন্ন মানুষের প্রাণ বাঁচানোর মধ্যে সত্যিই একধরনের তৃপ্তি আছে। শুধু তৃপ্তি নয়, রক্তদানের মধ্যে দিয়ে মানুষের মানবিক দিকটিই আরও ভালভাবে বিকশিত হওয়ার সুযোগ থাকে। সমাজের সর্বস্তরে রক্তদান সংক্রান্ত সচেতনতা বাড়ুক। আমাদের মধ্যে জেগে উঠুক সেই বোধ, কামিনী রায়ের কথায়– সকলের তরে সকলে আমরা/ প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।’

উত্তরের আঙিনায়

উত্তরবঙ্গে পর্বতারোহণ অভিযান

জয়ন্ত চক্রবর্তী, শিলিগুড়ি : পোলোগংকা ৬,৩৯০ মিটার (২০,৯৬০ ফুট) উচ্চতা বিশিষ্ট পর্বতশৃঙ্গ, যা ভারতের লাদাখ হিমালয়ে অবস্থিত। এই শৃঙ্গে প্রথম সফল আরোহণ ঘটে ১৯৯৭ সালের আগস্ট মাসে, যখন অভিযাত্রী মাইক রাত্তি, রিচার্ড ল, ট্রেভর উইলিস এবং নারিন্দার চাকুলা একসঙ্গে এই চূড়ায় আরোহণ করেন।

উত্তরবঙ্গ থেকে এই প্রথম যৌথ পর্বত শৃঙ্গ অভিযান। উত্তরবঙ্গের অ্যাডভেঞ্চার ক্লাবগুলি একত্রে এবার হিমালয়ের দুর্গম শৃঙ্গ অভিযানে চলেছে। হিমালয়ের প্রায় ২১০০০ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট পোলোগংকা শৃঙ্গের মাথায় উত্তরবঙ্গের পতাকা ওড়ানোর উদ্দেশ্যে উত্তরের অভিযাত্রীদের যাত্রা শুরু আগামী ১ জুলাই। আলিপুরদুয়ার থেকে শিলিগুড়ি, উত্তরের ৬টি অ্যাডভেঞ্চার ক্লাব একত্রিত হয়ে ১২ জন সদস্যের দল তৈরি করেছে এই মিশনের জন্য, নেতৃত্বে রয়েছেন ভাস্কর দাস। বাকিরা হলেন, জয়ন্ত সরকার, সুজয় বনিক, ত্রিদিব সরকার, ডঃ স্বরুপ খান, হিরক ব্রহ্ম, নবনিশ দত্ত, পিয়ালী বিশ্বাস, আমুল ঠাকুর, সায়ন ঘোষ, পার্থপ্রতিম দে এবং সুস্মিতা সরকার। এই ১২ জন সদস্য ছাড়াও, দলের সঙ্গে ২ জন গাইড এবং ২ জন কিচেন স্টাফ যোগ দেবেন লাদাখ থেকে। অভিযাত্রীদের সঙ্গে মূল শিবিরে যোগ দেবে তারা।

রোভার্স অ্যান্ড মাউন্টেনিয়ার্স ক্লাব, আলিপুরদুয়ার, কুচবিহার মাউন্টেনিয়ার্স ক্লাব, ওদলাবাড়ী নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার সোসাইটি, ময়নাগুড়ি এনভার্নমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ক্লাব, নেচার অ্যান্ড ট্রেকার্স ক্লাব অফ জলপাইগুড়ি, নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্লোরার্স ক্লাব, শিলিগুড়ি থেকে বাছা হয়েছে এই 'টীম নর্থ বেঙ্গল'।

১লা জুলাই শিলিগুড়ি থেকে শুরু হবে যাত্রা। দিল্লী হয়ে অভিযাত্রীরা পৌঁছাবে হিমাচলের মানালি। সেখান থেকে দরচা, ও লাদাখের সোকার লেক হয়ে দলটি আগামী ৭ জুলাই পৌঁছাবে অভিযানের মূল শিবিরে, যার উচ্চতা প্রায় ১৬ হাজার ফুট। মূল শিবির বা বেস ক্যাম্পের উপরে বিভিন্ন উচ্চতাতে স্থাপন হবে আরও ২টি ক্যাম্প। এরপর সব কিছু ঠিক থাকলে আগামী ১২ বা ১৩ জুলাই করা হবে শৃঙ্গ আরোহণের চেষ্টা। ১৯ জুলাই পর্বতারোহীরা ফিরে আসবে শিলিগুড়ি।

এই শৃঙ্গ আরোহণ পর্বে পর্বতারোহীদের লাদাখের কঠিন অক্সিজেন বর্জিত অঞ্চলের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হবে। উচ্চতাজনিত শারীরিক সমস্যা ছাড়াও প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হাওয়া ও সঙ্গে পাহাড় থেকে আলগা পাথর পরার সম্ভাবনাও রয়েছে এই শৃঙ্গ পথে, যেগুলোকে অভিযাত্রীদের সম্মুখীন হতে হবে। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের ছেলে মেয়েদের মধ্যে প্রতিভার অভাব নেই, কিন্তু সুযোগের অভাব রয়েছে। আর্থিক সমস্যার কারণে ক্লাবগুলির একার পক্ষে পর্বত শৃঙ্গ অভিযান সংগঠিত করাও কঠিন হয়ে পরেছে। উত্তরের অ্যাডভেঞ্চার ক্লাবগুলোর যৌথ এই উদ্যোগ এই অঞ্চলের অ্যাডভেঞ্চার ও পাহাড় প্রিয় ছেলে মেয়েদের হিমালয়ের বুকে থেকে অভিজ্ঞতা অর্জনের এক সুযোগ এনে দেবে।

মাদককারবারীদের সঙ্গে স্থানীয়দের বিবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি: শিলিগুড়ির প্রধাননগর থানা সংলগ্ন এলাকায় মাদকের কারবার নিয়ে একপ্রকার অতিষ্ঠ স্থানীয় বাসিন্দারা। ৮ জুন মাদক কারবারিদের দেখেই প্রতিবাদ করে তারা, শুরু হয় বিবাদ। দেবীডাঙ্গা বাজারে এক মাদক কারবারি গুলি চালায় বলেও জানা গিয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে একটি আগ্নেয়াস্ত্র ম্যাগাজিন ও কার্তুজ সহ ১ জনকে গ্রেপ্তার করে প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম দীপক কামতি ওরফে দীপু। পুলিশ তাকে হেফাজতে নিয়ে বাকিদের খোঁজ শুরু করেছে। ইতিমধ্যে প্রধাননগর থানার পুলিশ বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতির নাম পেয়েছে। এলাকায় রয়েছে পুলিশ পিকেট।

দুধিয়ায় স্নান করতে গিয়ে মৃত যুবক

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি: ১১ জুন দুপুরবেলা ৬ বন্ধু সঙ্গে স্নান করার জন্য দুধিয়ায় যায়। এরপর বিকেলবেলা ফুলবাড়ী ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার পশ্চিম ধনতলা গ্রামের বাসিন্দা কৌশিক ঘোষের পরিবারের কাছে খবর আসে ১ জনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পরিবারের লোকেরা খুঁজতে গেলে অন্ধকার নেমে আসায় আর সম্ভব হয়ে ওঠেনি। পরদিন দুধিয়ার পুলিশ এক যুবকের দেহ উদ্ধার করে। এরপর পরিবারের লোকেরা গিয়ে দেখতে পায় এটি হল নিখোঁজ কৌশিক ঘোষের মৃতদেহ। তবে কৌশিক ঘোষের মৃত ছবি দেখে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন মৃত্যু নিয়ে। পুলিশ দেহটি উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। স্থানীয় বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্য মিনু বর্মন বলেন, 'আমি সকালবেলা পরিবারের সঙ্গে গিয়ে দেখা করেছি এবং শুনেছি বন্ধুদের সাথে স্নান করতে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছে আর সকালবেলা তার দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তবে অনেকেই পাহাড়ে গিয়ে স্নান করার আগে জায়গাগুলি ভালো করে দেখে নিয়ে তবেই যাওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন।'

কমিশনের নির্দেশ নিয়ে চিন্তায় প্রশাসন

প্রথম পাতার পর

বলে যতই দাবি করুক না কেন গড্ডলিকা প্রবাহে বয়ে চলা এ রাজ্যের ভোটার তালিকা নির্মাণের পথে যে শ্যাওলা জমেছে তাতে প্রথম হাই পাওয়ার ব্লিচিং ছড়িয়ে দিয়েছেন এ রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি যে উদ্দেশ্যেই জনসমক্ষে রাজ্যের ভোটার তালিকার দুর্বলতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিন না তাতে যে চাপ তৈরি হয়েছে তাতেই কমিশনের সক্রিয়তা কয়েক গুন বেড়ে গিয়েছে। ভোটার তালিকা স্বচ্ছ করতে জারি হয়ে চলেছে একের পর এক নির্দেশিকা।

অবশ্য প্রশাসনিক মহলের আশঙ্কা ভোটার তালিকা নিয়ে নিয়ে এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগ রাজ্যবাসীর বোঝা হয়ে উঠতে চলেছে। এই আশঙ্কার কারণ নির্বাচন কমিশনের কয়েকটি নির্দেশনামা। এতদিন যা হয়েছে তা বদলাতে কমিশন বলে দিয়েছে ভোটার তালিকা সংক্রান্ত সমস্ত ফর্ম–এর নিষ্পত্তি ইআরও এবং এইআরওদেরই করতে হবে। তাদের পাসওয়ার্ড নিয়ে কেউ সে কাজ করতে পারবে না। এমনকি কোন ইআরও, এইআরও কোন পার্টের দায়িত্বে তাও নির্দিষ্ট করে দেবেন জেলাশাসক বা ডিইও। অন্য আর একটি নির্দেশিকায় কমিশন পরিষ্কার বলে দিয়েছে সরকারি, পুরসভা, স্থানীয় প্রশাসনের স্থায়ী গ্রুপ সি বা তার উপরের স্তরের কর্মচারীদেরই একমাত্র বিএলও বা বুথ লেভেল অফিসার হিসাবে নিয়োগ করতে হবে। একান্ত এই ধরণের কর্মীর অভাব হলে স্থায়ী কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী ও শিক্ষক শিক্ষিকাদের নিয়োগ করা যাবে। এই দুই নির্দেশিকার উদ্দেশ্যই হল ডেটার তালিকা নির্মাণে যে কোনও গাফিলতির দায়িত্ব নির্দিষ্ট করা।

প্রশাসনিক মহলের বক্তব্য, যেহেতু কমিশনের নিজস্ব কোনো কর্মী নেই তাই উপরোক্ত নির্দেশিকা পূরণ করতে পুরো ম্যান পাওয়ারটাই দিতে হবে মূলত রাজ্য সরকারকে। কিন্তু দীর্ঘদিন স্থায়ী কর্মী নিয়োগ বন্ধ থাকার ফলে এত কর্মী ও আধিকারিক জোগানো রাজ্যের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। সামান্য সংখ্যক স্থায়ী কর্মীর ওপর ভর করে চলছে দপ্তরগুলি। তাদের নির্বাচনের কাজে পাঠিয়ে দিলে সরকারের ভুরি ভুরি প্রকল্প রূপায়নে লোক পাওয়া দুষ্কর হয়ে উঠবে। বড়, মেজ, ছোট সব অধিকারিকরা যদি নির্বাচনের কাজে ব্যস্ত থাকেন তবে জনগণের দৈনন্দিন কাজ করবে কে। স্তব্ধ হয়ে যাবে উন্নয়নের কাজ। আদালতের রায়ে দুর্নীতির দায়ে হাজার হাজার শিক্ষক শিক্ষিকা, অশিক্ষক কর্মী চাকরি হারিয়ে সিস্টেমের বাইরে। যাঁরা গুটি কয়েক পড়ে রয়েছেন তাঁরা যদি ভোটার তালিকা তৈরি করতে চলে যান তাহলে পড়াবে কে। ছাত্র ছাত্রীদের কি হবে। সামনে দুর্যোগের মরশুম, তারপর উৎসবের আগমন। মিটতে না মিটতে নির্বাচন এসে পড়বে। প্রকল্পের বাকি কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে। সব মিলিয়ে নির্বাচনের কাজে কর্মী নিয়োগ নিয়ে চরম অনিশ্চয়তায় ভুগতে শুরু করেছে রাজ্য প্রশাসন। কর্মী সংগঠনের এক নেতার টিপ্পনি, দপ্তরগুলোতে স্থায়ী কর্মী নিয়োগে টালবাহানা ও দুর্নীতি করার ফল এবার ভুগতে হবে সরকারকে।

সরকার যাই বুঝুক না কেন নির্বাচনের কাজের জন্য সাধারণ মানুষ থেকে পড়ুয়ারা যে বিড়ম্বনায় পড়তে চলেচে তা নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই রাজনৈতিক মহলের। তাদের ধারনা ভোটের তালিকে নিয়ে অভিযোগের ফলে যে গাড্ডা তৈরি হয়েছে তাতেই পড়তে চলেছে সরকারি দল। এর মাঝে পড়ে স্বচ্ছ ভোটার তালিকা তৈরিটাই গুলিয়ে যাবে কিনা সেটাই এখন প্রশ্ন।

সাইবার ক্রাইম ও তার প্রতিকার

সাইবার ক্রাইমে জেরবার ভারতের সাধারণ মানুষ। দেশে এতো আইন থাকতে কীভাবে এই প্রতারক, জালিয়াতদের পক্ষে এই কাজ সম্ভব হচ্ছে? এর কারণ কি ভুক্তভুগিদের অজ্ঞতা, পুলিশের ব্যর্থতা, নাকি ভারতের বিচার ব্যবস্থা? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে মানুষের সচেতনতার স্বার্থে আলিপুরবার্তা সম্পাদকের অনুরোধে প্রাক্তন পুলিশ কর্তা অরিন্দম আচার্য বহুদিন পরে আবার তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও নানা সূত্রে পাওয়া তথ্য নিয়ে পাঠকদের জন্য কলম ধরলেন।

ফিরে দেখা এক কলঙ্কজনক অধ্যায়

আবার খুন? এক মাসেই তিন তিনটি খুন? সবচেয়ে বিস্মিত হবার ঘটনা ১৯৮৯ সালের ৪ জুন থেকে ১৯০০ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত মাত্র ৭–৮ মাসে প্রকাশ্য কলকাতার রাজপথের ফুটপাতে ১১ জন অসহায় গরিব খেটে খাওয়া মানুষের মৃত্যু? এই মৃত্যুগুলো কিন্তু কোনও রাজনৈতিক সংঘর্ষে নয়। ১৯৮৯ সালের ৩ জুন প্রথম সেপ্টেম্বর মাসে হেয়ার স্ট্রিট থানার এলাকার ফুটপাতে যে মহিলার মাথায় আঘাতের ফলে মৃত্যু হয়েছিল সে ছিল ৩ মাসের গর্ভবতী নাম আলেয়া বিবি। প্রথম এই খুনের ব্যাপারে লালবাজার হয়তো তেমনভাবে গুরুত্ব দেয়নি, কিন্তু আবার ১৯ জুলাই, ২৭ অগাস্ট, ৬ এবং ৮ সেপ্টেম্বর এবং আবার ১১ সেপ্টেম্বরে পর পর আরও খুন হওয়ায় লালবাজারের গোয়েন্দা দপ্তর থেকে শুরু করে প্রায় সব থানার বড়বাবু, ঊর্ধ্বতন অফিসাদের কড়া নজরদারি সত্ত্বেও আসল খুনি ধরা না পরায় কলকাতার লালবাজার গোয়েন্দা দপ্তর হোমিসাইডাল ইউনিটের দুঁদে তদন্তকারী অফিসার, সাইন্টিফিক ও মেডিকেল এক্সপার্ট সহ সমস্ত বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ, এমনকী স্বয়ং পুলিশ কমিশনার, যুগ্ম কমিশনার, ডিসি ডিডি রাত দিন অক্লান্ত পরিশ্রম শুরু করলেও আসল অপরাধীকে তো চিহ্নিত করতে পারলেনই না বরং তারপরেও পর পর আরও ৪টি একই কায়দায় খুন হওয়ায় সাধারণত মানুষ যেমন ভীতসন্ত্রষ্ট তেমনি পুলিশও কিংকর্তব্য বিমূঢ় ও দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। পাঠকদের হয়তো মনে আছে সেই সময় ১৯৮৯ সালের ৪ জুন থেকে ১৯৯০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মাত্র ৭–৮ মাসে কলকাতা শহরের রাজপথের ফুটপাতে ১১জন মানুষের মৃত্যুর ঘটনায় এক বিভীষিকার সৃষ্টি হয়েছিল। খুনি মাথায় বড়ো পাথরের আঘাতে অবলীলায় একের পর এক খুন করেছিল।

প্রথম যে মহিলাকে মাথায় পাথরের আঘাতে খুন করেছিল সেই পাথরের ওজন ছিল ৯ কেজি এবং সবশেষে খুনি হাওড়া ব্রিজে যাকে খুন করেছিল সেই পাথরের ওজন ছিল ২০ কেজি। সব মৃত্যুর পোস্ট মর্টেম রিপোর্টে ডাক্তার লিখেছিলেন death was due to effect of head injury, Anti –Mortem and Homicidal in nature শত চেষ্টা করেও কলকাতা পুলিশ আসল অপরাধীকে ধরতে ব্যর্থ হয়েছিল।

ফলে মানুষ ভেবেছিল এই খুনি মানুষ নয়, এ এক অশরীরী অশুভ রক্ত চোষা আত্মা। এই খুনিকে চোখে দেখা যায় না। আশ্চর্য হবার মতো ঘটনা সব কটি খুন শহরের ফুটপাতে এবং একমাত্র মাথায় আঘাতের ফলেই। সেই সময় খুনির নামকরণ হয়েছিল স্টোনম্যান। এই ঘটনা কলকাতা পুলিশ তথা লালবাজারের চরম কলঙ্কজনক অধ্যায় হিসেবে ইতিহাসের পাতায় আজও স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে।

আমরা জানি কোনও অপরাধী যখন কোনও অপরাধ করে চলে যায় যেমন খুন, ধর্ষণ, ডাকাতি.... সেইসব ঘটনাস্থলে অপরাধী অজান্তে তাদের উপস্থিতির স্বরূপ কিছু ট্রেস এন্ড ক্লু'স যেমন হাতের, পায়ের ছাপ, রক্ত....রেখে যায় যাকে ভিসিটিং কার্ড বলা হয়। তদন্তের সময় এই সব এভিডেন্স প্রকৃত আসামী চিহ্নিত ও শাস্তি করাতে খুব সহায়ক হয়। কিন্তু এই ঘটনায় খুন গুলোর ক্ষেত্রে বোধ হয় এই ব্যাখ্যা প্রযোজ্য নয়, কারণ স্টোন ম্যানের এই সব হত্যাকে পুলিশি ভাষায় পারফেক্ট ক্রাইম বলা হয়ে থাকে অর্থাৎ খুনি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কোনও এভিডেন্স যাতে না থাকে সেদিকে লক্ষ রেখে এই হাড়হিম করা হত্যাগুলো করেছিল। সোজা কথায় তদন্তকারীরা শত চেষ্টা করলেও আসল অপরাধীকে চিহ্নিত করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল। পাঠকদের মনে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন থাকতে পারে সাইবার ক্রাইম নিয়ে লিখতে গিয়ে কেন স্টোনম্যানের সেই পুরোনো ইতিহাসের রোমহর্ষক স্মৃতিচারণ করলাম?

হয়তো পাঠকদের মনে আছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েভ

(WWW) আবিষ্কৃত হয়েছিল ১৯৮৯ সালে। একটু লক্ষ করলে দেখা যাবে কলকাতাতে যে ওই মোট ১১ জনের মৃত্যু হয়েছিল সেইসময় শহরের পথে সিসিটিভি ইনস্টল করার সিস্টেম চালু হয়নি। খুব আফশোস হয় সেই সময় যদি এই সি সি টিভি সিস্টেম চালু হতো তাহলে খুব সহজেই পুলিশ আলেয়া বিবির মৃত্যুর আসল খুনিকে চিহ্নিত করে শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারতো এবং পরে এতগুলো নিরোপরাধী অসহায় মানুষগুলোর মৃত্যু কখনোই হতো না। অপরাধ দমনের অভিপ্রায়ে আধুনিক প্রযুক্তি সহ কলকাতা রাজপথে শুধু নয় অন্যত্র বহু স্থানে বহুদিন আগে থেকেই সিসি টিভি ইনস্টল করা হয়েছে। দিল্লির ২০১২ সালে নির্ভয়ার হত্যার পরে নির্ভয়া প্রজেক্ট নামকরণে ভারত সরকার আমাদের দেশের প্রায় প্রত্যেক শহরেই সিসিটিভি এবং এএনপিআর (autometic number plate recognition) চালু হয়। ২০১২ সালের পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আরও বেশি করে অপরাধ দমনে রাজপথ, বিভিন্ন হাসপাতাল, ফেরিঘাট সহ আরও বহু স্থানে অপরাধ দমন ও সনাক্তকরণে সিসিটিভি স্থাপন করেছে। **(চলবে)**

অর্থনীতির অঙ্কে নয়

প্রথম পাতার পর

আর্থ–সামাজিক উন্নয়নের নিরিখে এটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য বলে রিপোর্টে বলা হয়েছে।

২০২২ সালে বিশ্বব্যাঙ্কের পভার্টি অ্যান্ড শেয়ার্ড প্রসপারিটি শীর্ষক রিপোর্ট বলেছিল ২০২০ সালের করোনা–পর্বে ভারতে অন্তত ৫.৬ কোটি মানুষ নতুন করে দারিদ্রসীমার নীচে চলে গিয়েছে।

অতিমারি–পর্বের সেই ধাক্কা সামলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমলে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচি। ২০১১–১২ সালে ভারতে চরম দরিদ্র জনসংখ্যা ছিল ৩৪ কোটি ৪৪ লাখ ৭০ হাজার। সেখানে ২০২২–২৩ সালে দেশে চরম দারিদ্র্যসীমার তা নেমে এসেছে ৭ কোটি ৫২ লাখ ৪০ হাজারে। এমনকী, ওই রিপোর্ট জানাচ্ছে, ২০১১–২৩ সালের মধ্যে নিম্ন–মধ্যম আয়ের দারিদ্র্যতাও ৫৭.৭% থেকে কমে ২৩.৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বব্যাঙ্ক দারিদ্রের সংজ্ঞা নির্ধারণের ক্ষেত্রে আগে দৈনিক ২.১৫ ডলার (প্রায় ১৮৪ টাকা) খরচের ক্ষমতাসীমা মেনে চলত। পরে তা বাড়িয়ে দেয়। অর্থাৎ ২০২১ সালের মূল্য সূচক ধরে আন্তর্জাতিক দারিদ্র্যসীমা নিরূপণ করা হয়েছে দিনে যারা ৩ ডলার (প্রায় ২৫৭টাকা) বা তার কম রোজগার করে তাদের ধরে। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে তার পরও ভারতে কমেছে দরিদ্রের সংখ্যা। তথ্য বলছে, গ্রামীণ ও নগর এলাকায় সমানভাবে দারিদ্র্যসীমা কমেছে।

গত ১১ বছরে গ্রামীণ এলাকায় ১৮.৪% থেকে কমে ২.৮% আর শহর এলাকায় ১০.৭% থেকে কমে ১.১ শতাংশে এসে ঠেকেছে সর্বোপরি বহুমাত্রিক দারিদ্যসীমাতেও উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছে দেশের। বহুমাত্রিক দারিদ্র্য শুধুমাত্র আর্থিক অনটন নয়, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও জীবনযাত্রার মান সহ সবমিলিয়ে একটি দারিদ্র্য সূচক। Multidimensional Poverty Index (MPI) ২০০৫–০৬ সালে ছিল ৫৩.৮%। ২০১৯–২১ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ১৬.৪। ২০২২–২৩ সালে তা আরো কমে হয়েছে ১৫.৫%। যারা রাজ্য তথা দেশের প্রত্যন্ত আদিবাসী ও পিছিয়ে পড়াদের এলাকায় যাদের যাতায়াত আছে তাদের প্রশ্ন, বিশ্ব ব্যাঙ্কের সমীক্ষকরা কি মাঠে ঘাটে ঘুরে এই মূল্যায়ন করেছেন নাকি সবটাই ঠান্ডা ঘরের ডাটা অ্যানালিসিস। বহুদিন ধরে ভারতে জনগণনা হয়নি। দরিদ্রতার সঠিক তথ্য পাওয়া খুবই মুশকিল। তাহলে শুধু অর্থনৈতিক ব্যবসায়িক তথ্য দিয়ে কি দারিদ্রতার মত সামাজিক রোগ নির্ণয় করা সম্ভব? যদি তাই হত তাহলে দারিদ্র সূচকে চরম দারিদ্রের ৫ টি দেশের মধ্যে ভারত কেন জ্বলজ্বল করছে? এখনও দরিদ্রদের জন্য বিনা পয়সায় খাদ্য শষ্য বরাদ্দ কেন? কেন দরিদ্র কল্যাণে এত প্রকল্প? যদি তথ্যের ভিত্তি এতই দৃঢ় হয় তাহলে দরিদ্রের পূর্ণ তালিকা প্রকাশ হোক দেশের মানুষের সামনে। তাহলেই দুধ কা দুধ, পানি কা পানি হয়ে যাবে।

প্রজন্মের সুরক্ষায় তৎপর বিডিও

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী: সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকে ৫৭৩টি অঙ্গনওয়াড়ি শিক্ষাকেন্দ্রে শিশুদের পরিচর্যা যাতে সঠিকভাবে হয় এবং তারা যাতে সুরক্ষিত থাকে সে বিষয়ে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে সচেতনতা অবলম্বন করলেন বাসন্তী ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ণ আধিকারিক। ২৬ মে ব্লক অফিসেই এক সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বাসন্তী ব্লক সমষ্টি উন্নয়ণ আধিকারীক সঞ্জীব সরকার, বাসন্তী পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ রাজা গাজী সহ ৫৭৩ টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মীরা।

মূলত শিশুদের খাবারের গুণগত মান, পুষ্টি, তাদেরকে সঠিকভাবে খাবার পরিবেশন করা হচ্ছে কিনা, খাবার পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন ভাবে তৈরি হচ্ছে কি না? সে বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা হয় এবং কর্মীদেরকে সচেতন করা হয়। এছাড়াও শিশুরা প্রতিদিন সেন্টারে আসছে কিনা? যদি না আসে কি কি করণীয়? সেই সমস্ত বিষয়েও সচেতনতা অবলম্বন করার কথা বলা হয়। এদিন সঞ্জীব সরকার জানান, 'শিশুরাই আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম। তাদেরকে যদি সুস্থ এবং সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলা না হয়, সেক্ষেত্রে দেশেরই ক্ষতি। ফলে তারা যাতে সঠিক সুরক্ষা ও পরিচর্যার মধ্যদিয়ে বড় হয় সেই বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে এমন সচেতনতার আয়োজন।'

প্রাণ বাঁচাতে অসহায়

প্রথম পাতার পর

কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিককে বলতে শোনা যায়, আমরা মরণবাঁচন অবস্থায় পড়েছিলাম। এত দুষ্কৃতি জড়ো হয়েছিল যে তারা আমাদের ইঁট পাথর ছুঁড়ে ভাগিয়ে দিয়েছে। আইনের রক্ষকরাই যখন দুষ্কৃতিদের তাণ্ডবে আঘাতপ্রাপ্ত হয় তখন প্রশ্ন ওঠে কাদের ওপরে ভরসা করবে সাধারণ মানুষ? মুড়ি–মুড়কির মতো পুলিশের দিকে উড়ে আসে ইট পাথর, বিভিন্ন দোকান এবং বাড়িতে ব্যাপক ভাংচুর চালায় দুষ্কৃতীরা। দুপুরের পর কলকাতা পুলিশ এবং জেলা পুলিশের একাধিক ঊর্ধ্বতন আধিকারিকরা পর্যাপ্ত পুলিশ এবং র‍্যাফ নিয়ে ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনার চেষ্টা করে। শুরু হয় মাইকিং। অন্যদিকে, রাজ্যের বিরোধী দলনেতা সংবাদ মাধ্যমে জানিয়ে দেয় যে মুর্শিদাবাদ, মোথাবাড়ি, ধুলিয়ান, সামসেরগঞ্জের পরে আবারো হিন্দু নিধন যজ্ঞ শুরু হয়েছে মহেশতলায়। তিনি অবিলম্বে ঘটনাস্থলে আধা সেনাবাহিনী মোতায়েন করার দাবি তোলেন। তিনি ভবানীভবনে ছুটে যান ডিজির সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু ডিজি উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও বিরোধী দলনেতার সঙ্গে দেখা করেননি। ঘটনাটি যেখানে ঘটেছে এলাকাটি মেটিয়াবুরুজ এলাকার। ওই কেন্দ্রের বিধায়ক আব্দুল খালেক মোল্লা সংবাদ মাধ্যমকে জানান, প্রথমদিকে পর্যাপ্ত পুলিশ না থাকায় কিছুটা অশান্তি হয়েছে পরবর্তী সময়ে পুলিশ এসে পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছে। এলাকার সাধারণ মানুষরা জানাচ্ছেন যদি পুলিশ প্রথম থেকে কড়া হাতে ঘটনার মোকাবিলা করত তাহলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেত না। এমনকী সাধারণ মানুষরা অভিযোগ করছেন তারা পুলিশকে দুষ্কৃতিদের দেখিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও পুলিশ সে অর্থে কোন ভূমিকা গ্রহণ করেনি। ঘটনার দিন সন্ধের পর থেকে ধীরে ধীরে কিছুটা হলেও পরিস্থিতি আয়ত্তে আসে। এলাকায় ভারতীয় ন্যায় সংহতীর ১৬৩ ধারা জারি করা হয়েছে। ঘটনার পরেরদিনও এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি। প্রচুর পুলিশ বাহিনী এলাকায় টহল দিচ্ছে। মাইকিং করা হচ্ছে একসঙ্গে যাতে ৫ জন বা তার অধিক জমায়েত না হয়। ইতিমধ্যেই ওই ঘটনার জেরে কলকাতা পুলিশ এবং ডায়মন্ডহারবার পুলিশ জেলা ইতিমধ্যে ৪০ জনকে গ্রেপ্তার করে ৭টি মামলা রুজু করেছে। ১২ জুন এক সাংবাদিক সম্মেলনে ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার সুপার রাহুল গোস্বামী জানান, এখন পরিস্থিতি আয়ত্তে আছে, পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনার দিন বজবজ থানার পুলিশ নবীনচনন্দ্র রায় নামে এক ব্যক্তিকে বোমা তৈরির বিস্ফোরক সহ আটক করেছে। পুলিশের অনুমান ঘটনার পেছনে কোনও রাজনৈতিক দলের উস্কানি আছে। ওই দিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার রবীন্দ্রনগরে তুলসী গাছ স্থাপন করার উদ্দেশে রওনা দিলে তাঁকে জিনজিরা বাজারের কাছে আটকে দেয় পুলিশ। পরে তিনি কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হন। সেখানে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে, পরে অবশ্য ছেড়েও দেওয়া হয়। অন্যদিকে, রাজ্যের বিরোধী দলনেতা বিধানসভায় হুলুস্থুল ফেলে দেয়। তুলসী গাছ সহ ৫০ জন বিধায়ককে নিয়ে রাজভবনের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। বর্তমানে রবীন্দ্রনগর–সন্তোষপুর এলাকায় পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে। তবে, একটা চাপা আতঙ্কও বিরাজ করছে এলাকায়।

৩২ হাজার চাকরিও কি যেতে বসেছে

প্রথম পাতার পর

এরই মধ্যে আবার নতুন করে ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি আদৌ থাকবে কিনা সে নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। ২০২৩ সালের ১৬ মে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গাঙ্গুলী সিঙ্গেল বেঞ্চে ঘোষণা করেছিলেন এই ৩২ হাজার চাকরি বাতিল হলো বলে। পরবর্তী সময়ে এই বিষয়টি ডিভিশন বেঞ্চে যায়। এদিন হাইকোর্টে ডিভিশন বেঞ্চের বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তী বলেন যে আপনারা তো আগে কোন মেধা তালিকা ওএমআর লিস্ট কিছুই প্রকাশ করেননি।। তখন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল বলেন না আমরা জেলা ভিত্তিক মেধা তালিকা প্রকাশ করেছিলাম তাই অ্যাপটিটিউড টেস্টে র কোন দরকার নেই। যদিও অনেকেই বলছেন এদিন এডভোকেট জেনারেল কার্যত ডিভিশন বেঞ্চের ২ বিচারপতিকে আদৌ খুশি করতে পারেননি তার যুক্তিতে। অভিযোগকারীদের আইনজীবী তরুণজ্যোতি তিওয়ারি ইতিমধ্যেই বলেছেন যে এসএসসির থেকেও প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রচুর বেআইনি কাজ হয়েছে এবং কোন ওএমআর শিট বা মেধাতালিকা প্রকাশ করা হয়নি এমনকী কিসের ভিত্তিতে বেসরকারি কোন সংস্থাকে মেধা তালিকা নির্মাণের দায়িত্ব দেওয়া হল তারও কোন তথ্য নেই। এসএসসির নিয়োগের ক্ষেত্রেও অনেকে আশা করেছিলেন যে সিঙ্গেল বেঞ্চের রায় ডিভিশন বেঞ্চ মানবে না বা কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের রায় সুপ্রিম কোর্ট বহাল রাখবে না কিন্তু শেষমেষ দেখা গিয়েছে যে সমস্ত রায়কেই মান্যতা দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট এবং এসএসসির ২৬ হাজার চাকরি বাতিল বলে ঘোষণা হয়েছে। তাই অভিজ্ঞ মহল মনে করছে এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা সেটা ৬ মাস লাগতে পারে ১ বছর লাগতে পারে দেড় বছর লাগতে পারে কিন্তু ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি বাতিল হবেই হবে। প্রসঙ্গত, শাসক দল এমনিতেই এসএসসির ২৬ হাজার চাকরি চলে যাওয়ায় বিড়ম্বনার মধ্যে পড়েছে এবং বিরোধীরা সকলেই রাজ্য সরকারের দিকে আঙুল তুলছে দুর্নীতির অভিযোগে। এখন এই পরিস্থিতিতে যদি বিধানসভা ভোটের আগে ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি চলে যায় তাহলে রাজ্য রাজনীতি আরো উত্তাল হবে তাই শাসক দল চাইছে কোনওরকমে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনটা পারাপার করতে তারপরে যা হয় হবে।

সুন্দরবন ধ্বংসের পথে : সমীক্ষা

প্রথম পাতার পর

বাংলাতে নয় সমগ্র দেশ তথা বিশ্বের এক অন্যতম আলোচ্য বিষয়।

পরিবেশ কে বাঁচিয়ে রেখে সুন্দরবন কে রক্ষা করা এক বিরাট চ্যালেঞ্জ বা লক্ষ্য। সহস্র শতাব্দীর এই সুন্দরবনের বাসিন্দাদের করুণ বেদনা যন্ত্রণা নিত্য সঙ্গীসাথী। বিশ্ব উষ্ণায়নের কবলে পড়ে সুন্দরবনের ১৯ টি ব্লক ধীরে ধীরে লোনা জলে নিমজ্জিত হতে চলেছে। এমনই রহস্য জনক ঘটনাই ভাবিয়ে তুলেছে সমগ্র সুন্দরবনের প্রাণী কুলকে।

আনুমানিক ১৭৭০ সালে সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকার জঙ্গল কেটে জনবসতি গড়ে তোলার পাশাপাশি চাষ–আবাদ শুরু করেছিলেন বাদাবনের বাসিন্দারা। যদিও জনবসতি গড়ে তোলার কয়েক বছর পর জলোচ্ছ্বাসে এবং প্রবল ভূমিকম্পে সুন্দরবনের বিভিন্ন ব্লকের মানুষ ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়েছিল বলে জানা যায়। তারপর ১৮২৮ সালে ব্রিটিশ ইষ্ট–ইন্ডিয়া কোম্পানি সুন্দরবনের বনাঞ্চল ও সম্পত্তি কে সরকারের নিজস্ব বলে ঘোষনা করেন। এরপর সাধারণ বাঁধ দিয়ে ছোট ছোট দ্বীপগুলিকে নিজেদের ইচ্ছেমতো ব্যবহার করতে থাকেন তাঁরা। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বাঁধ তৈরী হয়নি।

ফলে ২০০৯ সালের ২৫ মে বিধ্বংসী "আয়লা" র পর সুন্দরবনের নদীবাঁধের অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক। সমগ্র সুন্দরবনে ৩৫০০ কিলোমিটার নদী বাঁধের মধ্যে ৭৭৮ কিলোমিটার নদীবাঁধ প্রায় ধ্বংস হয়ে যায়। তারপর থেকেই অনবরত সুন্দরবনের বাদাবন ধ্বংস হওয়ায় ভূমিক্ষয় ও বাড়ছে। সুন্দরবনের অরণ্য ও নদী–নালা সহ বর্তমান মোট আয়তন ৯৬২৯.৯ বর্গ কিলোমিটার । অন্যান্য মিলিয়ে ৫৩৬৩.৪ বর্গ কিলোমিটার, আবার এর মধ্যে ৭,৮৭,৫০০ একর(২৩,৬২,৫০০ বিঘা) জমি কৃষিকার্য্যের। আর সুন্দরবনের বনাঞ্চল ও সংরক্ষিত এলাকার পরিমাণ ৪২৬৪ বর্গ কিলোমিটার। জলজঙ্গল নদী–নালা বেষ্টিত সুন্দরবনে প্রায় ৪০০ প্রজাতির গাছ ও অগাছা, অসংখ্য প্রজাতির মাছ, কাঁকড়া, পাখি, সাপ, জীবজন্তু দেখতে পাওয়া যায়। সুন্দরবনের মোট ১০২ দ্বীপের মধ্যে ৫৪ টি বিলুপ্ত প্রায়। রয়েছে মাত্র ৪৮ টি। আবার এর মধ্যে ঘোড়ামারা দ্বীপ বিলুপ্তির পথে পা বাড়িয়েছে।

১৮৭২ সালে সুন্দরবনে প্রথম জনগনণা শুরু হয়। সেই সময় জনসংখ্যা ছিল ২,৯৬,০৪৫ জন। আর বর্তমানে জনসংখ্যার বিস্ফোরণে জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৬০ লাখ। ১৯ টি ব্লক নিয়েগঠিত সুন্দরবন। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ১৩ টি ব্লক আর উত্তর ২৪ পরগণা জেলার ৬ টি ব্লক নিয়ে গঠিত এই বৃহত্তম ব–দ্বীপ সুন্দরবন(ভারত)। বুলবুল,ফণী,আম্ফান,ইয়াস এ ও ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে সুন্দরবন। ফলে আগামী দিনে সুন্দরবনের মানুষের জীবন জীবিকা নির্বাহ করতে বিশাল সমস্যার সম্মুখিন হতে হবে।

প্রতমত অর্থনৈতিক ভাবে বিপর্যস্ত নদীতে মাছ ধরতে যাওয়া মৎস্যজীবিরা, তারপর লোকালয়ে সুন্দরবনের রাজা দক্ষিণরায়ের (বাঘ) প্রায়ই আনাগোনা, এছাড়াও বিশ্বের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র সুন্দরবন কে বাঁচানোর দৃঢ় অঙ্গীকার।

সুন্দরবনের অধিকাংশ মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করেন। বর্তমানে জীবন জীবিকার সন্ধানে অধিকাংশ মহিলা পুরুষ অন্যরাজ্য পাড়ি দিয়ে চলে যাচ্ছেন। আবার জনসংখ্যাও কালক্রমে দ্রুত হারেই বেড়ে চলেছে। সমগ্র সুন্দরবনের জমি এক ফসলি চাষের জন্য প্রকৃতির উপর নির্ভর করা ছাড়া কোন উপায় নেই! গভীর নলকূপ বসানো কোথাও সম্ভব নয়। সবই লবণাক্ত জল যা কিনা চাষের পক্ষে ক্ষতিকর! যার জন্য বৃষ্টির উপর নির্ভর করতেই হয়। সুন্দরবনে মানুষের জীবন জীবিকা নির্বাহের জন্য ছোট বড় মাঝারি শিল্প প্রয়োজন। সুন্দরবন উন্নয়ণ পর্ষদের সৌজন্যে আজ সুন্দরবনের বিভিন্ন দ্বীপের মধ্যে সংযোগ ঘটেছে সেতুর মাধ্যমে,জ্বলছে বিদ্যুতের আলো।

বিশিষ্ট পরিবেশবিদ এবং বিঞ্জানীদের দাবী পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যত সুন্দরবনের হাতে! তাই একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে আমাদের (সুন্দরবনের বাসিন্দাদের) কোন কিছু প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মূখীন হতে হলে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য কোন জেলা রক্ষা পাবে না। অন্যদিকে আবার বিশিষ্ট গবেষক বিঞ্জানীদের ধারণা সুন্দরবনের উপর আবারও বড় বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগ যে কোন মুহূর্তে আছড়ে পড়তে পারে।

ফলে আগামী দিনে সুন্দরবন কে যাতে ভয়াবহ পরিস্থিতির হাত থেকে বাঁচানো যায় তার জন্য অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে সুন্দরবনের বাসিন্দা এবং দেশের রাজনৈতিক, সমাজকর্মী,গবেষক এবং বিঞ্জানীদের এগিয়ে আসা প্রয়োজন। নচেৎ আর্ন্তজাতিক মানের পর্যটন কেন্দ্র সুন্দরবনের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী এবং একদিন বিশ্ব মানচিত্র হতে লুপ্ত হয়ে সলিল সমাধি ঘটবে! পৃথিবীর নবপ্রজন্মের কাছে শুধুই পড়ে থাকবে সুন্দরবনের ইতিহাস।

মল্লিকঘাট ফুলবাজারের আধুনিকীকরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থা মল্লিকঘাট ফুলবাজারের আধুনিকীকরণের পরিকল্পনা করছে। পৌরসংস্থা ও রাজ্য উদ্যান পালন দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে হুগলি নদীর তীরে হাওড়া ব্রিজ সংলগ্ন ফুল বাজারে

এই প্ল্যান্ট তৈরি করা হবে। সেই প্ল্যান্টে নষ্ট হয়ে যাওয়া ফুল থেকে ধূপকাঠি, পারফিউম, জৈব সার, আবিরসহ আরও একাধিক জিনিস তৈরি করা হবে।

ট্রেনে করে প্রতিদিন ভোরে বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল থেকে চাষিরা মল্লিকঘাট ফুলবাজারে এসে ফুল বিক্রি করেন। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায়, বিক্রি না হওয়া বা শুকিয়ে যাওয়া ফুল কলকাতা পৌরসংস্থার জঞ্জাল অপসারণ দপ্তর সংগ্রহ করে ধাপায় ফেলে আসে। জঞ্জাল অপসারণ দপ্তরের তথ্য বলছে, নিত্য প্রায় দু'লরি শুকিয়ে যাওয়া ফুল ধাপায় ফেলা হয়। এই ফুল থেকে যাতে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রী তৈরি করা যায়, কলকাতা পৌরসংস্থা সে বিষয়ে খতিয়ে দেখছে। ইতিমধ্যে রাজ্য হর্টিকালচার দপ্তরের সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে গিয়েছে। প্রসেসিং প্ল্যান্ট তৈরি করার জন্য কয়েকটি সংস্থার কাছে আবেদনপত্র চাওয়া হয়েছে। সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, প্ল্যান্টটি কোনও বেসরকারি সংস্থা চালাবে। কলকাতা পৌরসংস্থা তদারকির কাজ করবে।

বেআইনি নির্মাণ চিহ্নিতকরণে অভিনব পদক্ষেপ

বরুণ মণ্ডল : কলকাতা পৌরসংস্থা 'অন স্পট' বেআইনি নির্মাণ চিহ্নিতকরণে অভিনব পদ্ধতি চালু করল। মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম সম্প্রতি জানিয়েছেন, প্রতিটি নির্মাণস্থলের সামনে সেটা ব্যক্তিগত বাড়ি হোক বা ফ্ল্যাট বাড়ি হোক সব ক্ষেত্রেই ওই নির্মাণ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সম্বলিত বোর্ড লাগাতে হবে। পৌরসংস্থার তরফে এ সংক্রান্ত নির্দেশিকাও জারি হয়েছে। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, নির্মাণ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য, যেমন : মালিক, প্রোমোটার বা ডেভেলপারের নাম, ঠিকানা ও প্রেমিসেস নম্বর, ওয়ার্ড নম্বর, প্ল্যান নম্বর তারিখসহ, তল সংখ্যা, মোট ক্ষেত্রমাণ, আর্কিটেক্ট বা

সিভিল ইঞ্জিনিয়ার নাম ইত্যাদি নির্দিষ্ট মাপের বোর্ডে লিখে নির্মীয়মাণ ভবনের গায়ে ঝোলানো বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে ওই বোর্ডে একটি কিউয়ার কোর্ড রাখতে হচ্ছে যা বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদনের সময় পৌরসংস্থা থেকে সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে দেওয়া হচ্ছে, সেটা স্ক্যান করলেই খুব সহজেই ওই নির্মাণ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় সামনে চলে আসবে। কেউ নিয়ম না মানলে সেই নির্মাণ অবৈধ বলে গণ্য করা হবে এবং পৌরসংস্থা কাজ বন্ধের নোটিশ লাগাবে।

কলকাতা পৌর এলাকার আওতাধীন নির্মাণ সাইট গুলিতে বায়ুদূষণের সঙ্গে শব্দদূষণ পর্যবেক্ষণের জন্য, সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের (ডব্লুবিপিসিবি) পরামর্শ অনুসারে সেন্সরিং ভিত্তিক 'এয়ার কোয়ালিটি মনিটরিং সিস্টেম' লাগিয়ে নিয়মগুলি মেনে চলার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। একই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবেশ দপ্তরের নির্দেশিত নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য নির্মাণাধীন সাইট গুলির স্টকহোল্ডারদের জরিমানা করা হয়েছে। এছাড়া সমস্ত প্রোমোটার বা ডেভেলপার নির্মাণ ও ধ্বংসজাত বর্জ্য কলকাতার নিউটাউনের পাথরঘাটায় পুনর্ব্যবহারযোগ্য বস্তুতে পরিণত করার প্ল্যান্টে নিয়ে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে ২ কাঠা থেকে ৩ কাঠা জায়গার মধ্যে বসবাস সম্বন্ধীয় ভবন নির্মাণের জন্য অনুমোদন প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষের সুবিধের কথা ভেবে বিদ্যমান অনুমোদন ফি–এর হার ৫০ শতাংশ কমানো হয়েছে। যদিও এই ফি'এর পরিমাণ কখনোই ২ কাঠা জমির পরিমাপ পর্যন্ত নির্ধারিত ফি'র তুলনায় কম হবে না। এই সমস্ত পদক্ষেপের কারণে শহর কলকাতায় বেআইনি নির্মাণ তৈরির প্রবণতা অনেকাংশে কমবে বলে মনে করছে অভিজ্ঞ মহল।

বার্তা

তৃপ্তি : ৯ জুন কালীঘাট মন্দির প্রাঙ্গনে শ্রীগুরু সঙ্ঘের কালীঘাট শাখার উদ্যোগে পথযাত্রীদের জন্য জলছত্র। **ছবি : সুমন সরদার**

স্নানযাত্রা : দুধ, গঙ্গা জল ও মধু দিয়ে মাহেশে চলছে শ্রীজগন্নাথের স্নান। **ছবি : মলয় সুর**

বিপজ্জনক : সিউড়ি সরকারি বাসস্ট্যান্ডের সামনের রাস্তায় ভয়াবহ হাইড্রেন। **ছবি : অভীক মিত্র**

কলকাতায় গড়া হল স্ট্যাচু কমিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌর এলাকায় মূর্তি স্থাপনের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় উদ্যোক্তারা নিয়মকানুনের তোয়াক্কা না করে ফুটপাতের ওপর মূর্তি স্থাপন করেন। নিয়মানুযায়ী কোথাও মূর্তি বা স্মৃতিস্তম্ভ বসাতে কলকাতা পৌরসংস্থার অনুমোদন প্রয়োজন। সেই কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে কলকাতা পৌরসংস্থা 'স্ট্যাচু কমিটি তৈরি করল। সুতরাং এই কমিটিতে কে কে আছে? পৌরসংস্থা সূত্রে খবর, কমিটিতে মেয়র পারিষদ(উদ্যান), অতিরিক্ত পৌর মহাধ্যক্ষ, পৌর সচিব ছাড়াও আছেন সিভিল, উদ্যান, আলোকায়ন, জল সরবরাহ, পরিবেশ ও ঐতিহ্য দপ্তরের ডিরেক্টর জেনারেল(ডি জি), চিফ ভ্যালুয়ার অ্যান্ড সার্ভেয়ার।

কলকাতা শহরের 'পাবলিক প্লেসে'র কোথায় কোথায় মূর্তি স্মারক, স্মৃতিস্তম্ভ বসানো যাবে সে বিষয়ে এই কমিটি সিদ্ধান্ত নেবে। পৌর আধিকারিকদের একাংশের বক্তব্য, পৌরসংস্থার উদ্যান, ফুটপাত, আইল্যান্ড হোক বা অন্য সরকারি জমি, যেকোনও মূর্তি বসিয়ে এলাকা দখলের প্রবণতা এক শ্রেণির অসাধু ব্যক্তিদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। এই বেআইনি কাজ রুখতে কলকাতা পৌরনিগম আইন, ১৯৮০ – র ৩৭১ সহ একাধিক ধারার সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। ৩৭১ ধারায় পৌর মহাধ্যক্ষের অনুমতি ছাড়া ফুটপাত বা পথচারীদের চলাচলের জায়গায় মূর্তিসহ স্থায়ী বা অস্থায়ী কোনওরকমের কাঠামোই বসানো যাবে না। পৌরসংস্থা সূত্রে জানা যাচ্ছে, প্রস্তাবানুযায়ী, শহরের কোথাও মূর্তি বসাতে হলে প্রথমে পৌর কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাতে হবে। চিঠিতে মূর্তির নকশা, কোথায় সেটি বসানো হবে তার বিস্তারিত তথ্য, যাঁর মূর্তি বসবে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী, মূর্তি বসানো ও সেটির রক্ষণাবেক্ষণের অর্থের উৎস কী?–ওই চিঠিতে সেসব উল্লেখ করতে হবে। সেই সঙ্গে মূর্তির ভাস্করের নাম, কীসের তৈরি মূর্তি (ব্রোঞ্জ, ফাইবার, না অন্য কিছু), যাঁর মূর্তি বসবে, তাঁর জন্ম দিন ও মৃত্যু দিন পালনের 'ঘোষণা'ও ওই আবেদনপত্রের সঙ্গে দিতে হবে। আবেদনপত্র জমা পড়ার পরে পৌরসংস্থার রাস্তা, জল সরবরাহ, আলোকায়ন দপ্তরের একটি দল প্রস্তাবিত এলাকা পরিদর্শনে যাবে। ওই কমিটি সংশ্লিষ্ট এলাকার ফুটপাত কতটা চওড়া, সেখানকার ভূগর্ভস্থ পাইপলাইনের অবস্থা কেমন – সব বিষয়ে তথ্য নেবে। একই সঙ্গে এলাকার কোনও ভবনের প্রবেশপথ বা বাহির পথের কতটা কাছে মূতি বসানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, তা পথচারীদের চলাচলের বাধার সৃষ্টি করবে কী না, তা–ও কমিটির সদস্যরা দেখবে। সব শেষে পুরো তথ্য রিপোর্ট আকারে মূর্তি বসানোর অনুমতি দেওয়ার জন্য গঠিত কমিটির কাছে পেশ করতে হবে। কমিটি মূর্তি বসানোর প্রস্তাব যথাযথ মনে করলে তা মেয়র পারিষদের বৈঠকে পেশ করা হবে।

মূর্তির রক্ষণাবেক্ষণ কারা করবেন? মূর্তি রক্ষণাবেক্ষণে দায়িত্ব স্থাপনকারী ব্যক্তি বা সংস্থাকে নিতে হবে। এরজন্য পৌর কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁদের মুচলেখা দিতে হবে।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা খাতে আয় বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে আয় বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ২০২৪–২৫ অর্থবর্ষে এই খাতে আয় প্রায় ১০৮ শতাংশ রাজস্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২২–২৩ অর্থবর্ষের নিরিখে দেখলে এই বৃদ্ধি হার প্রায় ৯৭৫ শতাংশ। এই সাফল্য কলকাতা পৌরসংস্থার ইতিহাসে সর্বকালীন রেকর্ড বলে জানাচ্ছেন পৌরকর্তারা। এ সংক্রান্ত রিপোর্টও ইতিমধ্যে পৌর মহাধ্যক্ষের কাছে জমা পড়েছে। বিশেষজ্ঞ মহলের বক্তব্য মূলত, বেসরকারি ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে জঞ্জাল করের সঙ্গে ট্রেড লাইসেন্সকে (সার্টিফিকেট অব এনলিস্টমেন্ট) যুক্ত করে দেওয়ার ফলেই এই সাফল্য।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কলকাতা শহরের বিভিন্ন ছোটো–বড়ো খাবারের দোকান, হোটেল, পানশালা, রেস্তরাঁ, বেসরকারি হাসপাতালসহ বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের রোজকারের জঞ্জাল কলকাতা পৌরসংস্থার জঞ্জাল অপসারণ দপ্তর সংগ্রহ করে। সেজন্য নির্দিষ্ট হারে জঞ্জাল অপসারণ কর নেওয়া হয়। প্রসঙ্গত, বছর তিনেক হল, জঞ্জাল অপসারণ করের সঙ্গে ট্রেড লাইসেন্স (সার্টিফিকেট অব এনলিস্টমেন্ট) যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ বছরের শুরুতে বাণিজ্যিক কেন্দ্র গুলিকে ট্রেড লাইসেন্সের নবীকরণের টাকার সঙ্গে জঞ্জাল অপসারণ করও মেটাতে হচ্ছে।

এক পৌর আধিকারিক জানান, 'আগে অনেক সংস্থাই জঞ্জাল অপসারণ করের টাকা দিতে টিলেমি করতো। কেউ কেউ বছরের পর বছর ধরে এই খাতের টাকা পৌরসংস্থাকে মেটাতো না। এসব কারণে পৌরসংস্থার কাছে বড়ো অঙ্কের টাকা বকেয়া পড়েছিল। এর ফলে কলকাতা পৌরসংস্থার আয় বৃদ্ধিতেও ব্যাঘাত ঘটছিল। এই সমস্যা সমাধানে লাইসেন্সের সঙ্গে জঞ্জাল অপসারণ করের টাকা যুক্ত করা হয়েছে। তার সুফল বর্তমানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বর্তমানে জঞ্জাল অপসারণ এবং ট্রেড লাইসেন্সের টাকা এক সঙ্গে দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বর্জ্য অপসারণ কর না দিলে লাইসেন্স পুনর্নবীকরণ করা যাবে না। ফলে ব্যবসায়ীরা স্বাভাবিকভাবেই এই খাতে করের টাকা মেটাতে উদ্যোগী হচ্ছেন।

বর্ষায় শহরের বাতিস্তম্ভের সুরক্ষা প্রশ্নের মুখে

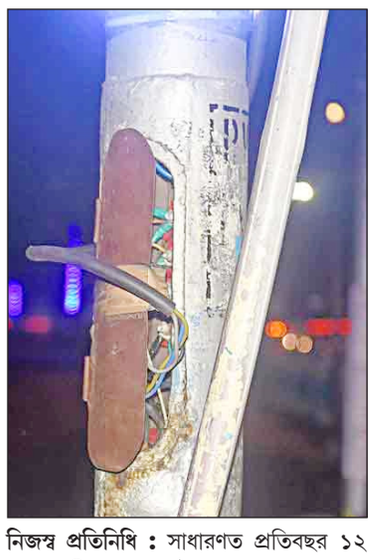

নিজস্ব প্রতিনিধি : সাধারণত প্রতিবছর ১২ জুনে দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা প্রবেশ করে। এবার হয় তো বেড়ে ২০ থেকে ২১ জুন হয়ে যাবে। আর সেই দিকে লক্ষ্য রেখে কলকাতা পৌরসংস্থা সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে ফেলছে। বর্ষায় দুর্ঘটনা এড়াতে শহরের বিভিন্ন রাস্তায় ত্রিফলা বৈদ্যুতিক স্তম্ভ সাময়িক ভাবে না জ্বালানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। আলোকায়ন ও বিদ্যুতায়ন দপ্তরের মেয়র পারিষদ সন্দীপ রঞ্জন বক্সি বলেন, 'কলকাতা পৌর এলাকার বিভিন্ন রাস্তায় প্রায় ৬৪ হাজার ত্রিফলা বাতিস্তম্ভ আছে। এই সব বাতিস্তম্ভ থেকে কোনওরকম দুর্ঘটনা ঘটুক এটা কেউ চায় না। তাই রাস্তায় বসানো ত্রিফলাগুলি বর্ষায় জ্বালানো হবে না।

এদিকে, কলকাতা পৌরসংস্থা বর্ষা শুরুর আগে শহরের বাতিস্তম্ভগুলি রক্ষণাবেক্ষণের কাজে জোর কদমে নেমে পড়েছে। বহু জায়গায় বাতিস্তম্ভগুলি মাটি থেকে উপরের দিকে ৭ ফুট কভার দিয়ে ঢেকে ফেলার কাজ হচ্ছে। বর্তমানে কলকাতা পৌরসংস্থার আওতাধীন প্রায় ৩ লক্ষ আলোকস্তম্ভ আছে। বর্ষার আগে এগুলি আর্থিং করা হচ্ছে। বাতিস্তম্ভের সংযোগ রক্ষাকারী বক্সগুলি আধুনিক ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হচ্ছে। আগে এগুলি সেলোটেপ দিয়ে মোড়া হত। কিন্তু বহুদিন রোদে–জলে থেকে তা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সেই সমস্যা সমাধানে নতুন কভারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া শহরের কোথায় কোন গলিতে বাতিস্তম্ভগুলি বিক্ষিপ্তভাবে জ্বলছে, বা কোথায় বাতিস্তম্ভ কম আছে, বা নেই– তা পরিদর্শনের জন্য প্রতি সপ্তাহে আলোকায়ন ও বিদ্যুতায়ন দপ্তরের কর্মীরা এলাকা ঘুরে দেখছেন। ঠিকানাসহ বাতিস্তম্ভের তথ্য নথিবদ্ধ করা হচ্ছে। সেই নথি ঊর্ধ্বতন আধিকারিকের কাছে নিয়মিত জমা হচ্ছে।

এবিষয়ে আলোকায়ন দপ্তর মেয়র পারিষদ সন্দীপ রঞ্জন বক্সি বলেন, 'বর্ষার আগে ইলেকট্রিক পোস্টগুলিকে মাটি থেকে ওপরে ৭ ফুট কভার দিয়ে ঢেকে দেওয়া হচ্ছে। এতে দুর্ঘটনার প্রবণতা অনেকাংশে কমবে। কোনও কারণে ল্যাম্পপোস্টে হাত লাগলেও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকবে না। এছাড়া বর্ষার জল জমে যেসব এলাকায়, সেখানে আলোক পোস্টগুলিতে বিপজ্জনক বোর্ড লাগানো হচ্ছে। এছাড়াও যেখানে আলোকস্তম্ভগুলি বৃষ্টির জমা জলের নীচে চলে যায়, সেখানে অন্তত ৩ ফুট ওপরে জয়েন্ট বক্সগুলি তুলে আনা হচ্ছে। কোনও তার ঝুলে না থাকে সেইজন্য গলি থেকে রাজপথ জরিপ করা হচ্ছে। পুরনো বাড়ির গায়ে ঝুলে থাকা বিদ্যুতের তার খুলে নেওয়ার জন্য বাড়ির মালিককে নোটিশ ধরানো হচ্ছে। এছাড়াও ১৪৪টি ওয়ার্ড ৪ মাস ধরে সচেতনতামূলক প্রচার চালানো শুরু হয়েছে। আগামীদিনে এই সতর্কতামূলক কাজগুলি চলতে থাকবে।'

পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে শহরে তৈরি হচ্ছে ২১টি বুস্টার স্টেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা শহরবাসীকে পর্যাপ্ত পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহের উদ্দেশ্যে বর্তমানে ৭৭টি বুস্টার পাম্পিং স্টেশনের মাধ্যমে কলকাতায় পরিশোধিত পানীয় জল সরবরাহ করা হচ্ছে। কিন্তু তাতেও ঘাটতি থেকে যাচ্ছে লক্ষ্য করে কলকাতা পৌর এলাকার বিভিন্ন ওয়ার্ডে নতুন করে ২১টি বুস্টার পাম্পিং স্টেশন তৈরির কাজ চলছে। আবার নতুন করে আরও ১৯টি বুস্টার পাম্পিং স্টেশনের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। সেগুলিরও একটির পর একটি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হচ্ছে। এদিকে শুধু বুস্টার পাম্পিং স্টেশন তৈরিই নয়, পরিশোধিত জল সরবরাহের জন্য পুরনো জলের পাইপ বদলেরও সিদ্ধান্ত নিয়েছে পৌর জল সরবরাহ দপ্তর। পৌর আধিকারিকরা জানাচ্ছেন, এই অত্যাধুনিক পাইপ বসানোর কাজ শেষ হলে কলকাতায় জলের দূষণ–মাত্রাও কমবে। পানীয় জলের মান আরও ভালো হবে। এখন পৌর এলাকায় পরিশোধিত জল সরবরাহের নেটওয়ার্ক সবমিলিয়ে ১২ হাজার কিলোমিটার বিস্তৃত। নতুন নেটওয়ার্কের কাজ শেষ হলে, তা ২২ হাজার কিলোমিটার পৌঁছবে। এরকমই একটি ১০ জুনের সন্ধ্যায় বেহালার ১২৬ নম্বর ওয়ার্ডের ক্ষুদিরাম পল্লিতে ৫৯.০২ লক্ষ লিটার ক্ষমতা সম্পন্ন সেমি–আন্ডারগ্রাউন্ড রিজার্ভার কাম কল্যাণ নগর বুস্টার পাম্পিং স্টেশন নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন মহানাগরিক জল সরবরাহ দপ্তর মেয়র পারিষদ ফিরহাদ হাকিম। সঙ্গে বরো ১৪–র অধ্যক্ষ সুদীপ পোল্লে, স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধি ঘনশ্রী বাগ, জল সরবরাহ দফতরের নতুন ডি জি অনিন্দ্য কুমার ঘোষ সহ অন্যান্য আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

আমাদের শিক্ষাঙ্গন

নারী শিক্ষায় দিশারী বিদ্যানগর বালিকা বিদ্যালয়

রঞ্জনা মণ্ডল মুখার্জী

সমাজে নারীশিক্ষার আদর্শকে সামনে রেখে নিরলসভাবে শিক্ষাদানে ব্রতী রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর ২ নং ব্লকের অন্তর্গত বিদ্যানগর বালিকা বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা এনাক্ষী মণ্ডলের বিবরণীতে উঠে এল বিদ্যালয়ের গৌরবময় ইতিবৃত্ত।

বিদ্যালয়ের গোড়াপত্তনের ইতিহাস : ১৯৫৩ সালের পূর্বে এই অঞ্চল সে শ্যামদাস নামে পরিচিত ছিল। যেখানে বসবাস করত মূলত অশিক্ষিত, দারিদ্র্যক্লিষ্ট, কৃষিনির্ভর জনগোষ্ঠী, গুজরাটের শিক্ষানগরী 'বিদ্যানগর' এর আদলে এক নবজাগরণের স্বপ্নে বিভোর হয়ে স্বর্গীয় ধীরেন্দ্রনাথ বেরা ও স্বর্গীয় যুগল চরণ সাঁতরা এ অঞ্চলের নতুন নামকরণ করেন 'বিদ্যানগর'। প্রতিষ্ঠা করেন বিদ্যানগর শিক্ষা সংসদ – যা পরবর্তীতে নার্সারি থেকে কলেজ পর্যন্ত এক সুদৃঢ় শিক্ষাস্তম্ভ রূপে আত্মপ্রকাশ করে। সেই ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফসল হিসাবে ১৯৫৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বিদ্যানগর বালিকা বিদ্যালয়। ১৯৬২ সালে উচ্চমাধ্যমিক শাখা সংযোজিত হয়। ১৯৬৪ সালে বিদ্যালয়টি স্থানান্ত স্থানান্তরিত হয় নিজস্ব ভবনে। বর্তমানে এই বিদ্যালয়ে পাঠরত ছাত্রী সংখ্যা ২ হাজারের কাছাকছি।

বিদ্যালয়ের পঠনীয় বিষয় ও সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী : পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত এই বিদ্যালয়ে মাধ্যমিক বিভাগের পাশাপাশি উচ্চমাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান ও কলা বিভাগে মোট ১৫টি বিষয়ে শিক্ষা দান করা হয়। আইসিটি ল্যাবে কম্পিউটার শিক্ষাদানের পাশাপাশি স্মার্ট ক্লাসরুমে স্মার্ট বোর্ডের সাহায্যে ছাত্রীদের অডিও ভিস্যুয়াল পদ্ধতিতে বিষয় ভিত্তিক পাঠদান করা হয়। শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য শরীর চর্চা, যোগব্যায়াম, অঙ্কন, হস্তশিল্প, সঙ্গীত, স্টোরি টেলিং ক্লাসের ব্যবস্থা রয়েছে। শনিবার ছুটির পর ইচ্ছুক ছাত্রীদের এনসিসি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে।

বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা জেলা এবং রাজ্যস্তরের বিবিধ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহড় করে নানা পুরস্কার পেয়ে থাকে। সমগ্র শিক্ষা মিশন আয়োজিত কলা উৎসবে প্রতিবছরই ছাত্রীরা নানা পুরস্কারে পুরস্কৃত নয়। ২০২৪–২৫ কলা উৎসবে ছাত্রীরা থিয়েটারে জেলাস্তরে প্রথম এবং রাজ্যস্তরে দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করেছে। বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের কেরিয়ার কাউন্সিলিং লিগ্যাল অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম ও সাইবার অ্যাওয়ানেস প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

ন্যাশনাল এডুকেশন পলিশি অনুসারে শিক্ষার পরিবেশ হবে আনন্দময়, তাই জানুয়ারি মাসে শিক্ষাবর্ষের শুরুতে স্টুডেন্ট'স সপ্তাহ সে মাসে গরমের ছুটিতে সামার ক্যাম্প ৫০, আয়োজন করা। যেখানে পাঠ বহির্ভূত বন্ধু বিষয়ে ছাত্রীরা সমৃদ্ধ সমৃদ্ধ হয়। Art & Craft, story telling, Elocution, Spoken English, Fun Games, News Reading, Food Festival, Vision Board, Yoga Meditation, Cultural Programme. Anchoring ইত্যাদি নানামুখী কার্যক্রম যা তাদের সৃজনশীলতা, নেতৃত্ব দানের দক্ষতা এবং আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এইসব ক্যাম্পে প্রতিটি বিভাগে দক্ষ প্রশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ছাত্রীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় এবং শেষে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মূল্যায়ন ও পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়। উল্লেখ্য ২০২৫ সালে ৫ থেকে ৮ মে বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে এই সামার ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্রীদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের লক্ষ্য ও পদক্ষেপ

শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানসিক ও চারিত্রিক গুণাবলী বিকাশের জন্য বিদ্যালয় দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। বিদ্যালয়ের ৪টি হাউস (সরোজিনী নাইডু, মাদার টেরেসা, কাদম্বিনী গাঙ্গুলী এবং কোম রোকেয়া হাউস) সারাবছর ব্যাপী বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নে অংশগ্রহণ করে থাকে।

বিদ্যালসের কন্যাশ্রী ক্লাব 'অহেনজিত' নানান কর্মশালার মাধ্যমে নারী সুরক্ষা ও নারীর আত্মচেতনা উন্মেষে কাজ করে চলেছে। বিদ্যালয়ের মিড ডে মিল ক্যাবিনেট 'ঐশিনী'র ছাত্রীরা দায়িত্বের সঙ্গে মধ্যাহ্নকালীন ভোজন তদারকি করে থাকে।

স্কুল হেলথ প্রোগ্রামের অন্তর্গত বিদ্যালয়ের 'PEER EDUCATOR' ছাত্রীরা তাদের সহপাঠী বন্ধুদের মানসিক ও শারীরিক অস্বচ্ছন্দতা প্রতিকারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে থাকে।

বিদ্যালয়ে নারীর সম্মান সুরক্ষায় সদাসর্তক দায়িত্ব পালন করে 'বিশাখা কমিটি'।

এছাড়াও, পরিবেশ সচেতনতা, ডেঙ্গু সর্তকতা, প্লাস্টিক বর্জন ইত্যাদি বিভিন্ন সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ শুর থাকে।

বিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ পরি পারি কল্পনা ভবিষ্যতে উচ্চমাধ্যমিকে বাণিজ্য শাখা অন্তর্ভুক্তিকরণের সঙ্গে বৃত্তিমূলক শিক্ষার (বিউটি অ্যান্ড ওয়েলসের, হেল্‌থ কেয়ার, ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ইত্যাদি) পরিকল্পনা রয়েছে। বিদ্যালয়ে 'স্কাই ওয়াচ' ক্লাব প্রতিষ্ঠা ও বাস্কেটবল টিম পুনর্গঠনের পরিকল্পনা শুরু করা হয়েছে। সমস্ত রকম স্কলারশিপের পাশাপাশি POOR FUND থেকে দুঃস্থ মেধাবী ছাত্রীদের সাহায্য করা হয়ে থাকে। এছাড়াও PRIZE FUND থেকে প্রতিবছর কৃতি ছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হয়।

২০১৫ সালের 'নির্মল বিদ্যালয়' পুরস্কার প্রাপ্ত এই বিদ্যালয়কে ভবিষ্যতে প্লাস্টিক মুক্ত বিদ্যালয়ে পরিণত করার দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ কর্তৃপক্ষ।

প্রধান শিক্ষিকা বলেন, বিদ্যানগর বালিকা বিদ্যালয়ের এই সব ধারাবাহিক সুনামের মূলে রয়েছেন, বিদ্যালয়ের দায়িত্বশীল সহশিক্ষিকাগণ ও পরিচালন সমিতির সদস্যগণ। বিদ্যালয়ের 'লোগো' অর্থাৎ প্রতীকে খোদিত বাণী 'আলো দিয়ে জ্বেলে তোল আলো' এই বিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ডের মূল মন্ত্র এবং প্রধান শিক্ষিকা এনাক্ষী মণ্ডলের সুযোগ্য পরিচালনায় বিদ্যালয় তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। সকল শুভানুধ্যায়ীদের সম্মিলিত প্রয়াসে শিক্ষাঙ্গণ সমৃদ্ধ হয়ে চলেছে। তার প্রতিফলন ধ্বনিত হয় বিদ্যালয় সংগীতেও।

''বিদ্যানগর, বিদ্যানগর
এই আমাদের ঘর।
রঙিন আশার স্বপন ঘেরা
সব সেরা সুন্দর।''

পুস্তক সমালোচনা

কবির স্বগত উচ্চারণ

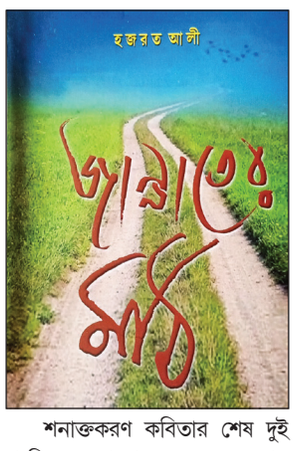

বিধান সাহা : ৮২টি কবিতা নিয়ে হজরত আলীর নতুন কাব্যগ্রন্থ 'জান্নাতের মাঠ'। গ্রন্থের ভূমিকা রচনা করেছেন আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সাইফুল্লা। সুদীর্ঘ রচনায় তিনি গ্রন্থটির বিষয়বস্তুকে তুলে ধরেছেন। আলোচনার শেষ পর্বে তিনি বলেছেন, কবিতা পংক্তি কিংবা কবিতা ধ্বনি যদি পাঠককে আশ্রয় দেওয়া অপেক্ষা তাকে অধিকতর তাড়িত করে তবে যে অপ্রিয় অবস্থা তৈরি হয় এখন তার শিকার পাঠকদের অনেকেই। জান্নাতের মাঠ–এর কবি সেদিক থেকে পাঠকের জন্য নিশ্চিত চাদর বিছিয়ে দেন; শব্দ এখানে স্নিগ্ধতর আবরণে সতত আবৃত করে তার প্রিয় পাঠককে।

গ্রন্থের প্রথম কবিতা অলৌকিক আলোর ঝলকানিতে। ২০ পংক্তির প্রথম পংক্তি প্রতিদিন ভাঙছে বাতাস পাঠককে সচকিত করে। শেষ পংক্তিতে এক অনন্ত সত্যের জিজ্ঞাসা চিহ্ন উঠে আসে শাশ্বত সত্য কি পথ হারাবে নতুন করে? শনাক্তকরণ কবিতার শেষ দুই পংক্তিতে ধরা পড়েছে এক অমোঘ জিজ্ঞাসা —আজ আমাদের সময় এসেছে মানুষ চেনার,/ সত্য জানার, বন্ধু আমাদের কারা?

গ্রন্থের নাম কবিতা জান্নাতের মাঠ। ২টি পর্বে বিভক্ত ২৯ পংক্তির কবিতা। হালফিলের সমাজের পরিবর্তনের চিত্র ধরা পড়ে কবিতটিতে। কবির কণ্ঠে ফুটে ওঠে অসহায় আর্তি— হে মালিক, জান্নাতের মাঠ আর কতদূর!

নানা বিষয় ভাবনায় এক একটি কবিতা রচিত হয়েছে। কবিতার ভুবন নির্মাণে কবির আত্মস্বর, কবির স্বগত উচ্চারণ, কবির মনোবেদনা শব্দ চয়নে যত্নশীল হয়েছে। বন্ধু, সখা, মালিক, ঈশ্বর—এঁদের কাছে কবি নিজের কথা তুলে ধরেছেন কয়েকটি কবিতায়। মাঠ, যাবার বেলায়, আলো, জীবন, সাঁকো, সামনে দাঁড়াও, ভোর, ভয়, বাউল, নিষ্কৃতি—কবিতাগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠেছে।

গ্রন্থের শেষ কবিতা কবি জয়নাল আবেদিনকে উদ্দেশ্য করে রচিত। ১৪ পংক্তির এই কবিতাতে প্রাণের আকুতি ধরা পড়েছে অতি সহজে– সবুজ করো বিবর্ণ পাতাহীন গাছ/ জোয়ারের বারিধারা বয়ে আনো/ জীবন নদীতে।"

কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি পাঠককে ভাবায়, কবিতার ভাবলোকে নিয়ে যেতে সহায়তা করে। এখানেই কবির রচনার সার্থকতা।

সাধন পাত্রের প্রচ্ছদ ব্যঞ্জনাময়। গ্রন্থের ছাপা অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন।

● জান্নাতের মাঠ – হজরত আলী। প্রকাশক: রামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, আনন্দম, চাপড়া, বাঙালঝি, নদিয়া। মূল্য –১০০ টাকা।

বাখরাহাট সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে

রবীন্দ্র–নজরুল জন্মজয়ন্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৮ জুন দক্ষিণ শহরতলীর বিষ্ণুপুর ২ নম্বর ব্লকের বাখরাহাট সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে রবীন্দ্র ও নজরুল জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে হয়ে গেল 'সবার হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথ চেতনাতে নজরুল' শীর্ষক অনুষ্ঠান।

উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলিপুর বার্তা পত্রিকার কার্যনির্বাহী সম্পাদক এবং দেশলোক পত্রিকার সম্পাদক প্রণব গুহ। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে তিনি অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'দিন দিন রবীন্দ্র নজরুল জন্মোৎসব অনুষ্ঠান কমে যাচ্ছে আমাদের বাংলায়। বাখরাহাট সংস্কৃতি পরিষদ এই ধরনের একটি উদ্যোগ নেওয়ায় অত্যন্ত খুশি হয়েছি। আগামী দিনে রবীন্দ্র এবং নজরুল প্রসঙ্গে আরো চিন্তাভাবনা বাড়াতে এই ধরনের অনুষ্ঠান করা উচিত।' অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক গোপীনাথ দত্ত, শিক্ষক অপূর্ব ঘোষ এবং প্রভাস ঘোষ। সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেন অনুপ জালোটার সুযোগ্য শিষ্য ত্রিদিব মহল, অপূর্ব পাল, জুঁই পাল, তরুণ পাল, কাকলি ঘোষ এবং বৈশাখী মণ্ডল। আবৃত্তি পরিবেশন করেন শুভশ্রী

ঘোষ ও বেহালা বাদ্যযন্ত্রে অংশগ্রহণ করেন দেবাংশু হালদার। এছাড়াও কচিকাঁচা শিল্পীরাও গান এবং নাচে তাদের দক্ষতা প্রদর্শন করে। সঙ্গীতে ছিল অভিনন্দা সিংহ, রাজদীপ কয়াল, দেবকৃষ্ণ শী এবং নৃত্যে ছিল শ্রীদাত্রী দত্ত প্রমুখ। বাখরাহাট সংস্কৃতি পরিষদের যে সমস্ত উদ্যোক্তা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন তাঁরা হলেন দীপঙ্কর পাল, প্রবীর ঘোষ, শ্যামসুন্দর পাল, তৈয়ব শেখ, অলক ঘোষ, শান্তি ঘোষ, রাজা ঘোষ, নিত্যানন্দ পাল, মোহন সাউ এবং আশীষ সিংহ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মণিমোহন কয়াল এবং কাশীনাথ সিংহ।

পান্তা উৎসব

মলয় সুর, চুঁচুড়া : ৮ জুন প্রতিবছরের মত এবছরও চুঁচুড়া আরোগ্যের উদ্যোগে এবং ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা সমাজসেবী ইন্দ্রজিৎ দত্তের সহযোগিতায় হয়ে গেল পান্তা উৎসব। ১৭ তম বর্ষে পদার্পণ করল এই উৎসব। ইন্দ্রজিৎ বাবু বলেন,'প্রচন্ড গ্রীষ্মের দাবদাহের হাত থেকে এই পান্তা উৎসব ক্ষণিকের জন্য শরীর শীতল রাখবে। একইভাবে এই শীতলতার মধ্যে দিয়েই বর্ষার আগমন ঘটবে।' মোট ১৬ ধরনের পদের আয়োজন করা হয়েছিল এদিন। উপস্থিত ছিলেন হুগলি– চুঁচুড়া পৌরসভার কাউন্সিলর ফনিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এছাড়া সমাজসেবী শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী।

প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। স্থানীয় মানুষদের উপস্থিতির মধ্যে দিয়ে এই পান্তা উৎসব সাফল্যমন্ডিত হয়ে উঠে। প্রথম ব্যাচেই আরোগ্যে বৃদ্ধাশ্রমের বৃদ্ধবৃদ্ধারা পেটপুরে খাদ্য গ্রহণ করে অনুষ্ঠানটিকে আরো দীর্ঘায়িত করার আশীর্বাদ দেন। কয়েকশো মানুষের খাদ্য গ্রহণের মধ্যদিয়ে এই উৎসব জমজমাট হয়ে ওঠে।

চন্দননগরের জ্যোতি সিনেমার চেহারা বদলাচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্মৃতিটুকু রেখেই বদলাক চন্দননগর জ্যোতি সিনেমার চেহারা। সকলের দাবি এমনই মেনে এমনটাই চাইছে শহরবাসীরা। তটিনি, মঞ্জুশ্রী, স্বপ্না সিনেমা হল ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। তাই 'জ্যোতি' সিনেমা হল এই শহর থেকে মুছে যাবে এমনটা কেউ চাইছে না। কলকাতার জ্যোতি হলের নামকরণের আদলের সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে। বারাসাত ঘটক পাড়ার কার্তিক চন্দ্র ঘটক এই সিনেমা হল টি প্রথম তৈরি করেন। এরপর এই ঐতিহ্যবাহী হলটি কলকাতার নামকরা দুলাল চন্দ্র ভড় ক্রয় করেন। বর্তমানে হুগলির ধনেখালির প্রয়াত কালিপদ সাহার দুই ছেলে সঞ্জীব সাহা ও চিরঞ্জিব

সাহার তত্ত্বাবধানে শপিংমল তৈরি হচ্ছে। তাই শহরের বিশিষ্টজনের বক্তব্য, জ্যোতি সিনেমার স্মৃতিটুকু রেখে বদল আনলে ভালো হয়। তার ভেতরে অন্তত ১০০ আসনের একটা সিনেমা হল রাখলে ভালো হয়। সকলের কাছে খুব জনপ্রিয় ছিল এই হল। সিনেমার স্মৃতিটুকু রেখে জ্যোতির চেহারা বদলালে চলচ্চিত্র সংস্কৃতির একটা সাক্ষী বেঁচে থাকবে।

অরবিন্দ ভবনে রাজ থেকে স্বরাজ প্রদর্শনী

উজ্জ্বল সরদার : ৬ থেকে ৮ জুন পর্যন্ত কলকাতার থিয়েটার রোডের শ্রী অরবিন্দ ভবনে 'রাজ থেকে স্বরাজ (স্বাদেশিকতা ও শিল্প–সংস্কৃতি)' শিরোনামে এক বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। উল্লেখ্য এই বাড়িতেই ১৮৭২ সালের ১৫ আগস্ট শ্রী অরবিন্দ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বিগত বছরগুলির মতোই এবারের এই প্রদর্শনীর আয়োজন।

'কলকাতা কথকতা' কলকাতার বিশিষ্ট সংগ্রাহক ও বিশিষ্টজনেদের নিয়ে তৈরি একটি হোয়াটসঅ্যাপ দল। ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ চর্চায় এই দল এক দশক ধরে প্রদর্শনী, আলোচনাসভা সংগঠিত করে চলেছে। এযাবৎ এই দল কলকাতার বিভিন্ন প্রদর্শনীকক্ষ ছাড়াও দিল্লীতে ও দেশের বাইরে একাধিক প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছে। এই 'কলকাতা কথকতা' দলের ২২ জন সংগ্রাহকের ব্যক্তিগত সংগ্রহ প্রদর্শিত হল এবারের অরবিন্দ ভবনের প্রদর্শনীতে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য এবারের এই প্রদর্শনী 'কলকাতা কথকতা' দল উৎসর্গ করছে তাদের সদ্য প্রয়াত বিশিষ্ট সংগ্রাহক গৌতম মিত্রের স্মরণে। এই দলের বরিষ্ঠ সংগ্রাহক গৌতম মিত্র ৯১ বছর বয়সে সাম্প্রতিক সময়ে প্রয়াত হয়েছেন। ডাকটিকিট, গ্রামোফোন রেকর্ড, সিগারেট কার্ড, অটোগ্রাফ সংগ্রহে প্রয়াত গৌতম মিত্র একজন প্রথম সারির সংগ্রাহক ছিলেন।

অষ্টাদশ শতক থেকে বিংশ শতাব্দী সময়কালের বিভিন্ন ছবি (ওল্ড বেঙ্গল পেইন্টিং, লিথোগ্রাফ, কাঠখোদাই চিত্র), পোর্সেলিনের পুতুল, এনামেল বিজ্ঞাপণ বোর্ড, স্বদেশী ব্যাচ, স্বদেশী পুস্তিকা, স্বদেশী দেশলাই(অস্ট্রিয়াতে ছাপ–দেশীয় রাজাদের ছবি দেওয়া দেশলাই বাক্সের লেবেল), বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের কণ্ঠের গ্রামফোন রেকর্ডিং(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গান্ধীজী, নজরুল ইসলাম, পণ্ডিত নেহেরু), পুরানো কলকাতার ঘোড়ার গাড়ীর লণ্ঠন, গ্যাস বাতির লণ্ঠন আলো, বটতলার ছাপা বই, পরাধীন ভারতের সিনেমার বিজ্ঞাপন বুকলেট, তৎকালীন সময়ের দৈনন্দিন ব্যবহার্য স্বদেশী দ্রব্য ও তার বিজ্ঞাপন–লেবেল, স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়কালীন খবরের কাগজ(স্বাধীনতা দিবসের দিনের, বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী ব্যাক্তিত্বের প্রয়াণের পরের দিনের প্রকাশিত খবরের কাগজ), স্বদেশী প্রচারপত্র, ক্যালেন্ডার, বিপ্লবী গণেশ ঘোষ– বীণা দাস– সুধাংশু বিশ্বাস– শ্রী অরবিন্দ – বারীন ঘোষের লেখা চিঠি ও ব্যবহার করা ব্যক্তিগত সামগ্রী, তৎকালীন সময়ের বিয়ের পদ্য সহ অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণপত্র, আলোকচিত্র(কার্ড ক্যাবিনেট ফটো, ব্রোমাইড ফটো), বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্টজনেদের অটোগ্রাফ (নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু, সরোজিনী নাইডু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার আশুতোষ মুখার্জি, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, বিধান চন্দ্র রায় ও বিভিন্ন সময়ের গভর্নর জেনারেল),

পরাধীন ভারতবর্ষের বিভিন্ন মুদ্রা–ব্যাঙ্ক নোট, পিকচার পোস্টকার্ড, ১৯১১ সালের কলকাতা থেকে দিল্লী রাজধানী স্থানান্তরের দিল্লী দরবার অনুষ্ঠানের স্মারক মেডেল ও দুষ্প্রাপ্য দেশলাই লেবেল, সুচিচিত্র, আলিপুর বোমা মামলার নথি, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের লেখা চিঠি ও এনামেল বোর্ডের ওপর ছাপা ছবি প্রভৃতি উপাদানে সাজানো হয়েছিল এই প্রদর্শনী। ৩ দিনের এই প্রদর্শনীতেই দর্শকরা স্বচোখে স্পর্শ করে দেখতে পারলেন অতীত দিনের হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস ঐতিহ্যের উপাদানকে।

৬ জুন। বিকাল ৪ টা ৩০ মিনিটে অনলাইনে এই প্রদর্শনীর সূচনা করেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পৌত্রী অদিতি মুখার্জি (দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পুত্র চিররঞ্জন দাশ ও সুজাতা দেবীর জ্যেষ্ঠা কন্যা)। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিচারপতি চিত্ততোষ মুখার্জি, প্রাক্তন বিচারপতি শ্যামল সেন, প্রাক্তন বিচারপতি অশোক গাঙ্গুলি ও অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। প্রদর্শনী দেখতে সাধারণ দর্শকের ভিড় ছিল বিশেষ নজরকাড়া। একইসাথে এই প্রদর্শনীতে দর্শক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক দেবাশিষ কুমার, বিশিষ্ট পরিচালক রাজা সেন, জয়ন্ত কৃপালিনী, অলকনন্দা রায়, শ্রীকান্ত আচার্য, চন্দ্রনাথ বসু, সাংবাদিক স্নেহাশিস সূর প্রমুখজনেরা। 'কলকাতা কথকতা' দলের সম্পাদক সাহিত্যিক চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় একান্ত সাক্ষাৎকারে জানালেন, 'বছরের বিভিন্ন সময়ে আমরা শহরের নানা প্রদর্শনী কক্ষে দেশের ইতিহাস ঐতিহ্য সংস্কৃতি সংগ্রহ নিয়ে নিয়মিত প্রদর্শনী করে চলেছি। সাধারণ দর্শকরা যে আগ্রহ নিয়ে আমাদের প্রদর্শনী দেখেন তাতেই আমরা বিশেষভাবে উৎসাহিত। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও আমাদের এই প্রদর্শনী নিয়ে আগ্রহ দেখে আমরা এখন তাদের জন্য আরও ভাবনা–চিন্তা করছি, কীভাবে শিক্ষাঙ্গনে গিয়ে তাদের সামনেই এই প্রদর্শনী আমরা সংগঠিত করতে পারি সেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। কলকাতা শহরে একমাত্র আমরা সংগঠিত ভাবে এই উদ্যোগ নিয়ে নিরন্তর এই কাজ করে চলেছি। সাধারণ মানুষই আমাদের বড় উৎসাহদাতা।'

প্রদর্শনী সূচনার দিন 'কলকাতা কথকতা' দলের সংগ্রাহক জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্যের সংগ্রহ থেকে অষ্টাদশ শতকের উইলিয়াম উডের লিথোগ্রাফে তৎকালীন কলিকাতার ছবি ও ওল্ড বেঙ্গলি ছবির পিকচার পোস্টকার্ডের দুটি সেট আর পুরানো কলকাতার ট্রামের টিকিটের আদলে প্রস্তুত বুকমার্ক সেট প্রকাশিত হয়। সংগ্রাহক ক্রেতাদের কাছে এটির আকর্ষণ বিশেষ সাড়া ফেলেছে।

দাঁইহাটে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল স্মরণ অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব বর্ধমান : কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের স্মরণে পূর্ব বর্ধমান জেলার দাঁইহাটে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল বামপন্থী সংগঠন ডিওয়াইএফআই ও এসএফআই। ৭ জুন দাঁইহাট পৌর মার্কেট সন্নিহিত স্থানে দিনভর আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির, অঙ্কন প্রতিযোগিতা, কৃতী ছাত্রছাত্রী সংবর্ধনা, আবৃত্তি, সঙ্গীত– নৃত্যানুষ্ঠান প্রভৃতি। এদিন ৭ জন মহিলা সহ মোট ৬৭ জন রক্তদান করেন। রক্তদানের মতো মহতী কর্মসূচির মাধ্যমে দুই মনীষীর স্মরণ অনুষ্ঠানের উদ্যোগ জনমানসে কার্যত সাড়া ফেলেছিল। ডিওয়াইএফআই–এর জেলা কমিটির সদস্যা বৈশাখী দাস, যুব নেতা সুরজিৎ মণ্ডল প্রমুখের কথায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নজরুল ইসলাম আমৃত্যু মানুষের জয়গান গেয়েছেন। তাঁদের সেই চিন্তাধারা দেশের বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে আজও সমানে প্রাসঙ্গিক।

রবীন্দ্র–নজরুল সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি মুক্তধারা আবৃত্তি চর্চা কেন্দ্রের আয়োজিত হৃদয়ে আছেন বিদ্রোহী কবি, অন্তর জুড়ে রবি ছবি নামক রবীন্দ্র ও নজরুল সন্ধ্যা আয়োজিত হয়ে গেল হাওড়া ব্যাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরী হলে। উক্ত অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাচিক শিল্পী মনোজ মুখার্জী, লেখক ও প্রকাশক সুমন্ত ভৌমিক ও সাংবাদিক গোপাল সেনাপতি। মুক্তধারার শিল্পীদের সমবেত আবৃত্তি দিয়ে অনুষ্ঠানে শুভ সূচনা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানের পরিচালনায় ছিলেন মুক্তধারা আবৃত্তি চর্চা কেন্দ্রের কর্ণধার তাপসী মুখার্জী ও সঞ্চালনায় ছিলেন অরুণোদয় কুণ্ডু।

গোবরডাঙায় বিশ্ব পরিবেশ দিবসে সাফাই কর্মীদের সম্বর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর ২৪ পরগণার গোবরডাঙায় বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে গোবরডাঙা পুরসভা, মেদিয়ার তেপুল–মির্জাপুর ও গোবরডাঙা স্টেশন সংলগ্ন এলাকা সহ প্ল্যাটফর্মগুলিকে যে সমস্ত সাফাইকর্মীরা ঝড়, জল–রোদ ও দুর্গন্ধ উপেক্ষা করেও পরিবেশকে পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন করেন, এইরকম ১৬০ জন সাফাই কর্মীকে এদিন গোবরডাঙা পরিবেশ বাঁচাও সমিতির

উদ্যোগে নাগরিক সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। প্রত্যেককে মানপত্র। গামছা ও মিষ্টি দিয়ে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। গোবরডাঙা রেনেসাঁস ইনস্টিটিউটের মুক্তমঞ্চে অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ১৩ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রত্না বিশ্বাস চৌধুরী, গোবরডাঙা পুর প্রধান শঙ্কর দত্ত, শিক্ষাবিদ পবিত্র মুখোপাধ্যায়, বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, কালিপদ সরকার, স্বপন চক্রবর্তী সহ কঙ্কনা ঘোষ দস্তিদার, চন্দকান্ত দত্ত প্রমুখ। স্বাগত ভাষণে দীপক কুমার দাঁ বলেন, 'আজকের এই দিবসে আমরা প্লাস্টিক বর্জন, আবর্জনার মাধ্যমে পুকুর ভরাট না করার জন্যে বারবার বার্তা দিলেও অনেকে তর তোয়াক্কা করেনা।' পুরপ্রধান বক্তব্যের পাশাপাশি গোবরডাঙা পরিবেশ বাঁচাও সমিতির উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ডা. এনসি কর, রত্না বিশ্বাস চৌধুরী। সঞ্চালনা করেন দীপক কুমার দাঁ।

গরশরা

ঐতিহ্য মেনে আজও ঘুরছে আমতার নটবর সাহার প্রতিষ্ঠিত রথের চাকা

দীপংকর মান্না : যদি পাঁচশো বছর হাওড়া হয়, তাহলে সাতশো বছর আমতা। প্রাচীন আমতা। বন্দর নগরী আমতা। একদা আমতা বন্দরের ছিল বেশ নামডাক। সুদূর তাম্রলিপ্ত, নবদ্বীপ, মুর্শিদাবাদ, রাণীগঞ্জ প্রভৃতি প্রদানের সঙ্গে আমতা বন্দরের নৌ যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল সুদৃঢ়। হাজার মণ মাল বোঝাই করে বড় বড় নৌকা সহজেই চলে আসতো আমতায়। বন্দরকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে জনবসতি। শুধু আমতা বন্দর কেন? মার্টিন কোম্পানির ট্রেন, মা মেলাইচন্ডীর মন্দির, সিরাজবাটীর মসজিদ, খোড়প বোসবাড়ি আমতার প্রাচীনতা বহন করেন। আমতার বিখ্যাত পান্তুয়া বাংলা ছেড়ে পাড়ি দেয় ভিন রাজ্যে ও ভিন দেশে। তেমনই প্রাচীন আমতা সাহা বাড়ির রথ। ঐতিহ্য, পরম্পরা ও আভিজাত্যে

আজও জমজমাট আমতার রথ। আমতা সাহা পরিবারের বিত্তবান ও প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন নটবর সাহা। ১৮৫৮ সাল। তখন ইংরেজ জমানায় গোটা ভারত। সেই সময় নটবর সাহা চলে আসেন পুরীর জগন্নাথদেবের রথযাত্রায়। তিনি রথ, উৎসব ও মানুষের ঢল দেখে অবাক ও অভিভূত হয়ে যান। বাড়ি ফিরে নিজের বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করেন শ্রীশ্রী জগন্নাথদেব। সেই থেকেই আজও পালিত হয়ে আসছে সাহা পরিবারের রথযাত্রা উৎসব। বাংলার ১৪০০ সাল থেকে রথের মেলার দায়িত্ব চলে আসে বারোয়ারি কমিটির হাতে।

সাহা বাড়ি থেকে একটু দূরে আমতা থানার কাছে এক আচ্ছাদনে থাকে সাহা বাড়ির রথ। শাল ও সেগুন কাঠের তৈরি, রথটি ২০ ফুট উচ্চতা ও ১২ ফুট চওড়া। রথে আছে নটি চূড়া। এখানেই বসে রথের জমকালো মেলা।

রথের কয়েকদিন আগে থেকেই সাহা বাড়িতে শুরু হয়ে যায় জগন্নাথদেবের পুজোর প্রস্তুতি। আসতে থাকে কুটুম। ঠাকুর ঘর পরিষ্কার করা, তুলসী গাছ পরিচর্যা করা, ভোগের জন্য নানা ধরণের নাড়ু তৈরি করা, আল্পনা দেওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি।

ভোরেই স্নান সেরে নেন সাহা বাড়ির গৃহবধূ থেকে কুটুমজন মহিলারা। এবার ছোট্ট রথ রাখা হয় মন্দিরে। সাজিয়ে বসানো হয় জগন্নাথ, বলরাম ও শুভদ্রাকে। নারায়ণকে দুধ–ঘি–মধু–গঙ্গাজল দিয়ে করা হয় স্নান করানো। ফল মিষ্টি নানা নৈবদ্য বড় থালায় সাজিয়ে দেওয়া হয় পুজো। ঢাক ঢোল কাঁসি বাজিয়ে ১ ঘণ্টা ধরে চলে আরতি। বাড়ির সকলে দেন অঞ্জলি।

বাড়ির পুজোর পর তিথি অনুযায়ী সাহা বাড়ির নব প্রজন্ম সৈপ্যায়ন সাহার মাথায় তুলে দেওয়া হয় তুলসী গাছ। ব্রাহ্মণ ঠাকুর নেন সযত্নে নারায়ণ শিলা। পুজোর নানা উপাচার নিয়ে, ঢাক ঢোল কাঁসি বাজিয়ে সুসজ্জিত ভাবে সাহা বাড়ির সকল সদস্যরা প্রথা অনুযায়ী প্রথমে রথের রশিতে টান দেন। এবার উপস্থিত শত শত ভক্তমণ্ডলী রথের রশি টানতে থাকেন। মোট তিন বার টানা হয় রথের রশি। পুজো শেষে ব্রাম্ভন ঠাকুর নারায়ণ শিলা ও হরি দেবতাকে নিয়ে চলে আসেন সাহা বাড়িতে।

আমতার রথের মেলার আছে এক আকর্ষণ। শুধু বাদাম, জিলিপি, পাঁপড় ভাজার গন্ধে নয়। নানা নিত্য নতুন পসরা খদ্দেরকে আকৃষ্ট করে। আকৃষ্ট করে নানা ধরনের গাছ গাছালির বিকিকিনি। ছোটরা ভেঁপু বাঁশি বাজিয়ে গোটা মেলাকে মাতিয়ে রাখে। বড়রা কাঁঠাল কোয়া কিনে খেয়ে মজা পায়। কথিত আমতার রথের মেলায় যে যা দ্রব্যসামগ্রী বিক্রির জন্য আনে তা সবই বিক্রি হয়ে যায়।

আমতার রথের মেলার এক প্রধান আকর্ষণ ঘুঁড়ির প্যাঁচ খেলা। আগের মতো না হলেও, এখনও রথের মেলায় ঘুঁড়ি ওড়ানোর একটা রেওয়াজ আছে। পেটকাটা, চাঁদিয়াল, নানা ঘুঁড়ি দখল নেয় আমতার আকাশে। ভো– কাট্টা, ভো–কাট্টা শব্দে ভরে যায় মেলা প্রাঙ্গণ। শুধু আমতা নয়, অন্য থানা থেকেও আসে ঘুঁড়ির প্যাঁচ খেলতে

ও দেখতে। এটা ঠিক ঘুঁড়ির সুতোর মাঞ্জায় আঘাত পায় নানা পাখি। সেদিকটা খেওয়াল রাখা উচিৎ। একটা সময় আমতার রথের মেলায় নানা ধরনের দেশি পাখি বিক্রি হতো। বন্যপ্রাণ আইনে পাখি বিক্রি আজ পুরোপুরি বন্ধ হয়েছে। বিক্রি হত তালপাতার পেখে। পলিথিন ও ছাতার দাপটে লুপ্ত হয়েছে পেখে।

ঐতিহ্য ও পরম্পরা মেনে চলতে থাকুক আমতা সাহা বাড়ির রথ ও রথের মেলা। সাহা বাড়ির এই প্রজন্মের বংশধর পিনাকী সাহা, তার স্ত্রী রীতা সাহা, পিনাকীর পুত্র ও পুত্রবধূ সৈপ্যায়ন ও সুদীপ্তা সাহা, পিনাকীর ২ বোন পার্বতী জানা ও সাগরিকা সাহা ও পিনাকীর বয়স্কা মাতা বেলা সাহা সকলেই নটবর সাহা প্রতিষ্ঠিত– দুলাল সাহা, বিমল সাহা ও কাম্যাক্ষা সাহা সুরক্ষিত রথের সুনাম ও ঐতিহ্য ধরে রাখতে তারা বদ্ধপরিকর।

আতশ কাচে

পিয়ালী অসুস্থ

কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযানে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ায় সামিটের কাছে পৌঁছেও ফিরে আসতে হয়েছে পর্বতারোহী পিয়ালী বসাককে। বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম শৃঙ্গ জয় করার অঙ্গীকার নিয়ে গতমাসে পিয়ালী কলকাতা থেকে রওনা হয়েছিলেন, হঠাৎ-ই অসুস্থ হয়ে পড়ায় ক্যাম্প ফোর থেকে পিয়ালিকে ফিরে আসতে হয়েছে।

দ্রাবিড় মর্মাহত

বেঙ্গালুরুর ভূমিপুত্র তিনি। খেলেছেন আরসিবির জার্সিতেও। কিন্তু সেই আরসিবির বিজয় মিছিলে গিয়ে বেঙ্গালুরুর ১১জনের পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনা মেনে নিতে পারছেন না। ভারতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়ক রাহুল দ্রাবিড়ের কথায়, এমন মর্মান্তিক ঘটনা ঘটা মোটেই উচিত ছিল না। দ্রাবিড় বলেন, 'গোটা ঘটনাটা অত্যন্ত হতাশাজনক, খুবই দুঃখের। খেলাধুলো নিয়ে বেঙ্গালুরুর মানুষ খুবই উৎসাহী। আমি নিজে বেঙ্গালুরুর বাসিন্দা। শুধু ক্রিকেট নয়, সব ধরনের খেলাই খুব পছন্দ করেন বেঙ্গালুরুর মানুষ। ফুটবল হোক বা কবাডি, সব দলকেই সমর্থন করেন। তাই এমন দুর্ভাগ্যজনক ঘটনায় সত্যিই মন ভেঙে যায়। যাঁরা প্রিয়জনকে হারিয়েছেন, তাদের প্রতি আমার সমবেদনা রইল। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করি। এমন ঘটনা মোটেই ঘটা উচিত ছিল না।'

সঞ্জুর ইঙ্গিত

আইপিএলের নতুন মরশুমের আগে বড়সড় দলবদলের ইঙ্গিত! রাজস্থান রয়্যালসের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারেন সঞ্জু স্যামসন। সোশাল মিডিয়ায় তাঁর দুই শব্দের পোস্টে এমনই জল্পনা নেটমাধ্যমে। তবে সরকারিভাবে রাজস্থান রয়্যালস বা সঞ্জু কেউই এসব নিয়ে এখনও মুখ খোলেনি। সোশাল মিডিয়ায় সঞ্জু দুই শব্দের পোস্টে টুইটারে লিখেছেন, 'টাইম টু মুভ..!!' সঙ্গে স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর হাঁটার ছবি।

ফিরছেন আনন্দ

ফের দাবার বোর্ডে দেখা যাবে বিশ্বনাথন আনন্দকে। ৫বারের বিশ্বজয়ী ভারতীয় দাবাড়ু ৬৪ খোপের লড়াই থেকে পুরোপুরি অবসর নেননি। তবে দীর্ঘদিন দাবার প্রতিযোগিতা থেকে দূরে। বিশ্ব র‍্যাপিড ও ব্লিৎজ টিম চেস প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করছেন আনন্দ। ফ্রিডম টিমের অংশ হয়ে নামতে চলেছেন তিনি। যে দলকে নেতৃত্ব দেবেন আন্তর্জাতিক দাবা ফেডারেশনের সিইও এমিল সুতোভস্কি। অন্যদিকে আনন্দ এই সংস্থার সহ-সভাপতি। এই দলে একমাত্র ভারতীয় তিনিই।

আইএফএ'র উদ্যোগ

বাংলা থেকে ম্যাচ কমিশনার তৈরির লক্ষ্যে উদ্যোগ নিল আইএফএ। ভারতে প্রথম কোনও ফুটবল সংস্থা হিসেবে আইএফএ এই ধরনের ওয়ার্কশপের আয়োজন করে। এই লক্ষ্যে ৩ দিনের এক ওয়ার্কশপ হয় এয়ারলাইন্স রিক্রিয়েশন ক্লাবে। এই ওয়ার্কশপের চিফ ইন্সট্রাক্টর হিসেবে এআইএফএফ থেকে এসেছেন বিনোদ কুমার সিং। সহকারী ইন্সট্রাক্টর হলেন স্বাগত ভট্টাচার্য। ভবিষ্যতে ম্যাচ কমিশনার হওয়ার লক্ষ্যে ২৯জন এই ওয়ার্কশপে শিক্ষার্থী হিসেবে অংশ নেন। এয়ারলাইন্স ক্লাবে এই ওয়ার্কশপে উপস্থিত ছিলেন আইএফএর অন্যতম যুগ্ম সহসচিব এবং এআইএফএফ ম্যাচ কমিশনার সুদেষ্ণা মুখার্জী, আইএফএর সিইও পুষ্পার্ঘ্য চট্টোপাধ্যায়।

ফরাসি ওপেন

স্পেনের কার্লোস আলকারাজ ফরাসী ওপেন টেনিসে পুরুষদের সিঙ্গেলসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। প্যারিসে ফাইনালে দ্বিতীয় বাছাই স্পেনের কার্লোস আলকারাজ, শীর্ষ বাছাই ইতালির জ্যানিক সিনারকে ৬-৪,৭-৬,৬-৪,৭-৬,৭-৬ গেমে হারিয়ে দেন। ফরাসি ওপেনের ইতিহাসে পুরুষদের দীর্ঘতম রুদ্ধশ্বাস ফাইনাল চলে প্রায় সাড়ে ৫ ঘণ্টা। আলকারাজ টানা দ্বিতীয়বার ফরাসি ওপেন খেতাব জয় করলেন। মহিলাদের ডাবলসের দ্বিতীয় বাছাই ইতালির সারা ইরানি ও জাসমিন পাওলিনি খেতাব জয় করেছেন।

রাজ্য সাঁতারে ৫ সোনা জয় করে নজির সৌগত দাসের

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্য সাঁতারে জয়জয়কার সৌগত দাসের। বেলেঘাটা সুইমিং পুলে ৩দিনের রাজ্য সাঁতারে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সৌগত ছেলেদের বিভাগে জিতে নিলেন ৫টি সোনা। তারমধ্যে চারটি আবার রেকর্ড সহযোগে। পরিবারের অর্থকষ্টকে সঙ্গী করেই আলো ছড়ালেন সৌগত। ছেলেদের বিভাগে তিনিই চ্যাম্পিয়ন। মেয়েদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন স্নিগ্ধা ঘোষ। তাঁর ৫টি পদকের ৩টি সোনা এবং জোড়া রুপো। ৩টি সোনার মধ্যে ২টি রাজ্য রেকর্ড রয়েছে তাঁরও। অনেকদিন পরে সদ্য শেষ হওয়া রাজ্য সাঁতারে অংশ নিলেন সৌবৃতি মণ্ডল। জাতীয় সাঁতারে বাংলা দলে সুযোগ পাওয়ার লক্ষ্যেই তাঁর এই অংশগ্রহণ। সেখানে ৩টি সোনা জিতে সৌবৃতি সেরা প্রমাণ করলেন নিজেকে। জাতীয় গেমসে বাংলার মুখ উজ্জ্বল করার পরে রাজ্য সাঁতারেও দাপট দেখালেন তিনি।

রাজ্য সাঁতারে ছেলেদের দলগত বিভাগে ৯৯ পয়েন্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ন উত্তর ২৪ পরগনা। মেয়েদের চ্যাম্পিয়ন হুগলি। তাঁদের সংগৃহীত পয়েন্ট ৭০। পাশাপাশি ৪৯ পয়েন্ট নিয়ে মেয়েদের গ্রুপ চ্যাম্পিয়নও হুগলি জেলা। ছেলেদের গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন উত্তর ২৪ পরগনার ঝুলিতে ৬৬ পয়েন্ট। তবে সাফল্যের আলোর মধ্যে তিনদিনের রাজ্য সাঁতার নিয়ে

অভিযোগের তির বিস্তর। পরিকাঠামোগত অব্যবস্থায় ওয়াটার পোলো এবং ডাইভিংয়ের জন্য বিপুল টাকায় পূর্ব রেলের সুইমিং পুল ভাড়া করতে হল। পরিকাঠামোগত ত্রুটির কথা স্বীকার করে নিয়েছেন রাজ্য সাঁতার সংস্থার সভাপতি রামানুজ মুখোপাধ্যায়। রাজ্য সাঁতারের শেষদিনে কোচবিহার জেলা সংস্থার শীর্ষকর্তা রমেন বিশ্বাসের সঙ্গে বচসায় জড়ালেন তিনি।প্রথমবার কোচবিহার এবং পূর্ব মেদিনীপুরের সাঁতারুরা বেঙ্গল সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনে ব্যানারে রাজ্য সাঁতারে অংশ নিলেন। কেন তাঁদের নিজ জেলার প্রতিনিধিত্ব করতে দেওয়া হল না ? তা নিয়ে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয় দু"জনের। দুই জেলার প্রতিনিধিদের অভিযোগ রাজ্য সংস্থার সভাপতি নিজের খেয়ালখুশিতে প্রশাসন চালাচ্ছেন। যা মানা যায় না। এই বিষয়ে সঠিক ব্যাখ্যা না-পেলে অন্যপথে অধিকার আদায়ের পথে হাঁটার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তাঁরা। ইতিমধ্যে রাজ্য সাঁতার সংস্থার কার্যকরী কমিটির মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে। কবে নির্বাচন তা নিয়ে বিদায়ী কমিটি কোনও উচ্চবাচ্য করছে না। যা নিয়ে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। তারই প্রকাশ দুই কর্তার বাদানুবাদে। এদিকে বেলেঘাটা সুইমিং পুলে টাচপ্যাড না-থাকায় সময় নিয়ে গণ্ডগোল রয়েছে। রামানুজ মুখোপাধ্যায় অবশ্য পরিকাঠামোগত খামতির কথা মেনে নিয়েছেন। পরিকাঠামোর খামতির কারণে বাংলার সাঁতারুরা রাজ্যে থাকতে চাইছেন না। যার দায় প্রায় অর্ধশতক ধরে রাজ্য সংস্থার পদ আগলে থাকা কর্তাদের নিতে হবে। এহেন অভিযোগের তিরে রামানুজ মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর গোষ্ঠীর ভীষ্মের শরশয্যা দশা। এত অভিযোগ সত্ত্বেও কোন জাদুতে তিনি অপরাজেয় ? রামানুজ মুখোপাধ্যায় বলছেন, আমি সাঁতারের লোক। আর কিছু নই। বিরোধী শিবির বলছে, আইন-সংবিধানকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে রামানুজ মুখোপাধ্যায় স্বেচ্ছাচারিতা চালাচ্ছেন। যেমন সদ্য শেষ হওয়া রাজ্য সাঁতারে কোচবিহার ও পূর্ব মেদিনীপুরের সাঁতারুদের নাম নথিভুক্ত করার ক্ষেত্রে তিনি দেখিয়েছেন বলে অভিযোগ। আগামী ২২ জুন থেকে শুরু হতে চলা ফেডারেশন কাপের জন্য বাংলার দলগঠন হবে রাজ্য সাঁতারের ফলাফলের উপর নির্ভর করেই। বেলেঘাটার পূর্ব কলকাতা সুইমিং পুলে এবারের রাজ্য সাঁতারের আয়োজন হল। বিতর্কের মধ্যেই অনেকদিন পর রাজ্য সাঁতার ফিরল পুরনো জায়গায়।

শুরু ক্যাম্পাস বেঙ্গল প্রো টি-২০ লিগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১১ জুন ইডেন গার্ডেনে সুনিধি চৌহানের গানের মাধ্যমে একটি দুর্দান্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সঙ্গে শুরু হল ক্যাম্পাস বাংলা প্রো টি-টোয়েন্টি লিগের ২য় মরসুমে খেলা, ৮টি দলের মধ্যে, চলবে ২৮ জুন পর্যন্ত। এছাড়াও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিএবি সভাপতি স্নেহাশীষ গাঙ্গুলী, রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, দলকল মন্ত্রী সুজিত বসু, এমএমআইসি দেবাশীষ কুমার সহ অন্যান্যরা। এই খেলায় পুরুষ এবং মহিলা দল অংশগ্রহণ করছে। পুরুষদের খেলা হচ্ছে ইডেন গার্ডেনসে। মহিলা দলগুলি খেলছে সল্টেকের যাদবপুর ইউনিভার্সিটির মাঠে। প্রত্যেকটি দলের সঙ্গে মেন্টর হিসেবে যুক্ত রয়েছে ক্রিকেট দুনিয়ার সফল তারকা ক্রিকেটাররা।

প্রথম খেলা অনুষ্ঠিত হয় সোবিসকো স্ম্যাশার্স মালদা এবং মুর্শিদাবাদ কিংসের মধ্যে, এই ম্যাচে বিজয়ী হয় মুর্শিদাবাদ কিংস। এসএসএমের সাইয়াদ ইরফান আফতাব ৪টি উইকেট নেয় এবং অধিনায়ক ঋত্বিক চ্যাটার্জি ৩০ রান করে। এমকের ঋষভ চৌধুরী ৫৯ রান করে নট-আউট ছিল।

১২ জুন মহিলা দলগুলির উদ্বোধনী খেলা হবে মুর্শিদাবাদ কুইন্সেনস এবং হারবার ডায়মন্ডস-এর সঙ্গে। দ্বিতীয় খেলাটি হয় লাক্স-শ্যাম কলকাতা টাইগারস্ এবং সারভোটেক শিলিগুড়ি স্টাইকার্সের মধ্যে। টুর্নামেন্টে ৮টি গতিশীল ফ্র্যাঞ্চাইজি রয়েছে। সোবিসকো স্ম্যাশার্স মালদা, অ্যাডামাস হাওড়া ওয়ারিয়র্স, সার্ভোটেক সিলিগুরি স্ট্রাইকার, হারবার ডায়মন্ডস, শ্রাচি রার টাইগারস, লাক্স-শ্যাম কলকাতা রয়েল টাইগারস, মুর্শিদাবাদ কিং/কুইয়েনস, রেশমি মেদিনীপুর উইজার্ডস।

এখন এটাই দেখার এই খেলার মাধ্যমে জেলার প্রতিভাবান ক্রিকেটারা কীভাবে শীষদলগুলিতে নিজেদের জায়গা করে নেয়।

সিএবির তরফ থেকে যানানো হয়েছে জেলার উঠতি ক্রিকেটারদের উৎসাহ জোগাতে এবং তৈরি করতে এই উদ্যোগ। মহিলাদের খেলায় প্রথম দিন মুর্শিদাবাদ কুইন্স এবং হারবার ডায়মন্ডসের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইতে মুর্শিদাবাদ জয় ছিনিয়ে নেয়। হারবারের দীপা দাস ৩৭ রান করে সর্বোচ্চ রানের তালিকায় জায়গা করে নেয়। মুর্শিদাবাদের তনুশ্রী সরকার ৬১ রান করে অপরাজিত থাকে। সার্ভোটেক শিলিগুড়ি স্ট্রাইকার্স এবং লাক্স শ্যাম কলকাতা টাইগারের মধ্যে দ্বিতীয় ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। বৃষ্টি ছন্দপতন ঘটালে ১৩ ওভারের খেলায় কলকাতার প্রিয়াঙ্কা বালা ৩২ করে, তিনিই সর্বোচ্চ। শিলিগুড়ি ২ বল আগেই তাদের প্রাপ্ত রান করে জিতে যায়। এদেরও সর্বোচ্চ রান ছিল ৩২ যা করে পর্ণা পাল।

ক্যাম্পাস বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগের দ্বিতীয় দিনের খেলায় সামনাসামনি হয়েছিল রাশমি মেদিনীপুর উইজার্ডস ও লাক্স শ্যাম কলকাতা টাইগার। টসে জিতে কলকাতা প্রথম বোলিং করার সিদ্ধান্ত নেয়। বৃষ্টির কারণে ম্যাচের শুরুতে ডিএলএস নিয়ম জারির জন্য ম্যাচটি ১৩ ওভারের করা হয়। প্রথমে ব্যাটিং করতে নেমে মেদিনীপুর ৬টি উইকেট হারিয়ে ১৩৭ রান করেন। মেদিনীপুরের হয়ে সর্বোচ্চ রান করেন প্রিয়াংশু গৌরভ শ্রীভোস্তভ , তিনি ৩৩ বলে ৭১ রান করেন এবং দলের হয়ে সর্বোচ্চ উইকেট নেন সৌমদীপ মন্ডল, তিনি ৩টি উইকেট নেন। পরবর্তী ইনিংসে কলকাতা ১৩ ওভারে ৮ টি উইকেট হারিয়ে ৮৬ রান করে। দলের হয়ে সর্বোচ্চ রান করেন অধিনায়ক অভিষেক পড়েল, তিনি ১৭ বলে ২১ রান করেন ও সর্বোচ্চ উইকেট নেন সায়ন ঘোষ, তিনি ২টি উইকেট নেন।

নভেম্বরেই ইডেনে বসবে আন্তর্জাতিক টেস্টের আসর

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্ভাবনা ছিলই। আর সেই সম্ভাবনায় সিলমোহর দিয়ে নভেম্বরে ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম টেস্ট আয়োজনের দায়িত্ব পেল ইডেন গার্ডেন্স। পরিবর্তিত সূচি ঘোষণা করা হল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের তরফে। আগামী ১৪-১৮ নভেম্বর শুরু হতে চলা প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট নয়াদিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়াম থেকে সরল কলকাতার ইডেন গার্ডেন্স। দিওয়ালি পরবর্তী সময়ে রাজধানী নয়াদিল্লির দূষণসূচক পৌঁছে যায় চরমে। সেকথা মাথায় রেখেই নভেম্বরে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম টেস্টের বরাত পেতে পারে কলকাতা। বোর্ডের এক আধিকারিক বলেন, 'ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ক্রিকেটারদের সুস্বাস্থ্য এবং স্বাচ্ছন্দ্যকে সর্বাগ্রে প্রাধান্য দিয়ে থাকে । গত কয়েক বছরে নয়াদিল্লির দূষণ সম্পর্কে অবগত হয়েই ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম টেস্টের ভেন্যু সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কেবল ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট সিরিজ নয়। বোর্ডের পরিবর্তিত সূচির প্রভাব পড়েছে আগের ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজেও । দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট আয়োজনের দায়িত্ব পাওয়ায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ আয়োজনের দায়িত্ব থেকে সরানো হল ইডেন গার্ডেন্সকে।

আইসিসির হল অফ ফেমে ধোনি, সম্মান পেতেই পকেটমারের সঙ্গে তুলনা শাস্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি : আইসিসি'র 'হল অফ ফেম'-এর অন্তর্ভুক্ত হলেন মহেন্দ্র সিংহ ধোনি। ধোনি হলেন ১১তম ভারতীয় ক্রিকেটার যিনি এই সম্মান পেয়েছেন। এর আগে শচীন তেন্ডুলকর, রাহুল দ্রাবিড়, অনিল কুম্বলে, সুনীল গাভাসকর, কপিল দেব, বীরেন্দ্র সেহওয়াগ, বিনু মানকড, ডায়ানা এডুলজি নীতু ডেভিড এবং বিষাণ সিং বেদী এই সম্মান পেয়েছেন। অবসরের প্রায় ৫ বছর পর এই সম্মান পেলেন ধোনি। ২০২০ সালের ১৫ আগস্ট, ভারতের স্বাধীনতা দিবসে, তিনি তাঁর অবসরের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন। ১৬ বছরের দীর্ঘ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কেরিয়ারে দেশকে একাধিক ট্রফি এনে দিয়েছেন ক্যাপ্টেন কুল। বিশ্বকাপ, টি-২০ বিশ্বকাপ, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জেতার পাশাপাশি টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে তিনি ১ নম্বরে নিয়ে গিয়েছেন দেশকে। ক্রিকেটে তাঁর অনবদ্য অবদানের পুরস্কার স্বরূপ আইসিসি'র এই সম্মান। আইসিসির বিশেষ সম্মান পেলেও লন্ডনের অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন না ধোনি। পরে আইসিসির শেয়ার করা একটি ভিডিওতে বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক বলেন, 'আইসিসির হল অফ ফেমে জায়গা পাওয়াটা অত্যন্ত সম্মানের। সর্বপ্রজন্মের, সবদেশের ক্রিকেটারদের পারফরম্যান্সকে স্বীকৃতি দেয় এই হল অফ ফেম। সর্বকালের সেরা এমন কিংবদন্তিদের নামের সঙ্গে আমার নামটাও স্মরণীয় হয়ে থাকবে, সেটা ভাবতেই অসাধারণ লাগছে।

সারাজীবন এই সম্মানটা মনে রাখব।' ধোনিকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন যখন বিসিসিআই, প্রাক্তন ক্রিকেটার থেকে নেটিজেনরা, তখন অদ্ভুত তুলনা টেনে সমাজ মাধ্যমে হইচই ফেলে দিয়েছেন রবি শাস্ত্রী। শাস্ত্রী ধোনির উইকেটকিপিং দক্ষতার প্রশংসা করতে গিয়ে পকেটমারের সঙ্গে তুলনা টেনে বলেন, 'ওর হাত একজন পকেটমারের থেকেও দ্রুত'। তিনি বলেন, 'ভারতে যদি আপনি কোনও বড় ম্যাচে যান, বিশেষ করে আহমেদাবাদে, এবং আপনার পিছনে যদি ধোনি থাকে, তাহলে সাবধান! পকেট থেকে ওয়ালেট হাপিস হয়ে যেতে পারে'! আসলে, দ্রুততা এবং ক্ষিপ্রতার কথা বোঝাতেই পকেটমারের সুনিপুণ ছোঁয়ার সঙ্গেই তুলনা টানেন শাস্ত্রী। শাস্ত্রী আরও বলছেন, 'ও শূন্য রানে আউট হোক বা বিশ্বকাপ জিতুক। একশো করুক বা দুশো করুক। ওর মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই।'

কলকাতা লিগে ভূমিপুত্রের সংখ্যা বাড়ল

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা ফুটবল লিগের প্রিমিয়ার ডিভিশনের নূন্যতম ভূমিপুত্রের সংখ্যা আরও বাড়ল। এর আগে প্রিমিয়ার ডিভিশনের ক্লাব প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠকে ভূমিপুত্রের সংখ্যা নূন্যতম পাঁচজন নির্ধারিত হয়েছিল। সম্প্রতি রাজ্য সরকারের ক্রীড়া দপ্তর ভূমিপুত্রের সংখ্যা বাড়ানোর অনুরোধ করে আইএফএকে। আইএফএ শুক্রবার প্রিমিয়ার ও ফার্স্ট ডিভিশন লিগ কমিটির ও প্রিমিয়ারের ক্লাব প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক করে। সেই বৈঠকে ক্রীড়া দপ্তরের অনুরোধকে মান্যতা দিয়ে নূন্যতম ভূমিপুত্রের সংখ্যা পাঁচ থেকে বাড়িয়ে ছয় করার বিষয়ে সকলে সহমত হয়। সেই বিষয়ে বৈঠকে উত্থাপিত হয়। উপস্থিত ক্লাব প্রতিনিধিরা সমবেত ভাবে জানান অত্যন্ত স্বচ্ছতার সঙ্গে লটারি হয়েছে এবং এ নিয়ে তাঁদের কোনও অভিযোগ নেই। বৈঠকে ক্লাব প্রতিনিধি ও লিগ আইএফএ সভাপতি অজিত বন্দোপাধ্যায়, সচিব অনির্বাণ দত্ত, সহ সচিব রাকেশ ঝাঁ, মহম্মদ জামাল, সুদেষ্ণা মুখার্জী, এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি সুফল রঞ্জন গিরি উপস্থিত ছিলেন। আসন্ন কলকাতা ফুটবল লিগের ঢাকে ইতিমধ্যেই কাঠি পড়ে গিয়েছে। আগামী ২৫ জুন থেকে কলকাতা ফুটবল লিগের নয়া মরশুম শুরু হতে চলেছে। এবারের টুর্নামেন্টে মোট ২৬ দল অংশগ্রহণ করতে চলেছে। দলগুলোকে মূলত দুটো গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। তবে ইস্টবেঙ্গল এফসি এবং মোহনবাগান সুপার জায়ান্টকে রাখা হয়েছে একই গ্রুপে। প্রতি গ্রুপ থেকে শীর্ষে থাকা তিনটি দল নিয়ে মোট ছ'টি দলের সুপার সিক্স রাউন্ড হবে। একই গ্রুপে থাকা দলগুলি সুপার সিক্স রাউন্ডে পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে না। গ্রুপ এ-তে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, মেসার্সার্স ক্লাব, কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স অ্যাসোসিয়েশন, সুরুচি সংঘ, রেলওয়ে এফসি, বিএসএস স্পোর্টিং ক্লাব, জর্জ টেলিগ্রাফ ক্লাব, ক্যালকাটা কাস্টমস, কালীঘাট এমএস, মামনি গ্রুপ পাঠচক্র, আর্মি রেড এবং পুলিশ এসি।

হংকংয়ের কাছে হেরে স্বপ্নের জলাঞ্জলি

নিজস্ব প্রতিনিধি : গোল করে জেতাবেন কে? এই প্রশ্ন ম্যাচের আগেও ছিল। ম্যাচের পর প্রকট হল। হংকংয়ের বিরুদ্ধেও হার। ২০২৩ সালে এই হংকংকে হারিয়েই এএফসি এশিয়া কাপের মূলপর্বে জায়গা করে নিয়েছিল ব্লু টাইগার্স ব্রিগেড। আর ২০২৫ সালে, এই হংকংয়ের কাছেই ১-০ গোলে হেরে স্বপ্ন হারিয়ে ফেললেন সুনীলরা। এএফসি এশিয়ান কাপের মূলপর্বে ওঠার রাস্তা যে মোটেই সোজা নয়, তা ভারত বাছাই পর্বের প্রথম ম্যাচেই টের পেয়েছিল। যে হংকং ভারতের থেকে ২৬ ধাপ পিছনে, তাদেরকেও হারাতে ব্যর্থ। হংকং রয়েছে ১৫৫ নম্বরে, আর ভারত সেখানে ফিফা ক্রমতালিকায় ১২৬ নম্বরে। তবু স্বপ্ন শেষ। ০২৪-এর আগস্ট থেকে তাদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন অ্যাশলে ওয়েস্টউড, যিনি ভারতীয় ফুটবলে পরিচিত মুখ। ২০১৩ থেকে ২০১৬ তিনি বেঙ্গালুরু এফসি-র দায়িত্বে ছিলেন। এটিকে ও রাউন্ডগ্লাস পাঞ্জাবকেও কোচিং করিয়েছেন পরে। ভারতীয় ফুটবল সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা তাঁর। হংকংয়ের এই দলকে নিয়ে তিনিই বাজিমাত করে গেলেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই দেখলেন এফসি গোয়া ও ভারতীয় দলের কোচ মানালো মার্কেজ। ভারতীয় ফুটবলের চিরকালীন রোগ থেকে বেরোতে পারলেন না আশিকরা। গোলের সামনে গিয়ে ছন্দ হারিয়ে ফেলল প্রতিবারই। গোটা ম্যাচে একাধিকবার দারুণ সেভ করে দলকে রক্ষা

হতাশায় ডুবছে ভারতীয় ফুটবল

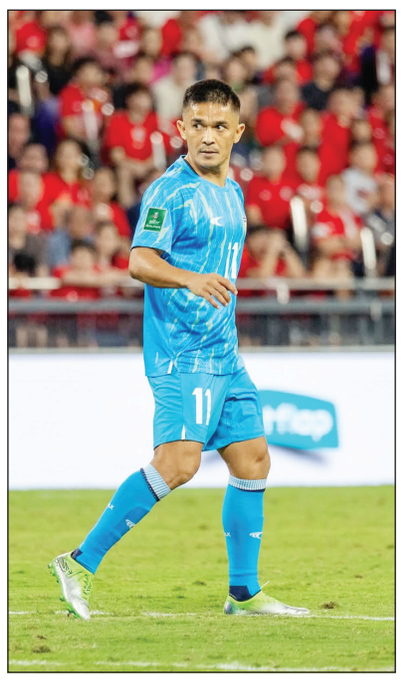

করছিলেন গোলকিপার বিশাল কাইথ। তিনিই ৯৪ মিনিটে ফাউল করে বসলেন হংকংয়ের ফুটবলার উদেবুলুজোরকে। পেনাল্টি থেকে গোল করতে ভুল করেননি স্টেফান পেরেইরা। এরপরে আর ম্যাচে ফিরতে পারেনি মানোলো মার্কেসের ভারত। ১-০ ফলে জয় পায় হংকং। সুনীলদের চেনা কোচ প্রতিপক্ষে, ভারতকে প্রথম ২৫ মিনিটে সেভাবে সুযোগই দেয়নি। প্রথমার্ধের ৩৫ মিনিটের মধ্যেই গোলের সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে গেছিল ভারত। লিস্টন কোলাসো সুন্দর বল বাড়িয়ে দিয়েছিলেন আশিক কুরুনিয়ানকে লক্ষ্য করে। কিন্তু গোলরক্ষককে একা পেয়েও তিনি বলটি জালে জড়াতে পারেননি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে আশিক কুরুনিয়ান আরেকটি সুযোগ মিস করেন, যদিও এটি একটু কঠিনই ছিল। ভারতে গোল করার কোনও ফুটবলারই নেই, তবু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে সুনীলকে প্রথম থেকে খেলাননি মানালো। দলকে নেতৃত্ব দেন সন্দেশ ঝিঙ্ঘান। সুনীলের জায়গায় স্ট্রাইকার হিসেবে খেলছিলেন ছাংতে। দ্বিতীয়ার্ধে আশিকের পরিবর্তে মাঠে নামেন সুনীল ছেত্রী। তিনি নামার পরে কিছুটা আক্রমণের ধার বাড়ে ভারতের। যদিও কাজের কাজ হয়নি। এই গ্রুপে ভারত আপাতত সবার শেষে। আবার প্রশ্ন উঠল যেখানে উজবেকিস্তান-জর্ডনরা পারে, সেখানে ভারত পারে না। গত দেড়বছরে ভারতীয় ফুটবল দলে যে জয়ের দেখা নেই।

দৈনন্দিন জীবনের নিত্যনতুন সমস্যার প্রতিকার জানতে
পড়তেই হবে

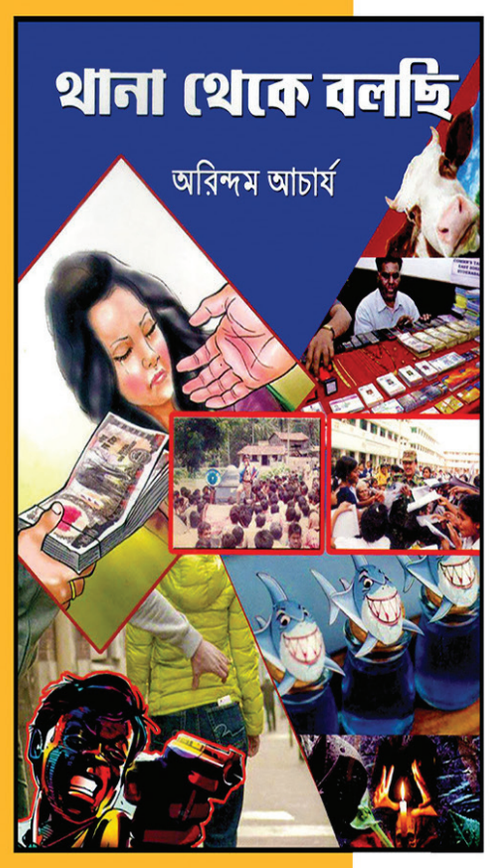

কি রয়েছে

- নারীপাচার ও তার প্রতিকার
- ডাকাতির কবলে পড়লে
- প্রতারণার ফাঁদ
- পুকুর ভরাট
- মোবাইল যখন শত্রু হয়
- বিজ্ঞাপনে বিপদ
- হায়রে চিংড়ি
- আরো অনেক কিছু .....

একজন দুঁদে পুলিশ অফিসারের অভিজ্ঞতা থেকে তুলে এক মলাটের মধ্যে এনে দিয়েছে নিখিল বঙ্গ প্রকাশনী

এখনই সংগ্রহ করুন

দাম মাত্র ৩০/- টাকা

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9088703044 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com